আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র

মার্চ, ২০২১ঈসায়ী

আল-ফিরদাউস

সংবাদ সমগ্র

মার্চ, ২০২১ঈসায়ী

প্রকাশনায়

আল-ফিরদাউস নিউজ

সূচিপত্র

৩১শে মার্চ, ২০২১

ভূমি দিবসে ফিলিস্তিনিদের বিক্ষোভ

ভূমি দিবস উপলক্ষে হাজার-হাজার ফিলিস্তিনি অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকা, অধিকৃত পশ্চিম তীর ও ইজরাইলের অভ্যন্তরে বিক্ষোভ করেছে। মঙ্গলবার ভূমি দিবসের ৪৫তম বার্ষিকীর স্মরণে এ বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়।

ফিলিস্তিনিরা ১৯৭৬ সাল থেকে ৩০ মার্চকে ভূমি দিবস হিসেবে পালন করে আসছে। এ দিনে ইজরাইলের অভ্যন্তরে অবস্থানরত ফিলিস্তিনি নাগরিকরা ইজরাইলের ভূমি-দখল নীতি ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেছিলেন। ওই দিন ইজরাইলের সন্ত্রাসী বাহিনী ছয়জন ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছিল।

ইজরাইলের অভ্যন্তরে বসবাস করা ফিলিস্তিনিরা দেশটির ২০ শতাংশ জনগণ। এ ফিলিস্তিনিরা ১৯৪৮ থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত ইজরাইলের দখলদার বাহিনীর সামরিক আইনের মধ্যে ছিলেন। তারা ফিলিস্তিন স্বাধনিতার কথা বলা জন্য কারফিউ ও গ্রেফতারসহ বিভিন্ন ধরনের শাস্তি ভোগ করেছিলেন।

স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে এ বিক্ষোভের সময় পশ্চিম তীরের বিভিন্ন শহর থেকে ১০ ফিলিস্তিনিকে গ্রেফতার করে ইসরাইলি সৈন্যরা। তাদেরকে রামাল্লাহ, হেবরন, জেনিন, সালফিট, নিলিন, নাবলুস ও সেবাসটিয়া থেকে গ্রেফতার করা হয়।

ভারতে বসে মহানবীকে নিয়ে বাংলাদেশি হিন্দু যুবকের কটূক্তি

ফরিদপুরের নগরকান্দায় চরযশোরদী ইউনিয়নের বানেশ্বরদী গ্রামের এক যুবকের বিরুদ্ধে ভারত থেকে ফেসবুকের একটি পোস্টে মহানবী হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করেছে উঠেছে।

জানা যায়, বানেশ্বরদী গ্রামের অনিল বালার ছেলে তপু বালা (২১) তার ফেসবুক আইডি হতে নুর আহম্মেদ নামে এক ফেসবুক পেজের একটি পোস্টে মহানবী হযরত মোহাম্মাদ (সা.) কে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করে। বিষয়টি স্থানীয়দের নজরে এলে মঙ্গলবার (৩০ মার্চ) বিকালে আশেপাশের কয়েক গ্রামের আলেম ওলামা ও মুসল্লিরা তপুর বাড়িতে আসেন। তারা তপুর বাবা অনিল বালাকে বিষয়টি জানান। এ সময় ওই এলাকায় তীব্র উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হয়।

অনিল বালা জানায়, তার ছেলে তপু বালা বর্তমানে ভারতের মহারাষ্ট্রে বসবাস করছে। তার ছেলের উগ্র উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের কথাও স্বীকার করেছে।

আইভরিকোস্ট | আল কায়েদার হামলায় ৪ পুলিশ ও সেনা সদস্য নিহত, আহত অনেক

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ আইভরি কোস্টে দেশটির সামরিক বাহিনীর উপর প্রচন্ড আক্রমণ চালিয়েছে আল-কায়েদা। এতে ১ পুলিশ সদস্যসহ মোট ৪ সৈন্য নিহত এবং আরো অনেক সেনা আহত হয়েছে।

আঞ্চলিক সূত্র থেকে জানা গেছে, গত ২৮ মার্চ রবিবার মাঝরাতে, আফ্রিকার দেশ আইভরি কোস্টের কাফোলো অঞ্চলে ভারী অস্ত্রে সজ্জিত 'জিএনআইএম' এর একদল মুজাহিদ দেশটির সামরিক বাহিনীর ২টি চেকপোস্ট তীব্র হামলা চালিয়েছে।

সূত্রটি আরো জানিয়েছে যে, হামলাকারী মুজাহিদদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫০ জন। যারা বুর্কিনা-ফাসো সীমান্ত হয়ে আইভরিকোস্টে প্রবেশ করেছে। অতঃপর কাফোলো অঞ্চলে অবস্থিত সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহীনির দুটি চেকপোস্টে ভারী ও মাঝারি অস্ত্র দ্বারা অতর্কিত হামলা চালিয়েছে।

মুজাহিদদের অভিযানটি এতটাই তীব্র ছিল যে, সামরিক বাহিনীর সদস্যরা কোন কিছু বুঝে উঠার আগেই, মুজাহিদদের হামলায় ৩ সেনা ও ১ পুলিশ সদস্য নিহত হয় যায়, এবং আরো বেশকিছু সেনা ও পুলিশ সদস্য আহত হয়।

খোরাসান | তালেবানদের কাছে ৪৪ কাবুল সেনার আত্মসমর্পণ

আফগানিস্তানের হেলমান্দ ও কান্দাহার প্রদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ৪৪ কাবুল সৈন্য তালেবানদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের সামরিক মুখপাত্র ক্বারী ইউসুফ আহমাদী হাফিজাহুল্লাহ্ জানান, গত ৩০ মার্চ মঙ্গলবার, আফগানিস্তানের কান্দাহার প্রদেশের ৪টি পৃথক এলাকা হতে ১৫ কাবুল সৈন্য তালেবান মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। এসকল সৈন্যরা আমিরুল মু'মিনিনের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার শর্ত মেনে এবং দেশে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনাগুলির সত্য উপলব্ধি করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এছাড়াও এদিন হেলমান্দ প্রদেশের আরো ৫টি জেলা থেকেও প্রায় ২৯ জন কাবুল সৈন্য নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে এবং বিভিন্ন ঘটনার সত্যতা উপলব্ধি করতে পেরে তালেবান মুজাহিদদের কাছে এসে আত্মসমর্পণ করেছে। এসময় এসব সৈন্যরা নিজেদের সাথে করে অনেক অস্ত্রশস্ত্রও নিয়ে এসেছিল। যা তারা মুজাহিদদের কাছে হস্তান্তর করেছে।

আত্মসমর্পণকারী এসকল সৈন্যরা নিজেদের অতীত ভুলের জন্য অনুতপ্ত হয়ে মহান রবের নিকট ক্ষমা পার্থনা করে এবং মুজাহিদদের-কে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, তারা আর কখনও কাবুলের পুতুল শাসন ব্যবস্থায় যোগ দেবে না, তাঁর নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী ইমারতে ইসলামিয়ার মুজাহিদিনদের সহযোগিতা অব্যাহত রাখবেন।

মালি | আল-কায়েদার হামলায় স্থানীয় ৩ সন্ত্রাসবাদী মিলিশিয়া নিহত, অনেক গণিমাহ লাভ

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালির বানদিয়াগারা এর অন্তর্গত ওরোতৌনা অঞ্চলে স্থানীয় গোত্রভিত্তিক দাননা আমবাসাগোউ(Dan Na Ambassagou) মিলিশিয়াদের উপর হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা। এতে ৩ মিলিশিয়া সদস্য নিহত হয়েছে, জব্দ করা হয়েছে সেমি অটো, অটোমেটিক রাইফেল, গুলি এবং ৬টি মোটরসাইকেল।

স্থানী কয়েকটি গণমাধ্যমের রিপোর্ট ও মুজাহিদ সমর্থিত একাউন্টে প্রকাশিত একটি ভিডিও ফুটেজ হতে জানা গেছে, মার্চের গত ২৭ ও ২৯ তারিখ মালির বানদিয়াগারায় অঞ্চলে, "দাননা আমবাসাগোউ" নামক স্থানীয় একটি মিলিশিয়া গ্রুপের উপর পৃথক ২টি হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদার (JNIM) জানবাজ মুজাহিদগণ।

এরমধ্য ২৭ তারিখে স্থানীয় সন্ত্রাসী বাহিনীটির উপর মুজাহিদদের পরিচালিত হামলায় ৩ মিলিশিয়া নিহত হয়েছে। এর দু'দিন পর, অর্থাৎ ২৯ তারিখ, উক্ত অঞ্চলে বাধ্য হয়ে ফের স্থানীয় সন্ত্রাসী গ্রুপটির উপর হামলা চালান মুজাহিদগণ। এসময় মুজাহিদগণ সন্ত্রাসী গ্রুপটি থেকে বিভিন্ন মডেলের অস্ত্র এবং ৫টি মোটরসাইকেল গণিমত লাভ করেন। তবে এসময় কত সন্ত্রাসী আহত বা নিহত হয়েছে তা স্পষ্টভাবে জানা যায়নি।

উল্লেখ্য, "দাননা আমবাসাগোউ" মালির বানদিয়াগারা অঞ্চলে বসবাসকারী দোগোন গোত্র ভিত্তিক মিলিশিয়া। এরা মুজাহিদীনদের বিরোধী মনোভাব লালন করে এবং যেসব গোত্র দ্বীনকে প্রাধান্য দিয়ে মুজাহিদীনদের সাথে যোগ দিয়েছে তাদের উপর আক্রমণ করে ও ক্ষতিসাধন করে। ২৭ তারিখের হামলার পরও তারা একজন গ্রাম্য সর্দার এবং আরো ২ জনকে হত্যা করেছে। যার ফলে মুজাহিদগণ বাধ্য হয়ে এসব স্থানীয় সন্ত্রাসী গ্রুপগুলোর উপর মাঝে মাঝে হামলা চালান।

মালি | রাজধানীতে আল-কায়েদার হামলা, সামরিক স্থাপনা, চেকপোস্ট ও গাড়ি ধ্বংস

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালির রাজধানী বামাকোতে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর সামরিক স্থাপনা ও চেকপোস্টে তীব্র হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা। এতে মুরতাদ বাহিনীর জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

আঞ্চলিক সূত্র থেকে জানা গেছে, গত ২৯ মার্চ সোমবার, মালির রাজধানী বামাকো থেকে মাত্র ৫০ কিলোমিটার দূরে কাটি নামক জেলার নিগিলা গ্রামে তীব্র লড়াইয়ের ঘটনা ঘটেছে। সূত্র জানায়, আল-কায়েদা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের যোদ্ধারা উক্ত এলাকায় দেশটির মুরতাদ 'জান্দারমেরী' বাহিনীর সামরিক স্থাপনা ও চেকপোস্ট লক্ষ্য করে এই হামলা চালিয়েছে।

এসময় আল-কায়েদা মুজাহিদীন মুরতাদ বাহীনির বেশ কিছু সামরিক স্থাপনা, চেকপোস্ট, বিভিন্ন সামরিকযান ও সরঞ্জামাদি পুড়িয়ে দিয়েছেন। তবে এই অভিযানে কত সেনা হতাহত হয়েছে তা এখনো জানানো হয়নি।

আল-কায়েদা মুজাহিদগণ তাদের বীরত্বপূর্ণ আক্রমণের মাধ্যমে দেশটির মুরতাদ প্রশাসনকে এই বার্তাই যেন দিলেন যে, তাঁরা রাজধানী বামাকো থেকে অনেক কাছেই অবস্থান করছেন এবং খুব শীঘ্রই আল্লাহর ইচ্ছায় রাজধানী দখল করে সেখানেও কালেমা খচিত ঝান্ডা উড্ডীন করবেন, ইনশাআল্লাহ্। এই আক্রমণের মাধ্যমে রাজধানী বামাকোতে প্রবেশ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ সড়কে নিজেদের উপস্থিতি জানান দিয়েছে জামায়াত নুসরাত আল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন এর মুজাহিদীনগণ।

https://alfirdaws.org/2021/03/31/48189/

৩০শে মার্চ, ২০২১

আন্দোলন থামাতে করোনার কৃত্রিম সংকট তৈরী মাফিয়া সরকারের

সারা দেশে কওমি মাদ্রাসাসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মাফিয়া সরকার আওয়ামী লীগ। গতোকাল সন্ধায় মাফিয়া সরকারের শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি এক ব্রিফিংয়ে এ ঘোষণা দেয়। ব্রিফিংয়ে করোনার প্রকট বৃদ্ধির কারণ উল্লেখ করে সে। উক্ত ব্রিফিংয়ে এবার কওমি মাদ্রাসাও বন্ধ থাকবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ হিসেবে করোনার খোড়া যুক্তি সামনে নিয়ে আনা হয়। গতো বছর ১৭ই মার্চ থেকে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখন পর্যন্ত বন্ধ রয়েছে। মাঝে সীমিত পরিসরে স্কুল কলেজ খুলে দিলেও ভ্যাক্সিন ব্যবসা অর্জিত না হওয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলতে শুরু করে বিভিন্ন টালবাহানা। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা একেবারেই দূর্বল! তবুও মাফিয়া সরকারের কেমন যেন কোন সমস্যাই নেই। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়ে গেলেও কোন নজরই দিচ্ছে না তারা।

অন্যদিকে ব্রিফিংয়ে এবার কওমি মাদ্রাসাও বন্ধ থাকবে বলে জানানো হয়েছে। অথচ মাদ্রাসাগুলো দীর্ঘদিন খোলা থাকলেও করোনায় কেউ মারা গেছে এমন কোন তথ্য কারোই জানা নেই। তাহলে কেন এই সময়ে

এমন সিদ্ধান্ত নিল এমন প্রশ্ন সবার। তবে কারণ হিসেবে চলমান আন্দোলনকে থামিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্রকেই সামনে নিয়ে আসছেন প্রায় সকল ঘরানার জনগণ। একমাত্র সরকারদলীয় লোকজনেরই রয়েছে বিপরীত ধারণা!

সামাজিক মাধ্যমগুলোতে চোখ রাখলে দেখা যায় মাফিয়া সরকারের অনবরত জুলুমে অতিষ্ঠ সাধারণ জনগণ। আর করোনা ইস্যুতে আরো বিরক্ত তারা। আবার ইসলামের উপর মাফিয়া সরকারের চলমান আগ্রাসন আরো বেশি ক্ষেপিয়ে তুলেছে তাদের। গতো দুইদিন ধরে সেই চিত্র প্রত্যক্ষ করেছে সারা বিশ্ব। মাফিয়া সরকার দ্বারা ১৮ জন শহীদের লাশ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ করেছে দল, মত নির্বিশেষে সকল মানুষের অন্তর। শহীদ বাড়িয়াতে (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও আওয়ামী গুন্ডা বাহিনী পুলিশের উপর সাধারণ মানুষদের চড়াও হওয়া সেটাই প্রমান করে। পাশাপাশি সারাদেশেই সাধারণ মানুষের ক্ষোভ স্পষ্ট। এর কারণে মাফিয়া সরকার অনেকটাই একঘরে হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে আবার তাদের সন্ত্রাসী বাহিনী ছাত্রলীগের অনেক নেতা কর্মী আওয়ামীলীগ থেকে স্বেচ্ছায় অব্যাহতি নিচ্ছেন। বিষয়টি জালিম সরকারের কাটা গায়ে নুনের ছিটার মতো কাজ করছে।

এসকল কারণে মাফিয়া সরকার অনেকটাই একমুখী ও দূর্বল হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় আন্দোলন প্রতিহত করার জন্য এঁটেছে নতুন ষড়যন্ত্র। করোনার থেকে ঠুনকো অজুহাত আর নেই তাদের সামনে। তাই করোনার কৃত্রিম সংকট তৈরি করে করছে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার পায়তারা!

অথচ, তারা জনগণের বিপুল অর্থ ব্যয় করে ভারত থেকে করোনা ভ্যাকসিন এনেছিল। তাই জনমনে প্রশ্ন জেগেছে ভ্যাকসিন আনার পর কি করোনার প্রভাব আগের চেয়ে বেড়ে গেছে?

খোরাসান | গুরুত্বপূর্ণ ২টি সড়ক নির্মাণ কাজ শুরু করেছে তালিবান

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালিবান মুজাহিদিন তাদের নিয়ন্ত্রিত সারাই-পুল ও নিমরোজ প্রদেশে ২টি বিশাল সড়ক নির্মাণ কাজ শুরু করেছেন।

এরমধ্যে সারাই-পুল প্রদেশের সড়কটি নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছে কোহিস্তান জেলায়। তালিবানরা জানিয়েছে, এই সড়কটি কোহিস্তান জেলার কিরঘাজ এলাকা থেকে সোফাক অঞ্চল পর্যন্ত দীর্ঘ হবে। সড়কটি নির্মাণ কাজে তালিবান মুজাহিদদের পাশাপাশি স্থানীয় জনগণও আর্থীক ও দৈহিকভাবে সহযোগিতা করছেন। সড়কটি উভয় জেলার জন্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক। যা হাজার হাজার মানুষের যাতায়াত সমস্যা দূর করবে এবং অর্থিক ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বিরাট ভূমিকা পালন করবে।

বিবৃতি অনুসারে, ইতিপূর্বে কোহিস্তান জেলার কিরঘাজ ও সোফাক অঞ্চলে উন্নত কোন রাস্তাঘাট ছিল না, যা এই অঞ্চলগুলোর জনসাধারণের জন্য অনেক সমস্যার সৃষ্টি করেছিল।

অপরদিকে নিমরোজ প্রদেশের খাশরোদ জেলাতেও উক্ত অঞ্চলের মূল সড়কটি মেরামত ও পুনর্বাসনের কাজ শুরু করেছে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান। সড়কটির মেরামতের কাজ খাশরোদ জেলা থেকে দেলরাম জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। এর ফলে সাধারন জনগণ অনেক সমস্যার হাত থেকে বাঁচতে পারবেন।

তালেবানরা এক বিবৃতিতে বলেছে যে, তারা এই রাস্তাটি নির্মাণের জন্য উক্ত অঞ্চলগুলোতে নিরাপত্তা জোরদার করেছে।

উল্লেখ্য যে, তালেবানরা এরই মধ্যে সারা দেশে কয়েকশ কল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে, যা হাজার হাজার মানুষের জীবন উন্নত করেছে।

https://ibb.co/qnbjcvY

https://ibb.co/585vxZB

https://ibb.co/v31RnRw

https://ibb.co/k6rRWG5

https://ibb.co/SytYC6T

https://ibb.co/fCKZQtQ

https://ibb.co/6nC515b

মানসিকভাবে অসুস্থ ফিলিস্তিনিকে নির্দয়ভাবে গুলি করে হত্যা করল ইসরাইলি পুলিশ

ইসরাইল কর্তৃক দখলকৃত ফিলিস্তিনের হাইফা শহরে এক ফিলিস্তিনিকে গুলি করে হত্যা করেছে দখলদার ইসরাইলি পুলিশ। উক্ত ফিলিস্তিনির নাম মুনির, জানা গেছে মানসিকভাবে তিনি ছিলেন কিছুটা অসুস্থ।

ফিলিস্তিনি সোর্স মোতাবেক, গত ২৯ মার্চ সোমবার বিকালে, দাখলদার ইসরাইলি পুলিশ মুনিরকে গ্রেফতার করতে চাইলে মানসিক অসুস্থতার কারণে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে পুলিশকে আক্রমণ করেন তিনি। এতে এক ইহুদী পুলিশ আহত হয়। তৎক্ষনাৎ ইহুদী পুলিশ তাকে গুলি করে মারাত্মকভাবে আহত করে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রচুর রক্তক্ষরণে মুনির প্রাণ হারান। দখলদার ইহুদী কর্তৃক দখলকৃত ফিলিস্তিনের হাইফা শহরে এই বর্বরোচিত হত্যাকান্ডের ঘটনাটি ঘটে।

বিগত প্রতিটি হত্যাকান্ডের মত এবারও ইসরাইলি দখলদার পুলিশ যথাযথ তদন্ত করা হবে - এই দোহাই দিয়ে নৃশংস এই ঘটনাটিকে ধামাচাপা দিয়েছে।

https://ibb.co/TgMtSx7

https://ibb.co/WKCy4Tw

নোয়াখালীতে যুবলীগকর্মীকে পিটিয়ে হত্যা

নোয়াখালীর সদর উপজেলায় মোহাম্মদ আলী মনু (৩২) নামের এক যুবলীগকর্মীকে শরীরের বিভিন্ন স্থানের এলোপাতাড়ি পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। সোমবার রাত ৯টার দিকে পৌরসভার কাশিপুর এলাকায় দত্তবাড়ী মোড়ে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত মোহাম্মদ আলী মনু ওই এলাকার মৃত আকবর আলীর ছেলে। তিনি পৌরসভা যুবলীগের কর্মী ছিলেন।

পরিবারের অভিযোগ, নিহত মনুর পরিবারের সঙ্গে তার চাচা ইকবালের সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ ছিল। ওই বিরোধকে কেন্দ্র করে চাচা ইকবালের নেতৃত্বে তার সাঙ্গপাঙ্গরা এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে।

নিহতের ভাই আহমেদ আলী অভিযোগ করে বলেন, চাচা ইকবাল হোসেন ও তার সহযোগী শাহাদাত হোসেন এবং লিটন দাসসহ কয়েকজন রাতে মনুকে ডেকে নিয়ে যান। এরপর লিটনের লেপ দোকানে নিয়ে তারা মনুকে আটকে রেখে লোহার রড় ও হেমার দিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানের এলোপাতাড়ি পিটিয়ে জখম করে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে থেকে মনুকে উদ্ধার করে নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে নেই। সেখানে চিকিৎসা নেয়ার কিছুক্ষণ পরই তাকে মৃত ঘোষণা করেন দায়িত্বরত চিকিৎসক।

মোদি বিরোধী আন্দোলনের পক্ষ নিয়ে ছাত্রলীগ থেকে পদত্যাগ

ভারতীয় কসাই মোদি বিরোধী চলমান আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে জকিগঞ্জে এক ছাত্রলীগ নেতা পদত্যাগ করেছেন। ওই নেতা পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ড ছাত্রলীগের সভাপতি হাফিজ মাজেদ। শনিবার রাতে তার নিজের ফেসবুক আইডি থেকে এক স্ট্যাটাস দিয়ে ছাত্রলীগ থেকে পদত্যাগ করেন।

পদত্যাগী ছাত্রলীগ সভাপতির ফেসবুক স্ট্যাটাসে দেখা যায়, তিনি পৌরসভা ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে উদ্দেশ্য করে লেখেন, 'মুসলিম জনতার মানবতাকে উপেক্ষা করে ভারতের ইসলাম বিদ্বেষী, সীমান্ত হত্যাকারী, কাশ্মীর দখলকারী, কসাই মুদিকে দেশে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ও নামাজি মুসলমানদের ওপর বর্বর নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ডের মতো ঘৃণ্যতম কাজের কারণে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ড ছাত্রলীগের সভাপতি পদ থেকে পদত্যাগ করলাম'।

হাফিজ মাজেদ ছাত্রলীগকে বয়কটের ঘোষণা দিয়ে নানা বিতর্কিত লেখা পোস্ট করেন'।

এছাড়া সারাদেশে মুরতাদ ছাত্রলীগ, যুবলীগ থেকে পদত্যাগের হিড়িক পড়েছে! দেশের আলেম ওলামার উপর নৃশংস হামলা, অব্যাহত ইসলাম বিদ্বেষ এবং দেশ বিরোধী অবস্থানের কারনে আওয়ামী অঙ্গন থেকে গণপদত্যাগ চলছে। বেশীরভাগেরই মন্তব্য "দল করতে গিয়ে ধর্মকে বিসর্জন দিতে পারি না, ইমান ও দেশ বিক্রি করে দিতে পারি না"

উল্লেখ্য, মোদি বিরোধী আন্দোলনে মুরতাদ লীগ বাহিনী নামাজ মুসল্লি ও আন্দোলনরত মুসলমানদের উপর অন্যায়ভাবে হামলা চালিয়েছে। দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে মুসলিমদের রক্তাক্ত করেছে।

৩ ছাত্রলীগ নেতার পদত্যাগে দেশজুড়ে সমা

স্টাফ রিপোর্টার ॥ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাংলাদেশ সফরের প্রতিবাদে হেফাজতে ইসলামের পক্ষে পদত্যাগ করেছেন তিন ছাত্রলীগ নেতা। এরা হলেন, হবিগঞ্জ পৌর ছাত্রলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক হেলাল উদ্দিন জনি, হবিগঞ্জ সদর উপজেলার ১০নং লস্করপুর ইউনিয়ন ছাত্রলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক মহসিন আহমেদ মুন্না এবং হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রবিউল আলম আকামিন। গত শুক্রবার রাতে হবিগঞ্জ জেলা ছাত্রলীগ বরাবরে নিজ নিজ ফেসবুক আইডি থেকে পোস্ট করা এক খোলা চিঠির মাধ্যমে তারা এ পদত্যাগ করেন। নিচে তিন ছাত্রলীগ নেতার পোস্ট করা খোলা চিঠি হুবহু তুলে ধরা হলো, Halal Uddin Jony তার ব্যবহৃত

হেলাল উদ্দিন জনি

রবিউল আলম আকামিন

মহসিন আ

ফেসবুক আইডি থেকে বলেন, "ছাত্রলীগ থেকে পদত্যাগ পত্র। বরাবর হবিগঞ্জ জেলা ছাত্রলীগ। আমি হেলাল উদ্দিন জনি যুগ্ম আহ্বায়ক হবিগঞ্জ পৌর ছাত্রলীগ। আজকে

মুসলিম জনতার মতাম ভারতের ইসলাম হত্যাকারী, কাশ্মীর দ মুদি-সন্ত্রাস মুদিকে (২

মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে নতুন করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে ব্রিটেন, প্রস্তুত ১০০০০ সেনা

সোমালিয়া ও মালিসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আল-কায়েদা মুজাহিদিন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক ইমারত সমূহকে ধ্বংস করতে প্রস্তুতি নিচ্ছে মুসলিমদের শত্রু ব্রিটেন। এই লক্ষ্য ইতিমধ্যে তারা ১০ হাজারের স্পেশাল ফোর্সের একটি সামরিক বাহিনীকে প্রস্তুত করেছে। এই সংখ্যা খুব শীগ্রই আরো কয়েকগুণ বৃদ্ধি করা হবে।

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়া ও মালিতে মহান রবের অনুগ্রহে দেশ দুটির সিংহভাগ অঞ্চলের উপর নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব ও জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের জানবায মুজাহিদিন। মুজাহিদগণ তাদের নিয়ন্ত্রিত এই বিস্তির্ণ ভূমিতে পূর্ণাঙ্গ ইসলামিক ইমারত কায়েম করে সামনে এগিয়ে চলছেন। আর এই ইমারতকে ধ্বংস করতে নতুন করে একজোট হচ্ছে ক্রুসেডার ও মুসলিম নামধারী দেশগুলো।

এর পেক্ষিতে ক্রুসেডার ব্রিটিশ সরকার মুজাহিদদের প্রতিষ্ঠিত এই ইমারতকে ধ্বংস করতে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে।

ব্রিটিশ (ব্রিটেন) সেনাবাহিনী তাদের এক প্রতিবেদন লিখেছে, ব্রিটেন ২০২১ সালের মধ্যে পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় তাদের স্পেশাল ফোর্সের ১০০০ (এক হাজার) সেনাকে মোতায়েন করবে এবং ধাপে ধাপে এই সংখ্যা বাড়ানো হবে। বিশেষ বাহিনীর সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত এই সৈন্যরা আল-কায়েদার পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে সক্রিয় অভিযানে অংশ নেবে।

বলা হয়েছে যে ইউএসএ "গ্রিন বেরেটস" এর বিশেষ সামরিক কর্মীদের দ্বারা প্রশিক্ষিত "কমান্ডো" ইউনিট আরও সক্রিয়ভাবে, বিশেষত দেশের বাইরে বিভিন্ন অঞ্চলে 'জঙ্গিদের' (মুজাহিদদের) বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানে অংশগ্রহণ করবে।

ব্রিটেন জানিয়েছে যে, তারা তাদের সামরিক পরিধি বৃদ্ধি এবং দেশের বাহিরে যুদ্ধের ফ্রন্টগুলোতে আরো সক্রিয় পন্থায় অংশগ্রহণ করবে। আর এই লক্ষ্যের জন্য প্রাথমিকভাবে দশ হাজারের প্রশিক্ষিত বিশেষ বাহিনীর একটি টিম প্রস্তুত করা হয়েছে। এই বাহিনীর এক হাজার সেনা বিশিষ্ট প্রথম দলটিকে চলিত বছর সোমালিয়ায় প্রেরণ করা হবে বলে জানা গেছে।

جيبوتي
خليج عدن
علولا
بوصاصو
جبال غولس
هيلان
عيري جابو
بربرة
رأس حافون
اسكوبشن
بورما
هرجيسا
برعو
ضهر
قرضو
هودن
لاسعانود
جرووي
بوهودلي
المحيط الهندي
إثيوبيا
بورتنلي
بعادوين
غرعاد
جالكعيو
توفيق
أف بروافو
جالنسور
عدادو
دوسمريب
هبيو
غوري
فتبان
فرفر
بلدوين
عيل بور
حرديري
عيل بردي
غالهريري
هلجن
دري
حدر
تييقلو
لوق
واجد
بولوبورتي
عيل دير
كينيا
غاربهاري
بيدوة
مهداي
عبل والق
قنسحديري
بورهكبا
ليغو
جوهر
عذلي
ونلوين
باردير
دينسور
مقديشو
ساكو
سبلالي
براوة
بألي
أفمادو
جلب
دوبلي
هوزينجو
كيسمايو
رأس كامبوني
الصومال
22-09-2020
حركة الشباب المجاهدين
هجمات حركة الشباب المجاهدين
حكومة الصومال الفدرالية
حكومة صومالي لاند
أراضي نزاع بوتلاند وأرض الصومال
إدارة بونتلاند
إدارة جلمدغ والميليشيات الصوفية
تحركات تنظيم الدولة
NORS
Studies
مركز نورس للدراسات
NorsForStudies.org
Norsfs2
Nors.Studies3
NorsForStudies

সোমালিয়ার সর্বশেষ পরিস্থিতি (অক্টোবর- 2020)। ম্যাপের বিস্তীর্ণ সবুজ অংশ নিয়ন্ত্রণ করছে আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব।

ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী 'বেন ওয়ালেস' সাম্প্রতিক এক বিবৃতিতে বলেছিল যে, তাদের কৌশলগুলি তাদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অনুসারে নয়, সামরিক হুমকি মোকাবেলা করার জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

উল্লেখ্য যে, সোমালিয়ায় পূর্ব থেকেই প্রায় ৫০ ব্রিটিশ সেনা রয়েছে। এই সেনারা রাজধানী মোগাদিশুকে মুরতাদ সরকারী বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে যে এই অঞ্চলে ব্রিটেনের মোতায়েন যুদ্ধের তীব্রতা বাড়িয়ে তুলবে।

শর্ত না মানলে আলোচনার প্রক্রিয়া বন্ধ করে দিতে পারে তালেবান

ক্রুসেডার আমেরিকা ও ন্যাটো জোট বাহিনী আগামী মে মাসের মধ্যে আফগানিস্তান থেকে সরে না গেলে তালিবান শান্তি আলোচনার প্রক্রিয়া বন্ধ করে দিতে পারে।

আল-ফিরদাউস নিউজের প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, দোহার চুক্তির প্রতিশ্রুতি অনুসারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আগামী মে মাসের মধ্যে আফগানিস্তান থেকে সরে না উঠলে, তালেবান প্রতিনিধিরা চুক্তি লঙ্ঘনের কারণে শান্তি আলোচনা বন্ধ করে টেবিল ছেড়ে দিতে পারেন।

আগামী এপ্রিল মাসে ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত হবে শীর্ষ সম্মেলন। তালেবানরা এসময় মে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারেন। এমন সম্ভাবনাই এখন শান্তি প্রক্রিয়া সম্পর্কিত আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম হয়ে উঠেছে। কেননা তালেবান এপর্যন্ত তাদের বেশ কিছু বার্তায় মার্কিন বাহিনীর উপর হামলা চালানোর হুশিয়ারী দিয়ে রেখেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আফগানিস্তান ছাড়বে কিনা, তার উপর নির্ভর করেই তালিবানরা অবস্থান নিতে পারেন।

বাইডেন প্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট সূত্রের বিবৃতিতে বলা হয়েছিল যে, মার্কিন সামরিক বাহিনী মে মাসের মধ্যে আফগানিস্তান থেকে সরে আসতে পারবে না এবং ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল যে এই প্রত্যাহারটি নভেম্বর পর্যন্ত স্থগিত করা হতে পারে।

এদিকে তালেবান চায় যে, মার্কিন বাহিনী যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যাক। তালেবান বাইডেন প্রশাসনকে উদ্দেশ্য করে দেওয়া তাদের সর্বশেষ বিবৃতিতে বলেছিল যে, যদি দখলদার বাহিনী নির্ধারিত সময়ে আফগানিস্তান ছেড়ে না যায়, সেক্ষেত্রে ইসলামি ইমারত ইমানদার,

অকুতোভয় এবং আফগান মুজাহিদ জাতির উত্তরসূরি হিসেবে দ্বীন এবং এই জমিন রক্ষার্থে সর্বাত্মক যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধ্য হবে। তারা আফগানকে দখলদারদের রক্তভেজা হাত থেকে মুক্ত করতে অবশ্যই আল্লাহর রাস্তায় সশস্ত্র জিহাদে জান ও মাল ব্যয় করবে। তখন চুক্তির লঙ্ঘনের জন্য যুদ্ধ, মৃত্যু, ধ্বংস এবং ক্ষয়ক্ষতির জন্য শুধুই আমেরিকা দায়ী থাকবে।

২৯শে মার্চ, ২০২১

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় হাসপাতালে আরও দুজন নিহত

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় হরতাল পালনের সময় মুরতাদ আওয়ামী লীগ ও পুলিশ সন্ত্রাসীদের হাতে আহত হওয়া আরও দুইজন নিহত হয়েছেন। রোববার (২৮ মার্চ) দুপুরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়।

নিহতদের মধ্যে একজনের পরিচয় পাওয়া যায়নি। নিহত অপরজন হলেন আলামিন (১৯)। তিনি সরাইল উপজেলার সৈয়দটুলা গ্রামের সফী আলীর ছেলে।

হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. শওকত হোসেন গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কয়েকজনকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। এর মধ্যে দুপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুইজনের মৃত্যু হয়। তাদের শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

হিন্দুত্ববাদী আওয়ামী বাহিনীর হামলায় দুই জেলাতে ১৮ জনেরও অধিক শহিদ, আহত কয়েক শতাধিক

দেশের বিভিন্ন স্থানে হেফাজতে ইসলামের ডাকা শান্তিপূর্ণ হরতালে তাওহীদি জনতাকে লক্ষ্য করে দেশীয় ও আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে হামলা চালিয়েছে হিন্দুত্ববাদী আওয়ামী সরকারের জোট বাহিনী। এতে শহীদবাড়িয়া (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) ও হাটহাজারিতেই শহিদ হয়েছেন ১৮ জন। আহত হয়েছেন কয়েক শতাধিক।

হাজারো নিরপরাধ মানুষের রক্ত হালালকারী হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী কসাই মোদি গত ২৬ মার্চ, মাদার ওফ মাফিয়া বা খুনী হাসিনার ডাকে সাড়া দিয়ে দুইদিনের সফরে আসে বাংলাদেশে। যার হাতে লেগে আছে হাজারো মুসলমানের রক্ত, খুনী মোদীর আগমনের প্রতিবাদে ইসলামপ্রিয় তাওহীদি জনতা দলীয় ডাক ছাড়াই

এদিন দেশের বিভিন্ন স্থানে মোদি বিরোধী বিক্ষোভে বের হন। কিন্তু হিন্দুত্ববাদের এই দেশীয় গোলাম আওয়ামী সরকারের পোষা ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও মুরতাদ সামরিক বাহিনী তাওহীদি জনতার এই আন্দোলন মেনে নিতে পারেনি। যার প্রেক্ষিতে ভারতের এদেশীয় গোলামরা তাওহীদি জনতার উপর দেশীয় এবং আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আরএসএসের আদলে এসব গুন্ডা বাহিনীগুলো তাওহীদি জনতার রক্ত জড়াতে থাকে। অনেককে শহিদ করে।

এরফলে রবিবার সারাদেশে শান্তিপূর্ণ হরতালের ডাক দেয় অরাজনৈতিক সংগঠন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ। দেশের বিভিন্ন জেলায় এদিন ভোর হতেই শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালন করতে শুরু করে সাধারন মুসলিম ও ছাত্ররা। কিন্তু হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় এদেশীয় গোলামরা তাদের খোদা হাসিনা ও মোদিকে খুশি করতে তাওহীদি জনতার শান্তিপূর্ণ হরতালেও সেই একই কায়দায় হামলা চালাতে শুরু করে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাওহীদি জনতার উপর হামলার মাত্রাও বৃদ্ধি করতে থাকে মুরতাদ আওমী ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও হাসিনার পোশা মুরতাদ সামরিক বাহিনীগুলো। এতে একের পর এক জড়তে থাকে তাজা প্রাণ।

দেশীয় গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর তথ্যমতে, শুক্রবার (২৬ মার্চ) থেকে রোববার দুপুর পর্যন্ত আওয়ামী মুরতাদ বাহিনীর হামলায় দেশের ২টি জেলা শহীদবাড়িয়ায় (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) ১৩ জন এবং হাটহাজারিতে ৫ জন শিক্ষার্থী ও তাওহীদি জনতা শাহাদাত বরণ করেছেন (ইনশাআল্লাহ্)। আহত হয়েছেন আরো কয়েক শতাধিক। আহতদের মধ্যে হেফাজতে ইসলামের নায়েবে আমীর মধুপুরের পীর সাহেব মাওলানা আব্দুল হামীদ হাফিজাহুল্লাহ রয়েছেন।

যারা শহিদ হয়েছেন তাদের একটি তালিকা-

শহীদ মাওলানা হোসাইন, শহীদ জাকারিয়া, শহীদ মোহাম্মদ কাউসার, শহীদ যুবায়ের, শহীদ সুজন মিয়া, শহীদ বাদল মিয়া, শহীদ জুরু আলম, শহীদ আশিক, শহিদ নাসরুল্লাহ্, শহীদ মেরাজুল ইসলাম, শহীদ রবিউল ইসলাম, শহীদ ওয়াহিদুল ইসলাম, শহীদ আল-আমিন, শহীদ হাদিস মিয়া ওরফে কালন, শহীদ রবিউল ইসলাম, শহীদ মেরাজ, শহীদ জামিল ও শহীদ আব্দুল্লাহ্।

https://alfirdaws.org/2021/03/29/48153/

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় বিপর্যস্ত মুরতাদ বাহিনী, হতাহত ৩৯ এরও অধিক

সোমালিয়ার কিসমায়ো শহরে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একযোগে ৬টি সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছে আল-কায়েদা। এতে ১৪ সেনা নিহত এবং ২৫ সেনা আহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর তথ্যমতে, গত ২৮ মার্চ রবিবার, দক্ষিণ সোমালিয়ার যুবা রাজ্যের কিসমায়ো শহরের বোঘদূদ এবং পার্সঙ্গনি এলাকা ২টিতে তীব্র হামলা চালানো হয়েছে।

সূত্র জানায়, এলাকা দুটিতে অবস্থিত দেশটির মুরতাদ সেনাবাহিনীর একাধিক অবস্থানে একযোগে ৬টি সামরিক অভিযান চালিয়েছে আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে মুরতাদ বাহিনীর ১৪ সেনা সদস্য নিহত, এবং আরো ২৫ এরও অধিক সেনা সদস্য আহত হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর ৩টি সাঁজোয়া যানসহ অনেক সরঞ্জামাদি ও গোলা-বারুদ।

ফটো রিপোর্ট || মোদী বিরোধী আন্দোলনে মুরতাদ প্রশাসনের গুলিতে শহিদ হওয়া ভাইদের তালিকা

গত কয়েকদিনের মোদি বিরোধী আন্দোলনে নির্বিচারে গুলি চালিয়েছে ভারতীয় দালাল প্রশাসন। অনেক মায়ের বুক খালি করেছে মুরতাদ বাহিনী। রক্তাক্ত করেছে বাংলার জমিন।

এ পর্যন্ত ১৭ জন নিহত, প্রায় ৪২০০ আহত, ১১৭ জন গ্রেফতার হয়েছে। তবে প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন। কসাই মোদী বিরোধী আন্দোলনে মুরতাদ প্রশাসনের গুলিতে শহিদ হওয়া ভাইদের প্রাথমিক একটি তালিকা:

https://alfirdaws.org/2021/03/29/48146/

মুরতাদ প্রশাসনের অব্যাহত চতুর্মুখী চাপে ফরিদাবাদ মাদরাসা, অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ

রাজধানীর জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলুম ফরিদাবাদ মাদরাসা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। রোববার (২৮ মার্চ) বিকাল ৪ টার দিকে মাদরাসায় এক জরুরি বৈঠক শেষে এ ঘোষণা দেন মাদরাসার মুহতামিম আল্লামা আব্দুল কুদ্দুস।

রোববার বেলা বারোটার দিকে ফরিদাবাদ মাদরাসায় হামলা করে মুরতাদ পুলিশ। হামলায় কোন নিহতের খবর পাওয়া না গেলেও এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত সাতজন গুরুতর আহত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন মাদ্রাসায় হামলা চালিয়ে মুরতাদ সরকারী বাহিনী ও হিন্দুত্ববাদের পোষা মুরতাদ আওয়ামী বাহিনী।

ফরিদাবাদ মাদরাসার উস্তাদ মাওলানা জুবায়ের মহিউদ্দিনের টাইমলাইন থেকে জানা গেছে।

"অবস্থা শেষমেশ এমন পর্যায়ে চলে আসে যে, মাদরাসা সংলগ্ন বিল্ডিংগুলোর ছাদে স্থানীয় মুরতাদ আওয়ামী লীগের ছেলেরা অবস্থান নেয়, যেখান থেকে খুব সহজেই মাদরাসার ছাদে চলে আসা সম্ভব। রাস্তায় মোটর সাইকেলে শোডাউনের পাশাপাশি ওরা অশ্লীল বাক্যবাণে ছাত্রদেরকে উস্কানি দিতে থাকে। এদিকে ছাত্ররাও সামান্য লাঠিসোঁটা আর ইটপাটকেল হাতের কাছে যা পায় তাই জমা করতে থাকে প্রতিরোধের প্রস্তুতি হিসেবে।

চতুর্মুখী হামলার প্রস্তুতি দেখেই মাদরাসার আসাতিযায়ে কেরাম সম্মিলিতভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, আমাদের সন্তানতুল্য ছাত্রদের নিরাপত্তা প্রদানে আমরা বাস্তবিকভাবেই অসহায়। পাশাপাশি হিন্দুত্ববাদী প্রশাসনের অব্যাহত চতুর্মুখী চাপ ও অপারেশন ক্লিন হার্টের হুমকির কারণে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে ।

মা আমি তারাবির জন্য ইমাম নির্বাচিত হয়েছি রোববার বাড়ি ফিরবো, ফেরা হলোনা মায়ের কাছে

‘মা আমি চাটখিলের একটি মসজিদে ইন্টারভিউ দিয়ে রমজানের খতমে তারাবির জন্য ইমাম নির্বাচিত হয়েছি। গতকাল আমার পরীক্ষা শেষে রোববার বাড়ি ফিরবো।

বৃহস্পতিবার চট্টগ্রামের হাটহাজারী থেকে শেষবারের মতো মাকে ফোন দিয়ে এ কথাগুলো বলেছিল কুমিল্লার সন্তান হাফেজ রবিউল হোসাইন।

হাফেজ রবিউল হোসাইন এর আর বাড়ি ফেরা হলো না! স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে হাটহাজারীতে পুলিশের গু’লিতে শহীদ হন এই কোরআনে হাফেজ।

হাফেজ রবিউল হোসাইন এর ছবি সহ লিখা সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে ব্যাপক ভাইরাল ফেসবুক পেজ গ্রুপ আইডিতে পোস্ট হচ্ছে আর সেইসব পোস্টে অনেকে আক্ষেপ করে কমেন্ট করছেন শহিদ হাফেজ রবিউল হোসাইন এর জন্য সবাই করছেন দোয়া। সেই সাথে এই ঘটনার জন্য জানাচ্ছেন নিন্দা।

হাফেজ রবিউল চট্টগ্রামের হাটহাজারী থেকে শেষবারের মতো মাকে ফোন দিয়ে জানিয়েছেন ইন্টারভিউ দিয়ে রমজানের খতমে তারাবির জন্য ইমাম নির্বাচিত হবার খবর। হাফেজ রবিউল হোসাইন এর তারাবির নামাজ পড়ানোর স্বপ্ন বাস্তবায়নের আগেই চলে গেলেন মহান রবের কাছে।

হয়ত স্বপ্ন ছিল রমজান মাসে তারবির নামাজ পড়ানোর পর ঈদের আগে মা বা ভাই বোনের জন্য কতকিছু কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরবেন, সেইসব স্বপ্ন বাস্তবায়নের আগেই চলে গেলেন তিনি।

শুধু এক রবিউল নয় এমন আরো অনেক কুরআনের হাফেজ ত্বালেবে ইলমকে মুরতাদ পুলিশ নির্বিচারে গুলি করে শহীদ করে দিয়েছে। শহীদের তালিকা দিনে দিনে আরো লম্বা হচ্ছে।

২৮শে মার্চ, ২০২১

নারায়ণগঞ্জে বিক্ষোভে গুলিবিদ্ধ ২

হেফাজতে ইসলামের ডাকা সকাল-সন্ধ্যা হরতালে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সাইনবোর্ড এলাকা থেকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের শিমরাইল এলাকা পর্যন্ত তাণ্ডব চালিয়েছেন হেফাজতের নেতাকর্মীরা।

তবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কঠোরতা ও যুবলীগ-ছাত্রলীগের দফায় দফায় হরতালবিরোধী মিছিল সমাবেশের কারণে নারায়ণগঞ্জ শহরে কোনো পিকেটিং করতে পারেননি হেফাজতের নেতাকর্মীরা।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকাল সাড়ে ৬টার দিকে সিদ্ধিরগঞ্জের শিমরাইল, সাইনবোর্ড, সানারপাড়সহ বেশ কয়েকটি মাদ্রাসার ছাত্র ,শিক্ষক, হেফাজতে ইসলামের নেতাকর্মীরা একত্রিত হয়ে হরতালের সমর্থনে মিছিল করে ঢাকা- চট্টগ্রাম মহাসড়কের শিমরাইল এলাকায় অবস্থান নেন।

রোববার বেলা ১১টা থেকে দুপুর পর্যন্ত দফায় দফায় হেফাজতের বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ও গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় শফিকুল ইসলাম ও শাহাদাত নামে দুজন গুলিবিদ্ধসহ কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়েছেন।

গুলিবিদ্ধ দুজনকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে।

এদিকে নারায়ণগঞ্জ মহানগর যুবলীগ ও জেলা –মহানগর ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা দফায় দফায় শহরে হরতালবিরোধী সমাবেশ ও মিছিল করেছেন।

শ্রীনগরে আধা সামরিক বাহিনীর উপরে স্বাধীনতাকামীদের হামলা : ২ মালাউন নিহত

জম্মু-কাশ্মীরের শ্রীনগরের লাওয়াপোরা এলাকায় আধা সামরিক বাহিনীর উপর স্বাধীনতাকামী যোদ্ধারা হামলা চালিয়েছেন। হামলায় ৪ মালাউন সেনা গুরুতর আহত হয়েছে।

পরে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয় সেনা হাসপাতালে। সেখানে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। কাশ্মীরের আইজি বিজয় কুমার জানিয়েছে, গেরিলা যোদ্ধাদের হামলায় দু'জন জওয়ান নিহত হয়েছে। জখম হয়েছে দুই সেনা। হামলা চালিয়েছে লস্কর-ই-তৈবা। সিআরপিএফ সূত্রে খবর, শ্রীনগরের লাওয়াপোরায় বাহিনীর উপরে হামলা চালায় যোদ্ধারা। তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয় বেস হাসপাতালে।

জওয়ানরা ছিল সিআরপিএফের ৭৩ ব্যাটলিয়নের। তাঁরা শ্রীনগর-বারমুলার জাতীয় সড়কে 'টহলে ছিল।

গুলিবিদ্ধ হয়েছেন পীর সাহেব মধুপুর এবং মাওলানা বশীর আহমদ

মোদি বিরোধী আন্দোলনে সরকারী ও লীগ বাহিনীর হাতে নেতা কর্মীদের শহিদ হওয়ার প্রতিবাদে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ আজ হরতাল কর্মসূচি পালন করছে।

আহুত সারা দেশব্যাপী হরতাল পালনের সময় গুলিবিদ্ধ হয়েছেন মাওলানা আব্দুল হামিদ (পীর সাহেব মধুপুর)।

আজ রোববার ২৮ মার্চ দুপুর ১২ টা ৪০ মিনিটে মুন্সীগঞ্জের শিকারিপারা এলাকায় পিকেটিং চলাকালীন সময় গুলিবিদ্ধ হোন আল্লামা আব্দুল হামিদ। গুলিবিদ্ধ হওয়ার পরের একটি ভিডিও ইতোমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে।

এদিকে সূত্র মারফত জানা গেছে, মুন্সীগঞ্জ সৈয়দপুর মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা বশীর আহমদ সাহেবও গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।

'তিস্তা নিয়ে শেখ হাসিনার প্রশ্নের উত্তর দেয়নি নরেন্দ্র মোদি'

বহুল আলোচিত তিস্তা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়ে ভারতীয় দালাল শেখ হাসিনার প্রশ্নের জবাবে বাংলাদেশে সফররত ভারতের কসাই নরেন্দ্র মোদি কোনো উত্তর দেয়নি। ভারতের নরেন্দ্র মোদীর সফর উপলক্ষে আয়োজিত প্রেস কনফারেন্সে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এই তথ্য জানায়।

শনিবার (২৭ মার্চ) ঢাকার একটি অভিজাত হোটেলে প্রেসকনফারেন্সটি অনুষ্ঠিত হয়।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী এই বিষয়ে কোনো উত্তর দেয়নি। নির্দিষ্ট কোনা দিনক্ষণ বলেনি যে, কখন এই বিষয়ে সুরাহা হতে পারে।

উল্লেখ্য, এই ভিনদেশী কসাই মোদির জন্য হাসিনা বাংলাদেশের মুসলমানদের উপর পুলিশ ও পোষা লীগ সন্ত্রাসী দিয়ে হামলা চালিয়েছে। ১০ জনের অধিক মুসলিমকে শহিদ করেছে। বাংলার জমিনকে রক্তাক্ত করেছে।

পাকিস্তান | পাক-তালিবানের হামলায় ২৬ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত

পাকিস্তানের ডেরা ইসমাইল খান ও বাজোর এজেন্সীতে দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনীর উপর একাধিক হামলা চালিয়েছেন টিটিপির জানবায মুজাহিদিন, এতে ২৬ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য হতাহত এবং ১টি গাড়ি ধ্বংস হয়েছে।

উমর মিডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য মতে, গত দু'দিন আগে পাকিস্তানের ডেরা ইসমাইলের কালাচি থানায় দেশটির মুরতাদ পুলিশ বাহিনীর গাড়ি লক্ষ্য করে রকেট লঞ্চার দ্বারা হামলা চালানো হয়েছে। এতে ৩ পুলিশ সদস্য গুরুতর আহত ও গাড়িটি ধ্বংস হয়ে গেছে।

একই থানার লন্ডি ও ম্যান্ড এলাকায় পাকিস্তানী মুরতাদ সেনাবাহিনীর দুটি পোস্টকেও টার্গেট করে ঐদিন আক্রমণ করা হয়েছিল। যার ফলে ২ সেনা সদস্য নিহত এবং ৩ এরও অধিক সেনা সদস্য আহত হয়েছে।

এমনিভাবে গত শুক্রবার, বাজোর এজেন্সির সালারজাই সীমান্তে মুরতাদ পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর কয়েকটি পোস্টেও ভারী ও হালকা অস্ত্র দিয়ে হামলা চালিয়েছে টিটিপি। দলটির তথ্য অনুযায়ী এতে মুরদাদ বাহিনীর মাঝে বড়ধরণের হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, এতে ১৮ এরও অধিক সেনা সদস্য হতাহত হয়েছে।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) সম্মানিত মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ডেরা ইসমাইল খান ও বাজোর এজেন্সীতে পরিচালিত পৃথক হামলা সমূহের দায় স্বীকার করেছেন।

ইয়ামান | আল-কায়েদার হামলায় ৬ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

ইয়ামানে শিয়া হুথী ও মুরতাদ বাহিনীর উপর পৃথক ২টি হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন। এতে ৩ সৈন্য নিহত এবং আরো ৩ সৈন্য আহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২৬ মার্চ শুক্রবার, মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ইয়ামানের আবয়ান ও বায়দা রাজ্যে পৃথক ২টি হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখা জামা'আত আনসারুশ শরিয়াহ্'র জানবায মুজাহিদিন।

এরমধ্যে আবয়ান প্রদেশের আল-ওয়াদী এলাকায় সৌদি সমর্থিত মুরতাদ হাদী বাহিনীর একটি সামরিক উপর হামলা চালান মুজাহিদগণ। এতে মুরতাদ বাহিনীর 'আবদুল্লাহ মহরী' নামে ১ (এক) সৈন্য নিহত এবং আরো ৩ সৈন্য আহত হয়।

এইদিন মুজাহিদগণ তাদের দ্বিতীয় সফল অভিযানটি পরিচালনা করেন বায়দা রাজ্যের মাকিরাস এলাকায়। যেখানে মুজাহিদদের হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয় ইরান সমর্থিত মুরতাদ শিয়া হুথী বাহিনী। এখানে মুজাহিদদের হামলায় ২ হুথী সৈন্য নিহত হয়, এবং বাকি সৈন্যরা ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যায়। মুজাহিদগণ উভয় স্থানে অভিযান শেষে ক্লাশিনকোভসহ বেশ কিছু অস্ত্র গনামত লাভ করেছেন।

জামা'আত আনসারুশ শরিয়াহ্'র অফিসিয়াল আল-মালাহিম মিডিয়া থেকে উভয় হামলার দায় স্বীকার করা হয়েছে।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের পৃথক হামলায় ১২ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার গত ২দিনে দখলাদার ক্রুসেডার বাহিনী ও মুরতাদ সরকারি বাহিনীর উপর ১৪টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২৫ ও ২৬ মার্চ, সোমালিয়ায় দেশটির মুরতাদ বাহিনী ও ক্রুসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধে ১৪টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এরমধ্যে মুজাহিদদের পরিচালিত ৫টি অভিযানেই ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর কমপক্ষে ১২ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

এছাড়াও মুজাহিদদের পরিচালিত বাকি ৯টি অভিযানে আরো ডজনখানেক শত্রু সৈন্য হতাহত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

নতুন বিবৃতিতে মার্কিন বাহিনীর উপর হামলার হুঁশিয়ারি তালেবানের

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান তার নতুন বিবৃতিতে ঘোষণা করেছে যে, মার্কিন সেনারা চুক্তির নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে আফগানিস্তান ছেড়ে না গেলে মার্কিন ও ন্যাটো জোটের বিরুদ্ধে তাঁরা পুনরায় সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু করবেন। দোহা চুক্তি নিয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের অস্পষ্ট মন্তব্যের পর এমনই ঘোষণা দিয়েছে তালেবান।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সম্প্রতি দখলদার মার্কিন প্রেসিডেন্ট দোহা চুক্তির বাস্তবায়ন সম্পর্কে অস্পষ্ট বক্তব্য প্রদান করেছে। একই সাথে ন্যাটো জোটের কয়েকটি সদস্য দেশ আফগানিস্তানে তাদের দখলদারিত্বের

সময়সীমা আরো বৃদ্ধি করবে বলেও শোনা যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বিবৃতি প্রদানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে।

প্রথমত, দোহা চুক্তি আফগানিস্তানে বিগত ২০ বছর যাবত চলমান সংঘর্ষের ইতি টানার সবচেয়ে বিচক্ষণ এবং সংক্ষিপ্ত মাধ্যম, যার মাধ্যমে আফগানিস্তানে শান্তি ফিরে আসার প্রত্যাশা করা যায়।

দ্বিতীয়ত, ইমারতে ইসলাম এই চুক্তির বিষয়বস্তুসমূহ রক্ষা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং আমরা আশা করছি আমাদের প্রতিপক্ষও আমাদের ন্যায় চুক্তি রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকবে, যুদ্ধবাজ এবং অশান্তি সৃষ্টিকারীদের প্ররোচনায় সায় দিয়ে আফগানিস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠার এই উত্তম সুযোগকে হাতছাড়া করবে না।

তৃতীয়ত, আল্লাহ না করুন, যদি আফগানিস্তান থেকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সব দখলদার সৈন্য না সরানো হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে এটা হবে চুক্তির লঙ্ঘন। এরপর যা হবে তার জন্য কেবল এবং কেবলমাত্র আমেরিকাই দায়ী থাকবে।

ইসলামি ইমারত সেক্ষেত্রে ইমানদার, অকুতোভয় এবং আফগান মুজাহিদ জাতির উত্তরসূরী হিসেবে দ্বীন এবং এই জমিন রক্ষার্থে সর্বাত্মক যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধ্য হবে। তারা আফগানকে দখলদারদের রক্তভেজা হাত থেকে মুক্ত করতে অবশ্যই আল্লাহর রাস্তায় সশস্ত্র জিহাদে জান ও মাল ব্যয় করবে। তখন চুক্তির লঙ্ঘনের জন্য যুদ্ধ, মৃত্যু, ধ্বংস এবং ক্ষয়ক্ষতির জন্য শুধুই আমেরিকা দায়ী থাকবে।

এই দেশ আফগান জনগণ ও মুসলিমদের আবাসস্থল। এখানে যে আইন ও শাসন বাস্তবায়ন করা হবে তাতে কোনোভাবেই অন্য কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। অন্য কেউই তাদের শাসনব্যবস্থা আফগানদের উপর চাপিয়ে দিতে পারবে না। এরূপ কোনো অধিকারই তাদের নেই।

১৩ শাবান, ১৪৪২ হিজরি,

২৬শে মার্চ ২০২১ ঈসায়ী

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান

বি-বাড়িয়ায় পুলিশ-বিজিবির গুলিতে পাঁচজন নিহত, আহত শতাধিক

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার কুমিল্লা–সিলেট মহাসড়কের নন্দনপুর এলাকায় পুলিশ–বিজিবির সঙ্গে হেফাজতে ইসলামের সংঘর্ষে চারজন নিহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার বিকেল পাঁচটার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এ ছাড়া শহরের কান্দিরপাড়া এলাকায় ছাত্রলীগ ও মাদ্রাসাছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষের পর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এক মাদ্রাসাছাত্রের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন নন্দনপুর হারিয়া গ্রামের আবদুল লতিফ মিয়ার ছেলে ওয়ার্কশপের দোকানি জুরু আলম (৩৫), সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার দাবিড় মিয়ার ছেলে শ্রমিক বাদল মিয়া (২৪), ব্রাহ্মণবাড়িয়া বারিউড়া এলাকার মৈন্দ গ্রামের জুরু আলীর ছেলে সুজন মিয়া (২২) ও বুধল ইউনিয়নের বুধল গ্রামের প্লাম্বার শ্রমিক মো. কাউওসার (২২)।

কান্দিরপাড়া এলাকায় সংঘর্ষে নিহত ছাত্রের নাম জুবায়ের (১৭)। তার বাড়ি সদর উপজেলার সরিদপুর গ্রামে। সে কান্দিরপাড়া জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুছিয়া মাদ্রাসার ছাত্র। ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতাল থেকে নিহতের পরিচয় পাওয়া গেছে। হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) রানা নুরুস শামস গুলিবিদ্ধ হয়ে এই পাঁচজনের মৃত্যুর খবর প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সদর উপজেলার বুধল ইউনিয়ন থেকে বিকেল চারটার দিকে হেফাজতে ইসলামের নেতা–কর্মীরা একটি মিছিল বের করেন। মিছিলটি কুমিল্লা-সিলেট মহাসড়কের নন্দনপুর এলাকায় পৌঁছালে পুলিশ ও বিজিবির সঙ্গে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া শুরু হয়। এ সময় স্থানীয় লোকজনও হেফাজতের মিছিলে যোগ দেন। সেই মিছিলে বিজিবি ও পুলিশ গুলি ছোঁড়ে।

২৭শে মার্চ, ২০২১

ফটো রিপোর্ট | মোদিবিরুধী আন্দোলনে হিন্দুত্ববাদী আওয়ামী গুন্ডা বাহিনীর হামলার কিছু দৃশ্য

গত কয়েকদিন ধরেই বিভিন্ন দল খুনি মোদির বাংলাদেশ সফর নিয়ে বিক্ষোভ-মিছিল করে আসছে। অপরদিকে ইসলামী দলগুলোও মুসলিম হত্যাকারী খুনী মোদির বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্থানে আন্দোলন করে।

সর্বশেষ গত শুক্রবার এদেশের সর্বস্তরের জনগণের মোদিবিরুধী আন্দোলনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে ভারতের গোলাম মুরতাদ হাসিনা সরকার তার পোশা গুন্ডা বাহিনীর নিরাপত্তায় মোদির ঢাকা সফর নিশ্চিত করে। এরপর গতকাল থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ-মিছিল করেন জনসাধারণ।

মোদিবিরুধী এসব বিক্ষোভ-মিছিলের জনতাকে লক্ষ্য করে হামলা চালায় হিন্দুত্ববাদী ভারতের মুশরিক মোদির গোলাম পুলিশ, র‍্যাব, ছাত্রলীগ ও যুবলীগ। এসময় এসব হিন্দুত্ববাদী মুজিব সৈন্যরা দেশীয় অস্ত্রের পাশাপাশি অগ্নিস্ত্র দিয়ে মুসল্লি ও সাধারন জনতার উপর হামলা চালিয়েছে। এতে অন্তত ৮জন ছাত্র-জনতা শাহাদাতবরণ করেছেন এবং আহত হয়েছেন আরো অন্তত দেড় শতাধিক মুসলিম।

হযরত খুবাইব রা: এর ভাষায় বলবো

اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا، وَاقْتُلْهُمْ بَدَدًا، وَلاَ تُبْقِ مِنْهُمْ أَحَدًا

হে আল্লাহ! আপনি তাদের প্রত্যেককে গুণে রাখুন, তাদেরকে একে একে ধ্বংস করুন এবং তাদের একজনকেও আপনি ছেড়ে দিবেন না।

https://alfirdaws.org/2021/03/27/48102/

নেতাকর্মী নিহত হওয়ার প্রতিবাদে শনিবার সারা দেশে বিক্ষোভ এবং পরদিন হরতাল

ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নেতাকর্মী নিহত হওয়ার প্রতিবাদে শনিবার সারা দেশে বিক্ষোভ এবং পরদিন রোববার সকাল-সন্ধ্যা হরতালের ডাক দিয়েছে হেফাজতে ইসলামী বাংলাদেশ।

শুক্রবার রাত ৮টায় রাজধানীর পুরানা পল্টনে এক সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির আবদুর রব ইউসুফী এই ঘোষণা দিয়েছেন।

আবদুর রব ইউসুফী বলেন, হেফাজতে ইসলামের আমির জুনায়েদ বাবুনগরীর পক্ষে আমি এই কর্মসূচি ঘোষণা করছি।

তিনি বলেন, ঢাকার বায়তুল মোকাররমে, চট্টগ্রামের হাটহাজারী ও ব্রাহ্মণবাড়িয়াসহ বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদী মুসল্লিদের ওপর পুলিশ ও সরকারি দলীয় ক্যাডার বাহিনী হামলা করে পাঁচনজনকে শহীদ করেছে। অসংখ্য মুসল্লিকে আহত করেছে এবং গ্রেপ্তার করেছে।

এর প্রতিবাদে এই কর্মসূচি দেওয়া হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সংবাদ সম্মেলনে হেফাজতে ইসলামের ঢাকা মহানগর কমিটির সভাপতি মাওলানা জুনাইদ আল হাবীব, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মামুনুল হক, কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মনির হোসেন কাসেমী ও সহ সাংগঠনিক সম্পাদক আতাউল্লাহ আমীনসহ কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

মামনুল হক বলেন, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর এই দিনে পুলিশ ও সরকারি দলের সন্ত্রাসী বাহিনী যেভাবে প্রতিবাদী মুসল্লিদের ওপর হামলা করেছে, তাতে স্বাধীনতা দিবসের ইতিহাসে এটি একটি কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

উল্লেখ্য, গণতান্ত্রিক কুফরী পন্থায় হরতাল, মিছিল করে কোনদিনই আমাদের ভাইদের রক্তের বদলা আদায় করা যায় নি যাবেও না।

তাই ফিরে আসতে হবে কুরআনের বিধানে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٧٨ وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٧٩ ﴾ [البقرة: ١٧٨، ١٧٩]

‘হে মুমিনগণ, নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের উপর ‘কিসাস’ ফরয করা হয়েছে। স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, দাসের বদলে দাস, নারীর বদলে নারী। তবে যাকে কিছুটা ক্ষমা করা হবে তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে, তাহলে সততার অনুসরণ করবে এবং সুন্দরভাবে তাকে আদায় করে দেবে। এটি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সহজীকরণ ও রহমত। সুতরাং এরপর যে সীমালঙ্ঘন করবে, তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। আর হে বিবেকসম্পন্নগণ, কিসাসে রয়েছে তোমাদের জন্য জীবন, আশা করা যায় তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে।’ {সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ১৭৮-১৭৯}

কোনো বৈধ কারণ ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা অপরাধের ভয়াবহতা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ مِنۡ أَجۡلِ ذَٰلِكَ كَتَبۡنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفۡسَۢا بِغَيۡرِ نَفۡسٍ أَوۡ فَسَادٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعٗا وَمَنۡ أَحۡيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحۡيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعٗاۚ وَلَقَدۡ جَآءَتۡهُمۡ رُسُلُنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرٗا مِّنۡهُم بَعۡدَ ذَٰلِكَ فِي ٱلۡأَرۡضِ لَمُسۡرِفُونَ ٣٢ ﴾ [[المائدة: ٣٢

‘এ কারণেই, আমি বনী ইসরাঈলের উপর এই হুকুম দিলাম যে, যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করা কিংবা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া যে কাউকে হত্যা করল, সে যেন সব মানুষকে হত্যা করল। আর যে তাকে বাঁচাল, সে যেন সব মানুষকে বাঁচাল। আর অবশ্যই তাদের নিকট আমার রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছে। তা সত্ত্বেও এরপর যমীনে তাদের অনেকে অবশ্যই সীমালঙ্ঘনকারী।’ {সূরা আল-মায়িদা, আয়াত : ৩২}

এছাড়া আল্লাহ তায়ালা যাদের উপর জুলুম করা হয় তাদের কিতালের অনুমতি দিয়েছেন।

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ .

(-হজ্জ ২২/৩৯)

তাই বর্তমানে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ ও আওয়ামীগের সন্ত্রাসীরা যে জুলুম চালাচ্ছে তা থেকে মুক্তির একটাই পথ। তা হলো আল্লাহর বিধানে ফিরে আসা।

২৬শে মার্চ, ২০২১

মুসলিমদের উপর হিন্দুত্ববাদের গোলাম পুলিশের গুলি, শহিদ ৫ এরও অধিক, আহত শতাধিক

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে নামাযরত মুসল্লি ও মোদিবিরোধী আন্দোলনে গুলি চালিয়েছে পুলিশ ও ছাত্রলীগ। এতে দেশের বিভিন্ন স্থানে ৫ জনেরও অধিক মাদ্রাসা ছাত্র এখন পর্যন্ত নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো প্রায় শতাধিক।

আজ ২৬ মার্চ শুক্রবার বাইতুল মোকাররম মসজিদে জুমুআর সালাত আদায়রত মুসল্লিদের উপর হামলা চালায় ছাত্রলীগ ও যুবলীগ। এসময় তাদের সাথে যোগ দেয় পুলিশ বাহিনীও। পুলিশ ও লীগ-সন্ত্রাসী বাহিনীর যৌথ হামলায় বাইতুল মোকাররম মসজিদ প্রাঙ্গণ মুসল্লিদের রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়। আহত হয় অর্ধশতাধিক মানুষ। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে দেশজুড়ে মুসলিমদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। দেশের বৃহত্তম দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম শহরের হাটহাজারি মাদরাসার ছাত্ররা বিক্ষোভ করেন। এসময় ছাত্রদের উপর সরাসরি গুলি চালায় হিন্দুত্ববাদীদের গোলাম পুলিশ বাহিনী। এসময় গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন অনেকে। আহতদের চট্রগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে, সেখানে ৪ জনকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। শহিদরা (ইনশাআল্লাহ) হলেন- হাটহাজারী মাদ্রাসার ছাত্র রবিউল, মেরাজ, জামিল ও আব্দুল্লাহ্ নামের স্থানীয় একজন মুসলিম।

একইদিন বিকাল বেলায় ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় আন্দোলনরত মুসলিমদের উপরেও চড়াও হয় ভারতীয় গোলাম পুলিশ ও ছাত্রলীগ। এতে কাউতোলির একজন শহিদ (ইনশাআল্লাহ) হন, বিষয়টি সামজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক ভিডিওতে নিশ্চিত করেছেন নিহতের আপন ভাই। সেখানে পুলিশের গুলিতে আহত হন আরো ২০ জনেরও অধিক।

সর্বশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, রাজধানীর যাত্রাবাড়ি এলাকা এবং চট্টগ্রামের হামলার স্থানে পুনরায় মুসলিমদের উপর হামলা চালানোর চেষ্টা করছে পুলিশ ও লীগ-সন্ত্রাসী বাহিনী।

LIVE
13.1k

বায়তুল মোকাররমের ভিতরে ডুকে পুলিশ, যুবলীগ-ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের হামলা

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আগমনের প্রতিবাদে রাজধানীর বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেটে হেফাজতে ইসলামসহ বেশ কয়েকটি ইসলামপন্থি সংগঠনের মুসল্লিদের উপর পুলিশ ও ছাত্র লীগ, যুবলীগ মিলে হামলা চালিয়েছে।

জানা গেছে, জুমার নামাজ শেষে নরেন্দ্র মোদির আগমনের প্রতিবাদে বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেট দিয়ে বিক্ষোভ মিছিল বের করার চেষ্টা করে হেফাজতে ইসলামসহ বেশ কয়েকটি ইসলামপন্থি সংগঠন। এসময় পুলিশ বাধা দিলে মুসল্লিদের সঙ্গে সংঘর্ষ বেঁধে যায়।

পুলিশের সঙ্গে ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মীরা মিলে মুসল্লিদের দিকে ইটপাটকেল ছুঁড়তে দেখা যায়। মুসল্লিরা মসজিদের ভেতরে অবস্থান নিয়ে পুলিশের ওপর ইটপাটকেল ছুঁড়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলে। উভয়পক্ষে দীর্ঘক্ষণ চলে তুমুল সংঘর্ষ ও ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া। পুলিশ টিয়ার শেল, রাবার বুলেট, সাউন্ড গ্রেনেড ছুঁড়ে। জলকামান থেকে জল দিতে থাকে। এক পর্যায়ে মুসল্লিরা যৌথ সন্ত্রাসীদের হামলায় টিকতে না পেরে মসজিদে আশ্রয় নেয়। কিন্তু পুলিশ ও আওয়ামী সন্ত্রাসীরা মসজিদে ডুকেই মুসল্লিদের উপর বর্বর হামলা চালিয়েছে।

মোদির সফর: রাজধানীর বিভিন্ন রুটে গণপরিবহন বন্ধ, জনদুর্ভোগ চরমে

বৃহস্পতিবার রাত ও শুক্রবার সকালে থেকেই রাজধানীর বিভিন্ন রুমে যান চলাচল সীমিত করা ও কিছু কিছু সড়কে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এতে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ মানুষ।

এদিকে রাজধানীর কয়েকটি রুটে শুক্রবার সকাল থেকে গণপরিবহন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। শুক্রবার সকালে বিভিন্ন গণপরিহন থামিয়ে যাত্রীদের নামিয়ে দিচ্ছে পুলিশ। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। গণপরিবহন না পেয়ে শিশুদের নিয়ে হেঁটে রওনা হচ্ছেন গন্তব্যের উদ্দেশে।

জানা গেছে, যে সব বাস এয়ারপোর্ট রুটে চলাচল করে, সেসব গণপরিবহনকে শুক্রবার সকালে বিভিন্ন পয়েন্টে থামিয়ে উল্টো পথে পাঠিয়ে দেয় পুলিশ। সদরঘাট থেকে এয়ারপোর্ট অভিমুখী সব ধরনের গণপরিবহন রামপুরায় থামিয়ে দেয় পুলিশ। বাকি পথ যাত্রীদের পায়ে হেটেঁ যেতে দেখা গেছে। অনেকে পরিবারের শিশু ও নারী সদস্যদের নিয়ে দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে গন্তব্যে রওয়ানা করেন।

ডিএমপি সূত্র বলছে, শুক্রবার সকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিশেষ বিমানে করে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামবেন। পরে তিনি সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে যাবেন। এরপর নরেন্দ্র মোদি হোটেল সোনারগাঁওয়ে আসবেন। পরে বিকালে তিনি যাবেন শেরেবাংলা নগরে জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে সুবর্ণজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ঢাকায় চলাচলের সময় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান সড়কে কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ ও বন্ধ রাখা হবে। তার মধ্যে আছে- বিমানবন্দর সড়ক, বিজয় সরণি, মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ, রাসেল স্কয়ার, ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়ক, মিরপুর রোড, কল্যাণপুর, গাবতলী হয়ে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের সাভারের নবীনগর। তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল এলাকার প্রধান সড়ক ও ওই এলাকার উড়াল সড়ক। সেখান থেকে বঙ্গভবনে

যাওয়ার শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি (ঢাকা মহানগর পুলিশ সদর দপ্তরের সামনে), কাকরাইল, বিজয়নগর, পল্টন, গুলিস্তানে বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামের পাশের সড়ক ও মৎস্য ভবনের সামনের প্রধান সড়ক।

বাইতুল মোকারম এলাকা রক্তাক্ত: পুলিশ ও লীগ সন্ত্রাসীদের যৌথ হামলা

জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে মুসল্লিদের উপর পুলিশ, আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগ যৌথ হামলা চালিয়েছে। এসময় আগুন দিয়েছে বেশ কয়েকটি মটরসাইকেলে।

এঘটনায় আহত হয়েছে সময় সংবাদের একজন চিত্রগ্রাহক সহ বেশ কয়েকজন সাংবাদিক। ছাত্রলীগ-যুবলীগের নেতাকর্মীরা বাইরে থেকে মসজিদের ভেতরে ইট-পাথর ছুড়ছে।

অন্যদিকে বিক্ষিপ্তভাবে রাবার বুলেট, সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ারশেল ছোড়ে পুলিশ। নামাজ শেষে মুসল্লিরা গেটের ভেতরে থাকতেই জুতা হাতে নিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিরোধী স্লোগান শুরু করে।

এক পর্যায়ে গেটের সামনে আগে থেকেই অবস্থান নেয়া স্থানীয় ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের সন্ত্রাসীরা হামলা চালায়।

পুলিশ মিছিলকারীদের উপর টিয়ারশেল নিক্ষেপ করতে দেখা গেছে।

মোদিবিরোধী বিক্ষোভে উত্তপ্ত বায়তুল মোকাররম, মুসল্লিদের সঙ্গে ছাত্রলীগের সংঘর্ষ

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরের প্রতিবাদে আয়োজিত বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে রাজধানীর বায়তুল মোকাররম এলাকায় সাধারণ মুসল্লি ও ক্ষমতাসীন দলের গুণ্ডাদের সাথে দফায় দফায় সংঘর্ষ চলছে।

শুক্রবার জুমার নামাজের মোনাজাত শেষে মুসল্লিদের একাংশ মোদিবিরোধী বিক্ষোভ শুরু করলে এ সংঘর্ষ বাধে।

জানা গেছে, মুসল্লিরা মোদিবিরোধী স্লোগান দেওয়ার কিছুক্ষণ পরই ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা মসজিদের উত্তর পাশের ফটকে মিছিলকারীদের ওপর লাঠিসোঁটা নিয়ে হামলা চালান।

প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে তারা মিছিলকারীদের মারধর করেন। এতে বিক্ষোভকারীরা পিছু হটে মসজিদের ভেতরে ঢুকে পড়ে।

এছাড়া পুলিশ মসজিদের দিকে টিয়ার গ্যাস ও গুলি ছোড়ছে। আরেকটি লাইভ ভিডিওতে তৌহিদী জনতার উপর জলকামান থেকে গরম পানি দিতে দেখা গেছে। বর্তমানে পুরো এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

এর আগে জুমার নামাজ শুরু হওয়ার আগ থেকেই মসজিদের বাহিরে ও ভিতরে পুলিশ ও ক্ষমতাসীন দলের বিপুলসংখ্যক আওয়ামী সন্ত্রাসী অবস্থান নেয়। কিছু কিছু নেতা–কর্মী মসজিদের চারপাশে সড়কে দাঁড়িয়ে ছিল। পুলিশ সদস্যের পাশাপাশি র‍্যাব সদস্যরাও সেখানে উপস্থিত ছিল।

হাটহাজারীতে ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলি

ভারতের প্রধানমন্ত্রী কসাই নরেন্দ্র মোদির আগমনের প্রতিবাদে রাজধানীর বায়তুল মোকাররম মসজিদের বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশের সাথে সংঘর্ষের খবর পাওয়া গেছে আজ বাদ জুমা।

খবর পেয়ে চট্টগ্রামের হাটহাজারী মাদ্রাসার ছাত্ররা প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল বের করে। সে বিক্ষোভ মিছিলে হামলা করে পুলিশ। এতে এখন পর্যন্ত ১৪ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। তবে কোনো নিহতের খবর পাওয়া যায়নি। বিষয়টি হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের প্রচার সম্পাদক মাওলানা জাকারিয়া নোমান নিশ্চিত করেছেন।

জানা গেছে, হাটহাজারীর আহত ছাত্রদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

এর আগে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সফরের প্রতিবাদে শুক্রবার জুমার নামাজের পর রাজধানীর বায়তুল মোকাররম মসজিদের মুসল্লিরা রাস্তায় বিক্ষোভে নামেন। এতে বাধা দেয় পুলিশ। পরে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে মুসুল্লিদের।

শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দুই দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ঢাকায় এসেছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এর আগে আজ শুক্রবার সকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান।

গুজরাট গণহত্যা : রক্তচোষা নতুন ভারতের আবির্ভাব

গুজরাট গণহত্যা

ঘটনার সূত্রপাত : ২০০২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি সকালে অযোধ্যা থেকে আহমেদাবাদের গোদরা রেলস্টেশনের কাছে থামে একটি ট্রেন 'সাবারমতি এক্সপ্রেস'। যাত্রীরা পূজা শেষে অযোধ্যা থেকে ফিরে আসছিল। রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে ট্রেনের যাত্রী এবং বিক্রেতাদের মধ্যে একটি তর্কের সৃষ্টি হয়। তর্কটি হিংস্র হয়ে ওঠে এবং অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে ট্রেনের চারটি কোচে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। বহু লোক ট্রেনের ভিতরে আটকে যায়। ফলস্বরূপ, ৫৯ জন লোক অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়।

মুসলিম বিরোধী প্রোপাগান্ডা :

মুসলিমরাই ট্রেনে আগুন দিয়েছিল এমন একটি প্রোপাগান্ডায় রাজ্যজুড়ে হিন্দু জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। পরে ট্রেনে হামলার অজুহাতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) রাজ্যব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দেয়। জোরালো প্রচারণা চালানো হয় যে ট্রেনে হামলার পিছনে মুসলিমদেরই হাত রয়েছে। শুরু হয় মুসলিমদের বিরুদ্ধে মিথ্যে প্রোপাগান্ডা। সেসময়ে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিল নরেন্দ্র মাোদি। ট্রেনে হামলার ঘটনায় রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে মুদি হাতে নেয় ইসলাম বিরোধী প্রোপাগান্ডা। মুদির সাথে যোগ দেয় বিজেপি সভাপতি রানা রাজেন্দ্রসিংহ। স্বতন্ত্র প্রতিবেদনে ইঙ্গিত দেওয়া হয় যে রাজ্য বিজেপি সভাপতি রানা রাজেন্দ্রসিংহ ও নরেন্দ্র মোদী এই ধর্মঘটের সমর্থন করেন। এবং রানা রাজেন্দ্রসিংহ ও নরেন্দ্র মোদী সরাসরি মুসলমদের জড়িয়ে উত্তেজক শব্দ ব্যবহার করে, যা পরিস্থিতি আরও খারাপ করে। নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করে যে, ট্রেনে হামলা সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা নয়, বরং মুসলিম সন্ত্রাসবাদের কাজ ছিল এটি।

অন্যদিকে, স্থানীয় সংবাদপত্র এবং রাজ্য সরকারের সদস্যরা বিনা প্রমাণে দাবি করে মুসলিমরাই এ ঘটনা ঘটিয়েছে। মুসলিমদের বিরুদ্ধে সহিংসতা উস্কে দেওয়ার জন্য একটি বিবৃতি ব্যবহার করা হয় যে ট্রেনে হামলাটি পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা করেছে এবং স্থানীয় মুসলিমরা তাদের সাথে রাজ্যের হিন্দুদের আক্রমণ করার ষড়যন্ত্রে যুক্ত। স্থানীয় সংবাদপত্রগুলি দ্বারাও মিথ্যা গল্প ছাপা হয়, যেগুলিতে দাবি করা হয় যে মুসলিমরা হিন্দু মহিলাদের অপহরণ করেছে এবং ধর্ষণ করেছে।

গোধরা-পরবর্তী গুজরাটে মুসলিম গণহত্যা :

২৮ ফেব্রুয়ারি (ট্রেনের আগুনের পরদিন) থেকে শুরু হয় মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর একযোগে হামলা। হাজার হাজার উন্মাদ হিন্দুরা হামালায় অংশ নেয়। হামলাকারীরা বাছাই করে করে হিন্দুদের বাড়ি অক্ষত রেখে মুসলিমদের বাড়িঘরে হামলা চালিয়ে পুড়িয়ে দেয়। যদিও ক্ষতিগ্রস্থদের থেকে পুলিশে বহু বার ফোন করা হয়, পুলিশ তাদের জানিয়েছিল যে 'আপনাদের বাঁচানোর কোনও আদেশ আমাদের নেই।' উল্টো, পুলিশ আত্মরক্ষার চেষ্টা করা মুসলিমদের উপর গুলি চালিয়েছিল। ফলে অসংখ্য মুসলিম পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। পুলিশের গুলিতেই নিহত হয়েছিল প্রায় অর্ধশতাধিক মুসলিম।

হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা মুসলিম নারীদের ধর্ষণ করে, আগুনে পুড়িয়ে মারতে শুরু করে। সপ্তাহব্যাপী স্থায়ী হয় এই রক্তপাত। শত শত বালিকা ও মহিলাদের গণধর্ষণ করা হয় এবং পরে তাদের পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। বাচ্চাদের জোর করে পেট্রল খাওয়ানো হয় এবং তারপরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। গর্ভবতী মহিলাদের আগুনে পুড়ানো হয়েছিল। মহিলাদের পেটে অনাগত সন্তানের পোড়া দেহ দেখা যাচ্ছিল। নানদা পটিয়া গণকবরে ৯৬ টি দেহের মৃতদেহ ছিল, যার মধ্যে ৪৬ টি জন ছিলেন মহিলা। উগ্র হিন্দুরা তাদের বাড়ি ঘেরাও করে এবং ঘরের পুরো পরিবারকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করে। মহিলাদের উলঙ্গ করে ছিনিয়ে নেওয়া খাবারের মত ধর্ষণ করেছিল এবং হত্যা করেছিল। মহিলাদের পেট ফেরে বাচ্চা বের করে আনন্দ মিছিল করেছিল হিন্দুরা। পিতার

সম্মুখে তার সন্তানকে হত্যা আর মায়ের সম্মুখে তার মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে মুসলিমদের।

নির্বাচনে মোদির অন্যতম প্রতিপক্ষ এহসান জাফরির বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল কিছু মুসলিম। সেখানে প্রায় বিশ হাজার উন্মত্ত হিন্দু তার বাড়ি ঘেরাও করে। আর শেষমেশ এহসান জাফরি নেমে এলে তার হাত-পা দু'টো কেটে মৃতদেহ টেনে হিঁচড়ে নিয়ে বেড়ায়। শেষে মৃতদেহ আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। বলাই বাহুল্য, তার ঘরে আশ্রয় নেওয়া প্রায় সব মুসলিম পুরুষদের নির্মমভাবে কুপিয়ে ও আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। নারীদের ধর্ষণ শেষে হত্যা করা হয়। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের রিপোর্টেও এসেছিল এসব তথ্য। এছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি গণহত্যার কথা উল্লেখ করেছিল হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, এদের মধ্যে অন্যতম 'গুলবার্গ গনহত্যা'। সেখানে একসাথে ৯০ জন মুসলিমকে হত্যা করা হয়েছিল।

প্রায় ২০০০ এর বেশি মুসলিমকে মাত্র কয়েকদিনে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। আহত হয় আরও অনেক। কিন্তু অফিসিয়াল ডাটায় দেখানো হয় মাত্র ৭৯০ জন মুসলিম নিহতের কথা! গুজরাট থেকে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যায় ৯৮,০০০ মুসলিম। রাতের ব্যবধানেই এতগুলো মুসলিম বাস্তুহারা হয়ে পড়ে। কোনো কোনো হিসেব মতে সেই সংখ্যা আসলে দেড় লক্ষেরও অধিক। অর্থনৈতিক হিসেবে মুসলিমদের কত পরিমাণ সম্পদ লুটপাট ও ধ্বংস করেছে তার কোন হিসেব নেই।

হামলার পরবর্তীতে দাতা সংস্থাগুলো মানবিক সহায়তা দিতে চাইলে ভারত সরকার বিভিন্নভাবে বাধা সৃষ্টি করে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের মতো সংস্থাগুলি সহিংসতার সময় ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নেয়া ক্ষতিগ্রস্তদের মানবিক অবস্থার সমাধান করতে ব্যর্থতার জন্য ভারত সরকার এবং গুজরাটে রাজ্য প্রশাসনের সমালোচনা করে।

মার্কিন প্রভাবশালী গণমাধ্যম 'ওয়াশিংটন পোস্ট' এক প্রতিবেদনে জানায়, ২০০২ সালের নির্মম গুজরাট দাঙ্গার পর পোস্টের কাছে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে মোদীকে মোটেও মর্মাহত হতে দেখা যায়নি। যার রাজ্যের দুই সহস্রাধিক মুসলিমকে হত্যা করা হলো, সেই মোদীর চেহারায় পরিতাপের কোন চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না। গুজরাট কাণ্ডে ওয়াশিংটন পোস্টকে দেয়া সাক্ষাৎকারে মোদী বলেছিল, 'আমি কোন ভুল করিনি। আমি মানবাধিকার রক্ষার প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ'। মোদী তখন কোন মানবাধিকারের কথা বলেছেন তা সেই সাংবাদিক বা কোন বিবেচকের মাথায় তা ঢুকেনি।

গুজরাটের সিনিয়র ইন্টেলিজেন্স কর্মকর্তা সঞ্জিব ভাট পরবর্তীতে আদালতের জবানবন্দিতে জানায় এক গোপন সত্য। সেই সময় কাজের কারণেই নানারকম স্পর্শকাতর তথ্য তার জানা ছিল। আদালতে সে জানায়, 'দাঙ্গা শুরু হবার আগের রাতে মোদি অফিসিয়ালদের নিয়ে এক মিটিংয়ে বসেছিল। সেই মিটিংয়ে মোদি সবার উদ্দেশ্যে বলেছিল যে তীর্থযাত্রীদের হত্যার প্রতিশোধস্বরূপ মুসলিমদের এক উচিত শিক্ষা দিতে হবে।' আর দাঙ্গা শেষ হবার পর মোদিকে জিজ্ঞেস করা হলে সে বলেছিল গুজরাটের

ব্যাপারে তার কোনাে অপরাধবাোধ নেই। এসমস্ত কারণে নরেন্দ্র মাোদিকে এখনও ডাকা হয় 'গুজরাটের কসাই' নামে।

হিন্দুত্ববাদী চরমপন্থার উত্থান :

গুজরাট গণহত্যার ভয়ঙ্কর বাস্তবতার কারণে ভারতীয় কিছু অ্যাক্টিভিস্টরাই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মাোদিকে চায়নি। সেসময় গুজরাটের ঘটনা অনেক বেশি ফোকাস করে মাোদিকে ভাোট না দেয়ার অনেক প্রচারণা চালানাো হয়। কিন্তু সেখানকার সাধারণ মুশরিক হিন্দুত্ববাদীরা এই রক্তচোষা মাোদিকেই ১৪ তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত করেছিল। আর এরই মাধ্যমে চরম হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনে রায় দেয় ভারতীয় হিন্দুত্ববাদীরা। ফলশ্রুতিতে ভারতে অবস্থানরত মুসলিমদের জন্য দেশটি হয়ে উঠে অগ্নিগর্ভ। নিতান্তই তুচ্ছ ঘটনায় পিটিয়ে হত্যা করা হচ্ছে মুসলিমদের। গুজরাটে গনহত্যা পরবর্তীতে দেশটির মুশরিকরা সপ্ন দেখতে থাকে এক নতুন রাষ্ট্র রামরাজত্বের।

সূত্র : দ্য গার্ডিয়ান (১৪ মার্চ ২০১২)

২৫শে মার্চ, ২০২১

সোমালিয়া | মার্কিন ড্রোন ভূপাতিত করল আল-কায়েদা

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় ক্রুসেডার মার্কিন সামরিক বাহিনীর ড্রোন ভূপাতিত করার দাবি করেছে আল-কায়েদা।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সের সূত্রে জানা গেছে, গত ২৪ মার্চ বুধবার, দক্ষিণ সোমালিয়ার যুবা রাজ্যের আফমাদো শহরে ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনীর একটি ড্রোন ভূপাতিত করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। পরে তা মেরামতের জন্য শাবাব নিয়ন্ত্রিত জলব শহরে প্রেরণ করেন মুজাহিদগণ।

এসময় মুজাহিদিন কর্তৃক ভূপাতিত মার্কিন বাহিনীর ড্রোনটির বেশ কিছু ছবিও প্রকাশ করে শাবাব মুজাহিদিন।

https://alfirdaws.org/2021/03/25/48058/

ফটো রিপোর্ট | আসাদ সরকারের শক্ত ঘাঁটিগুলোতে মুজাহিদদের হামলা

সিরিয়ায় আল-কায়েদা মানহাযের কুর্দি মুজাহিদ গ্রুপ 'আনসার আল-ইসলাম' সম্প্রতি কুখ্যাত নুসাইরী আসাদ সরকারের শক্ত ঘাঁটিগুলোতে হামলার কিছু ছবি প্রকাশ করেছে।

ছবিতে দেখা যায়, দলটির জানবায মুজাহিদগণ সাহলুল-ঘাব অঞ্চলে অত্যাচারী আসাদ সরকারের শক্ত ঘাঁটিগুলিকে লক্ষ্য করে B-9 অস্ত্র এবং অন্যান্য বড় অস্ত্র দিয়ে হামলা চালাচ্ছেন। যা নুসাইরী বাহিনীর অবস্থানে সফলভাবে আঘাত হানছিল।

https://alfirdaws.org/2021/03/25/48057/

ইয়ামান | আল-কায়েদার হামলায় ৩ হুথি সৈন্য নিহত, মেশিনগান গনিমত

মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ইয়েমেনের আল-বায়দা প্রদেশে মুরতাদ শিয়া হুথীদের একটি স্থাপনায় হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা 'একিউএপি'। এতে ৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৮ শাবান (২৩ মার্চ) রবিবার, ইয়ামানের আল-বায়দা প্রদেশের মুখাইরাস এলাকায় ইরান সমর্থিত মুরতাদ হুথীদের একটি স্থাপনায় তীব্র হামলা চালানো হয়েছে। এতে ৩ শিয়া হুথী সৈন্য নিহত এবং আরো কতক সেনা ভয়ে সামরিক স্থাপনা ছেড়ে পালিয়ে গেছে। হামলায় মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী থেকে একটি মেশিনগান গণিমত লাভ করেছেন।

আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখা জামা'আত আনসারুশ শারীয়াহ্ তাদের অফিসিয়াল আল-মালাহিম মিডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই হামলার দায় স্বীকার করেছে।

সিরিয়া | তুরস্কের সশস্ত্র বাহিনীর কনভয়ে মুজাহিদদের হামলা, সাঁজোয়া যান ধ্বংস

সিরিয়ার ইদলিব সিটির দক্ষিণে তুরস্কের সশস্ত্র বাহিনীর (টিএসকে) অন্তর্ভুক্ত একটি সামরিক কনভয়কে টার্গেট বোমা হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ।

স্থানীয় সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, গত ২৪ মার্চ সকালে, ইদলিবের দক্ষিণে মস্তিউম গ্রামের তুর্কি বাহিনীর সামরিক বেস পয়েন্টের কাছে একটি বোমা হামলা চালানো হয়েছে। তুরস্কের সশস্ত্র বাহিনীর একটি কনভয় লক্ষ্যবস্তু করে হাতে তৈরি বিস্ফোরক দ্বারা এই হামলা চালানো হয়। এতে তুর্কি বাহিনীর একটি সাঁজোয়া যান ধ্বংস হয়েছে।

সোশ্যাল মিডিয়া নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এই হামলার দায় স্বীকার করেছে আনসার আবু বকর সিদ্দিক। দলটি গত ২ মাস যাবৎ ইদলিবে দাখলদার তুর্কি সেনাদের উপর আক্রমণ বৃদ্ধি করেছে।

দলটি বিবৃতিতে দাবি করেছিল যে, সম্প্রতি তুরস্কের সেনা বাহিনীর গুলিতে যেই মহিলা প্রাণ হারিয়েছেন তার প্রতিশোধ নিতেই এই হামলা চালানো হয়েছে।

নামায এবং আযানের পর এবার হিজাবকে 'অমানবিক কুপ্রথা' বলল যোগীর উগ্র মন্ত্রী

কিছুদিন আগেই দিনে পাঁচবার নামাজ এবং সঙ্গে আজানের বিরোধিতা করে জেলা শাসকের কাছে চিঠি লিখেছিল উত্তর প্রদেশের গেরুয়া সরকারের কট্টর হিন্দুত্ববাদী মন্ত্রী আনন্দ স্বরূপ শুকা। এবার সেই মন্ত্রী সরব হয়েছে মুসলিম মহিলাদের হিজাব পরিধানের ব্যাপারে। গোমূত্র পান করা এই মন্ত্রী মনে করে বোরখা পরিধান করা আদতে একটি অমানবিক কু-প্রথা যা প্রগতিশীল চিন্তাধারার কোনো মুসলিম সমর্থন করতে পারে না। মনে করে খুব শীঘ্রই এমন সময় আসবে যখন মুসলিম মহিলাদেরকে তারা এই বোরখা পরিধান এর হাত থেকে বিরত রাখবে।

মূর্খতার চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়ে যোগী রাজ্যের সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী শুক্লা বলেন, বিশ্বের বহু মুসলিম দেশে বোরখা পরিধান করা নিষিদ্ধ আছে। কিন্তু সেটা কোন মুসলিম দেশ তা বলতে পারেননি এই মিথ্যা প্রচারক। বোরখা পরিধানের প্রথাকে তিনি তিন তালাকের সঙ্গেও তুলনা করেন। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই তিনি জেলা শাসকের কাছে চিঠি লেখে এর সমাধান চেয়েছে বলে জানিয়েছেন।

কিছুদিন আগে তিনি লাউডস্পিকারে আযান দেওয়ার বিরুদ্ধে জেলা শাসকের কাছে চিঠি লিখে অভিযোগ জানিয়ে ছিলেন। তিনি বলেছিলেন তার নাকি আযানের তিন মিনিটের সুমধুর ধ্বনির কারণে দৈনিক কাজে মন দিতে, যোগা করতে এবং পূজা-অর্চনায় সমস্যা হয়। কিন্তু দিনের পর দিন দূর্গা পূজা, দেওয়ালি গণপতির মতো পূজার সময় অবিরাম উচ্চ মাত্রার স্পিকার বাজানো হলেও কোনো সমস্যা হয় না তার।

'বৈধ' কাগজপত্র না দেয়ায় আত্মহত্যা করেন এসআই হাসান

বিসিএস পরীক্ষার জন্য ওসি ছাড়পত্র না দেওয়ায় পাবনা জেলার আতাইকুলা থানায় পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) হাসান আলীকে নিজ গুলিতে প্রাণ দিতে হয়েছে বলে দাবি করেছে তাঁর পরিবার।

চাকরিতে যোগদানের দেড় মাস পর গত রবিবার (২১ মার্চ) থানা ভবনের ছাদে উঠে নিজের পিস্তল দিয়ে মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করে এসআই হাসান আলী।

সোমবার ভোরে তার লাশ যশোরের কেশবপুরের বালিয়াডাঙ্গা গ্রামের বাড়িতে পৌঁছলে এলাকায় এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। পরিবারের সদস্যরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। সোমবার জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে হাসানের লাশ দাফন করা হয়।

পুলিশের দাবি হাসান আলী আত্মহত্যা করেছেন। তার বাবার দাবি বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) তাকে ছাড়পত্র দেননি। এ কারণে তাকে লাশ হতে হলো। এজন্য থানার ওসিই দায়ী।

তিনি জানান, যদিও জেলার ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা হাসানের ছুটি মঞ্জুর করেছিলেন। তবে এ অভিযোগ অস্বীকার করে আতাইকুলা থানার ওসি কামরুল ইসলাম বলেন, 'হাসান বিসিএস পরীক্ষা দেবেন একথা তিনি জানেন না। ছুটি মঞ্জুর হলেও তিনি ছুটিতে যাননি।'

বালিয়াডাঙ্গা গ্রামের ভ্যানচালক আব্দুল জব্বার অনেক কষ্টে ছেলে হাসানকে কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্বদ্যিালয়ে পড়িয়েছেন। দুই বছর আগে হাসান এসআই পদে নিয়োগ পান। তার বাবা জব্বার এখনো ভ্যান চালান।

মা আলেয়া বেগম বিলাপ করতে করতে বলেন, 'শনিবার রাত ১২ টায় মোবাইল ফোনে ছেলের সঙ্গে তার কথা হয়। শুক্রবার খুলনায় তার বিসিএস পরীক্ষা ছিল। কিন্তু ছুটি না পাওয়ায় তার পরীক্ষা দেওয়া হলো না।' এ সময় মা কাঁদতে কাঁদতে আরো বলেন ছেলে তাকে জানিয়েছে আতাইকুলা থানার ওসি স্যার অন্যদের ছুটি দিলেও তাকে (ছেলে) ছুটি দেননি।' কালের কণ্ঠ

মালি | ফ্রান্সের সেনা কনভয়ে আল-কায়েদার তীব্র হামলা, হতাহত অনেক

মালির হাম্বুরি শহরে ক্রুসেডার ফরাসী (ফ্রান্স) সামরিক বাহিনীর একটি কনভয়ে তীব্র হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন এর মুজাহিদগণ। এতে ক্রুসেডার ফ্রান্সের অনেক সৈন্য হতাহত হওয়া ছাড়াও বেশ কিছু সাঁজোয়া যান ধ্বংস হয়েছে।

আঞ্চলিক সূত্র অনুযায়ী, গত ২৩ মার্চ সোমবার রাতে, পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালির হাম্বুরী শহর থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরের একটি সড়ক অতিক্রমকালে মুজাহিদদের হামলার শিকার হয় ক্রুসেডার ফ্রান্সের একটি সামরিক কনভয়। এসময় পিকআপ ও মোটরসাইকেলে আরোহী ডজনখানেক মুজাহিদ ক্রুসেডার সৈন্যদের কনভয় ও সেনাদের টার্গেট করে তীব্র হামলা চালান। যা মুহূর্তেই ভয়বহ এক লড়াইয়ের রূপ নেয় এবং ফ্রান্সের পুরো কনভয়টি মুজাহিদদের হামলার শিকার হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, ফরাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে এধরণের সম্মুখ লড়াই একেবারেই কম দেখা যায়। তীব্রমাত্রার এই লড়াই আধ ঘন্টার অধিক সময় স্থায়ী হয়েছিল। শহর জুড়ে বিকট শব্দে বিস্ফোরণের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। শহরটি রাতের আঁধারে ঢাকা থাকায় কোন পক্ষেরই হতাহতের পরিসংখ্যান সুনিশ্চিতভাবে জানা যায় নি।

তবে স্থানীয়রা বলছেন, দীর্ঘক্ষণ যাবৎ মুজাহিদদের হামলার মুখে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল ফ্রান্সের সামরিক কনভয়টি। ধারণা করা হচ্ছে যে, এতে বেশকিছু ক্রুসেডার ফরাসী সৈন্য হতাহত ও সাঁজোয়া যানের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

https://ibb.co/9WBRxRD

সোমালিয়া | গোয়েন্দা সংস্থার উপর আল-কায়েদার হামলা, নিহত ৮

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে দেশটির সামরিক বাহিনী ও গোয়েন্দ সংস্থার সদস্যদের উপর ২টি পৃথক হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা। এতে কমান্ডারসহ ৭ মুরতাদ সদস্য নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো ১ গোয়েন্দা সদস্য।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর সূত্রে জানা গেছে, গত ২৪ মার্চ বুধবার, সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর কেন্দ্রীয় ওয়াবারি জেলায় দেশটির মুরতাদ গোয়েন্দা সংস্থার উপর গুণগত হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব। এতে ৩ গোয়েন্দা সদস্য নিহত এবং অপর ১ সদস্য আহত হয়েছে। মুজাহিদগণ এসময় হতাহত মুরতাদ সদস্যদের অস্ত্রগুলো গনিমত লাভ করেন।

একইদিনে রাজধানীর সিনাই শহরে মুরতাদ পুলিশ সদস্যদের টার্গেট করে আরো একটি হামলা চালান শাবাব মুজাহিদিন। এতে ৩ পুলিশ সদস্য নিহত হয়। আর মুজাহিদগণ নিহত পুলিশ সদস্যদের থেকে ১টি ক্লাশিনকোভসহ ২টি পিস্তল গনিমত লাভ করেন। এমনিভাবে রাজধানীর কারান জেলার জেলা কমান্ডার হুসাইন মুহাম্মদকে টার্গেট করেও এদিন হামলা চালান মুজাহিদগণ। এতে সেও নিহত হয়।

পাকিস্তান | সামরিক বাহিনীর উপর টিটিপির হামলা, হতাহত ৭ এরও অধিক

পাকিস্তানের বেলুচিস্তানে পুলিশ ভ্যানে হামলা চালিয়েছে টিটিপি, এতে ২ পুলিশ সদস্য নিহত এবং আরো ৩ পুলিশ সদস্য আহত হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে পুলিশ গাড়িটি।

উমর মিডিয়ার সূত্রে জানা গেছে, গত ২৩ মার্চ মঙ্গলবার সন্ধ্যায়, পাকিস্তানের বালুচিস্তান প্রদেশের চামান শহরে একটি পুলিশ গাড়িতে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

শহরটির তাজ রোডের লেভিস সদর দফতরের কাছে এই ঘটনা ঘটে। এতে দুই পুলিশ সদস্য নিহত ও আরো তিন পুলিশ সদস্য আহত হয়।

পুলিশ জানায়, বিস্ফোরক একটি মোটরসাইকেলে আগে থেকেই লাগানো ছিল। যখনই পুলিশের ভ্যানটি মোটরসাইকেলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তখনই বিস্ফোরণের মাধ্যমে গাড়িটি উড়িয়ে দেওয়া হয়।

অন্যদিকে এইদিন, খড়ানের সিটি থানা সহ দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর আরো দুটি হামলা হয়েছিল, যাতে বেশ কিছু সেনা সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে।

এছাড়া, ঐদিন করাচিতে দেশটির রেঞ্জার্স সদস্যদের উপরও একটি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছিল, এতে ২ সদস্য আহত হয়েছিল।

দেশটির শীর্ষস্থানীয় জিহাদী গ্রুপ তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মোহাম্মদ খোরাসানী এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে শুধুমাত্র চামান শহরে পুলিশ সদস্যদের গাড়িতে বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করেছেন।

মালি | মুজাহিদদের হামলায় ৩ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে দেশটির সামরিক বাহিনীর উপর পরিচালিত এক বোমা হামলার ঘটনায় কমপক্ষে ১ সৈন্য নিহত এবং ২ সৈন্য আহত হয়েছে।

স্থানীয় সূত্র জানা গেছে, গত ২০ মার্চ বৃহস্পতিবার সকাল বেলায়, মালির কেন্দ্রীয় বুনি শহরে একটি বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে ক্রুসেডার ফ্রান্সের গোলাম মালিয়ান মুরতাদ বাহিনীর ১ সৈন্য নিহত এবং অপর ২ সৈন্য আহত হয়েছে, আহতদের মধ্য থেকে এক সৈন্যের অবস্থা আশংকাজনক বলেও জানা গেছে।

সূত্র আরো জানায়, আল-কায়েদা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের যোদ্ধারা এই হামলাটি চালিয়েছে। এই অঞ্চলটিতে আল-কায়েদার এই শাখাটি সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

২৪শে মার্চ, ২০২১

ফটো রিপোর্ট | তালেবানদের সামরিক ক্যাম্প থেকে কয়েক ডজন তরুণের স্নাতকোত্তর

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের লোগার প্রদেশের ক্বারী ওবায়দা সামরিক ক্যাম্প থেকে কয়েক ডজন তরুণ তালেবান মুজাহিদ স্নাতকোত্তর হয়েছেন। আপনাদের চোখকে শীতল এবং হৃদয়কে প্রশান্ত করার জন্য "মানবা উল-জিহাদ" স্টুডিও সামরিক ক্যাম্পের কয়েকটি আকর্ষণীয় ছবি প্রকাশ করেছে।

https://alfirdaws.org/2021/03/24/48013/

বিনা অপরাধে ১৫ বছর সাজা শেষ হলেও মুক্তি মিলছে না শাইখ খালেদ আল-রাশেদের

বিনা অপরাধেই দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে জেল খাটছেন সৌদী আরবের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন ও বিশ্বনন্দিত দায়ী শায়খ খালেদ আল রাশেদ। কিছুদিন পূর্বে তাঁর জেলের মেয়াদ শেষ হয়েছে। তবে এখনো পর্যন্ত সৌদি প্রশাসন তাকে মুক্তি দেয়নি। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে ব্যাপক সমালোচনার ঝড় বইছে। অনেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় জোরালোভাবে তাঁর মুক্তির দাবী জানিয়ে বিভিন্ন স্ট্যাটাস দিচ্ছে।

আলম টিভি নেট ও সৌদি এ্যারাবিয়া থেকে প্রকাশিত 'ইসলাম টাইমস' পত্রিকা গত বুধবার (১৭ মার্চ) জানায়, 'معتقلي الرأي' (মুতাকিলির রায়ী) নামক এক টুইটার একাউন্ট এক টুইটে শেখ খালিদ আল-রাশেদকে মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, শায়েখ খালেদ রাশেদ কারাগারে ১৫ বছরেরও বেশি সময় কাটানোর পরও বিনা অপরাধে তাকে আটক করে রেখেছে সাঊদ পরিবার।

২০০৫ সালে শেখ খালেদ আল রাশেদকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাঁর অপরাধ ছিলো, 'ইয়া উম্মাতা মুহাম্মাদ' (হে মুহাম্মদের উম্মাত) শিরোনামে তাঁর ঐতিহাসিক বক্তব্য। ডেনমার্ক যখন হুজুর সা. এর শানে বেয়াদবীমূলক কার্টুন তৈরী করে পত্রপত্রিকায় প্রচার করেছিলো, তখন তিনি এর প্রতিবাদে উল্লেখিত শিরোনামে বক্তব্য পেশ করেছিলেন। আর এ কারণেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বক্তৃতার মধ্যে তিনি ডেনিশ দূতাবাস বন্ধ করে দেওয়ার দাবি জানিয়েছিলেন। কিন্তু সৌদি সরকার এ দাবী না মেনে ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাকে গ্রেপ্তার করে ১৫ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। কিছুদিন পূর্বে তার সাজার মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। তবে সৌদি কর্তৃপক্ষ তাকে এখনও মুক্তি দেয়নি।

টুইটে শায়েখ খালেদ আল রাশেদের একটি ছবি প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে মন্তব্য করা হয়েছে যে, অন্যায়ভাবে তার ১৫ বছরের কারাদণ্ড শেষ হয়েছে। অথচ এখনো তিনি নির্বিচারে আটক রয়েছেন। এছাড়াও একাধিক টুইটে অন্যরাও মানবাধিকার রক্ষকদের নিকট তার মুক্তির দাবীর আহ্বানে অংশ নেওয়ার ও সৌদি কর্তৃপক্ষের উপর চাপ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

যেভাবে তিনি গ্রেপ্তার হোন:

২০০৫ সালে ডেনমার্কের কিছু চিত্রশিল্পী আল্লাহর রাসূল সা. এর শানে বেয়াদবিমূলক কার্টুন বানালে তিনি বক্তৃতার মাধ্যমে দুনিয়ার মুসলিমকে বিশ্বের সকল মুসলিম সরকার, বিশেষকরে সৌদি আরবের সরকারের কাছ ডেনমার্কের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের মাধ্যমে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানান। পাশাপাশি রিয়াদে সরকারি সদর দপ্তরের সামনে মানববন্ধন করার আহ্বান জানান। তাঁর মর্মস্পর্শি বক্তব্যে দেশজুড়ে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। জেগে ওঠে জনগন। কেঁপে ওঠে সাউদ রাজবংশের প্রাসাদ। এর কয়েক ঘন্টা পরেই তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারের পরোয়ানা জারি হয়।

প্রথমে তাকে ৫ বছরের জেল দেওয়া হয়। অতঃপর তার পরিবার সাজার মেয়াদ কমানোর উদ্দেশ্যে আপিল করলে বিচারক সালেহ আজিরি রাগ হয়ে তার বিরুদ্ধে ১৫ বছরের কারাদণ্ডের ঘোষণা করে।

নির্যাতন:
কারাগারে তাকে অমানবিক নির্যাতন করা হয়। তার ছেলে আব্দুল্লাহ আল রাশেদ জানায়, তার পিতাকে বিভিন্ন জিহাদি সংগঠনের জন্য অর্থায়নের অভিযোগ দিয়ে শাস্তি দেওয়া হয়। নামাজের জন্য অজু পর্যন্ত তাকে করতে দেয়নি। প্রথমে রিয়াদের এক কারাগারে তার প্রতি এই অমানবিক জুলুম চালানো হয়। এরপর তাকে অন্য জেলখানায় স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে শুরু হয় তার প্রতি অমানবিক নির্যাতন ও নীপিড়নের এক কালো অধ্যায়। চাবুকের আঘাতে রক্তাক্ত হয়ে বেহুশ হয়ে গেলেও নির্যাতন বন্ধ হতো না। ক্লান্ত হয়ে কখনো ঘুমিয়ে পড়লে চাবুকের ঘা লাগিয়ে জাগানো হতো।

২০১৮ সালের শেষের দিকে একবার তিনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। সৌদি প্রশাসনের জিন্দানখানায় শুধু তিনিই নন, ‘শায়েখ মুহাম্মাদ আল আরিফি’, 'শায়েখ সালমান আল-আওদাহ' ‘শায়েখ আল রাজি’, ‘সাইয়্যিদ হুসাইন আন নামির’ প্রমুখের মত আরো বহুসংখ্যক দায়ী ও উলামায়ে কেরাম বছরের পর বছর বন্দী রয়েছেন। শায়খ খালেদ আল রাশেদের মতো তারাও বিভিন্ন জুলুম-নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন।

সূত্র : ডকুমেন্টিং অপরেশন এগিনেস্ট মুসলিম (DOAM)

গাজায় কৃষক ও জেলেদের লক্ষ্য করে গুলি চালাল দখলদার ইসরায়েল

দুটি পৃথক স্থানে ফিলিস্তিনি জেলে ও কৃষকদের লক্ষ করে সরাসরি গুলি চালিয়েছে সন্ত্রাসবাদী ইসরায়েলের নৌবাহিনী।

স্থানীয় সূত্রে কুদুস নিউজ নেটওয়ার্ক জানিয়েছে, গত ২০ মার্চ গাজা উপত্যকার দেইর এল-বালাহ উপকূলের প্রায় তিন নটিক্যাল মাইল গভীর সাগরে মাছ ধরার সময় জেলেদের উপর গুলি ও জলকামান নিক্ষেপ করে দখলদার ইসরায়েল। এতে কমপক্ষে একটি নৌকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ ঘটনায় জেলেরা উপকূলে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে।

সূত্র আরও জানিয়েছে যে, ইসরায়েলি দখলদার বাহিনী ফিলিস্তিনি কৃষকদের লক্ষ করে এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়ে স্থান ত্যাগে বাধ্য করে। এ সময় তারা গাজা উপত্যকার দক্ষিণ রাফার পূর্বদিকে গাজার সিমান্ত বেষ্টনির নিকটবর্তী জমিতে কাজ করছিল।

তালেবান বিশ্বের অন্যান্য নেতাদের চেয়েও বুদ্ধিমান- অস্ট্রেলিয়ান টিভি ভাষ্যকার

অস্ট্রেলিয়ার একটি টিভি স্টেশনে বক্তব্য রাখার সময় একজন ভাষ্যকার তালেবান কর্মকর্তাদের সাথে বিশ্বের অন্যান্য নেতাদের সাথে তুলনা করেছেন।

কাবুল ডটকমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, একজন অস্ট্রেলিয়ান ভাষ্যকার টিভিতে তালেবান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন যে, তালেবান শাসকরা বর্তমান বিশ্বের অন্যান্য নেতাদের চেয়েও বুদ্ধিমান।

ভাষ্যকার যুক্তি দিয়েছিলেন যে, তালেবান বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে ইসলামী মূল্যবোধের সাথে ভালভাবে সংযুক্ত করেছে এবং আলোচনার টেবিলে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। তালেবান নেতারা সকল পক্ষের কথা শুনছেন, তবে তাদের থেকে কেবল এমন বক্তব্য বা পরামর্শগুলোই তালেবান গ্রহণ করছে, যা ইসলামী মূল্যবোধের বিরোধী নয়।

মন্তব্যকারী আফগানিস্তানে চলমান যুদ্ধ সম্পর্কেও উল্লেখযোগ্য বক্তব্য দিয়েছেন।

প্রোগ্রামটির হোস্ট এবং অন্যান্য অতিথিদের নির্দেশিত প্রশ্নে মন্তব্যকারী বলেছিলেন-

"যদি তালেবানরা জোর করে অস্ট্রেলিয়াকে দখল করতে আসে বা আমাদের দেশগুলিতে নিজেদের ধর্ম প্রচার করে আর বিনিময়ে রাস্তা, হাসপাতাল এবং স্কুল তৈরি করে, তবে আমরা কি তা মেনে নেব?"

প্রোগ্রামের অন্যরা যখন এটি গ্রহণযোগ্য নয় বলে মন্তব্য করেছিল, তখন ভাষ্যকার বলেছিলেন, "তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোর কি আফগানিস্তানের জনগণের শাসন করার কোন অধিকার আছে?"

আজ থেকে ১৯ বছর আগে ২০০১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো জোট আফগানিস্তানে আক্রমণ করেছিল। সে বছরের অক্টোবরে শুরু হওয়া যুদ্ধ আজ একটানা ২০ বছর ধরে চলছে। আফগানীরা তাদের ধর্ম আর আত্মমর্যাদাবোধ থেকে এত বছর যাবৎ সম্মিলিত আগ্রাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধে করে যাচ্ছে। যা তাদের ঈমানী শক্তি ও লড়াকু যোদ্ধার প্রমাণ বহন করে।

উল্লেখ্য গত বছর তালেবানদের সাথে চুক্তি অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ২০২১ সালের মে মাসে দেশ ত্যাগ করতে হবে।

বাংলাদেশ সীমান্তে মসজিদ পুনঃনির্মাণে ভারতীয় বিএসএফ'র বাধা

বাংলাদেশ সিলেট সীমান্তে প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন একটি মসজিদ পুনঃনির্মাণে বাধা দিয়ে নো ম্যানস ল্যান্ডে বাঙ্কার বসিয়ে অবস্থান নিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

দ্য ডেইলি স্টার তাদের এক রিপোর্টে লিখেছে, সিলেটের বিয়ানীবাজারের গজুকাটা সীমান্তে প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন একটি মসজিদ পুনঃনির্মাণ কাজ শুরু করেছেন স্থানীয় মুসলিমরা। কিন্তু বাংলাদেশ সীমান্তে অবস্থিত এই মসজিদটি পুনঃনির্মাণ কাজে বাধা দিয়ে নো ম্যানস ল্যান্ডে বাঙ্কার বসিয়ে অবস্থান নেয় সীমান্তে হাজারো নিরপরাধ বাংলাদেশকে হত্যাকারী ভারতীয় সীমান্তরক্ষী (বিএসএফ)।

এদিকে ভারতের গোলামে পরিণত হওয়া বিজিবির ৫২ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. শাহ আলম সিদ্দিকী সাংবাদিকদের জানায় 'ভারত সীমান্তে অবস্থিত ওই প্রাচীন মসজিদটির পুনঃনির্মাণ কাজে বাধা দেয় বিএসএফ। এরপর তারা বিধি বহির্ভূতভাবে ১৫০ গজের ভিতরে নো ম্যানস ল্যান্ডে বাঙ্কার নির্মাণ করে অবস্থান নিয়েছে।'

অথচ বিয়ানীবাজারের দুবাগ ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী গজুকাটা এলাকায় সীমান্তের ১৩৫৭নং পিলারের বাংলাদেশ অংশে প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন এই মসজিদটির অবস্থান। এদিকে নতজানু স্বাকারকারী বিজিবির কর্নেল বলছে এটি নাকি ভারত সীমান্তে!

উল্লেখ্য যে, মসজিদের ভবন ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় সম্প্রতি মসজিদটি পুনঃনির্মাণের উদ্যোগ নেয় এলাকাবাসী। এলাকাটির চেয়ারম্যান আব্দুস ছালাম সাংবাদিকদের বলেন, 'বিএসএফের আগের অধিনায়কের সময়ে বিজিবি-বিএসএফ পতাকা বৈঠক করে মসজিদটির পুনঃনির্মাণ বিষয়ে আলোচনা করে। তারপর মসজিদের কাজ শুরু হয়। কিন্তু বিএসএফের ওই অধিনায়ক বদলি হয়ে যাওয়ার পরই তারা নির্মাণকাজে বাধা দিচ্ছে।'

২৩শে মার্চ, ২০২১

ভারতের উত্তরাখণ্ডে ১৫০ মন্দিরে 'অ-হিন্দুদের প্রবেশ নিষেধ

ভারতের দেহারুদুনে ১৫০টি মন্দিরে নির্দেশিকা ঝুলিয়ে দেয়া হলো, 'অ-হিন্দুদের প্রবেশ নিষেধ'। এই নির্দেশিকাটি ঝুলিয়েছে হিন্দু যুবা বাহিনী নামের একটি সংগঠন।

এর আগে উত্তর প্রদেশে একটি মন্দিরে মুসলিম যুবক পানি খেয়েছিল বলে তাকে মারধর করা হয়েছিল। গাজিয়াবাদের ওই দাসনাদেবী মন্দিরের প্রধান পুরোহিত হল নরসিংহানন্দ। তারই অনুগামীরা দেহরাদূনের চাকার্তা রোড, শুদ্ধওয়ালা, প্রেম নগরসহ বিভিন্ন এলাকার ১৫০টি মন্দিরে নির্দেশিকা ঝুলিয়ে দেয়। কোনো অ-হিন্দু সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না।

হিন্দু যুবা বাহিনীর নেতা জিতু বান্ধোয়া জানিয়েছে, উত্তরাখণ্ডের সব মন্দিরে তারা এই নির্দেশিকা লাগিয়ে দেবে। উত্তরাখণ্ডকে বলা হয় দেবতার আবাস। এখানে কেদারনাথ, বদ্রীনাথসহ অনেক প্রসিদ্ধ হিন্দু দেবস্থান আছে। হরিদ্বার, ঋষিকেশকে তো মন্দিরনগরী বলা হয়। সেখানে এই ধরনের নির্দেশিকা এতদিন দেখা যায়নি।

জিতু বান্ধোয়া আরো জানান, নরসিংহানন্দের সমর্থনেই তারা এই কাজ করেছেন। তার অভিযোগ, দাসনার মন্দির নিয়ে বিএসপি-র বিধায়ক আসলাম চৌধুরী বলেছেন, ওই জায়গাটা তার পূর্বপুরুষের সম্পত্তি। তাই ওখান থেকে মুসলিমদের প্রবেশ নিষেধ এই নির্দেশিকা সরাতে হবে। নরসিংহানন্দের সমর্থনে ও বিএসপি বিধায়কের কথার প্রতিবাদে তারা উত্তরাখণ্ডে নির্দেশিকা দিয়ে দিচ্ছেন। তার মতে, সনাতন ধর্মে বিশ্বাসীরাই কেবল মন্দিরে ঢোকার অধিকারী।

উত্তরাখণ্ডে যে নির্দেশিকা ঝোলানো হয়েছে তার সাথে জড়িয়ে রয়েছে গাজিয়াবাদে মন্দিরের ঘটনা। তাই এই নির্দেশিকা আলাদা মাত্রা পেয়েছে।

প্রবীণ সাংবাদিক সৌম্য বন্দ্যোপাধায়ের মতে, বিষয়টিকে একটা বৃহত্তর পটভূমিকায় দেখতে হবে। সংবাদ মাধ্যমকে তিনি বলেছেন, 'কেন্দ্রে বিজেপি সরকার এখন আরএসএসের কোর ইস্যুগুলোর রূপায়ণ করছে। তারা ৩৭০ ধারার বিলোপ করেছে। অযোধ্যায় মন্দির নির্মাণ শুরু হয়েছে। বিজেপি নেতারা বলছেন, এরপর অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু হবে। তারা ২০২৪ সালের মধ্যে কোর ইস্যুর রূপায়ণ করতে চায়। তারা ওই দিকেই মানুষের নজর নিয়ে যেতে চায়।'

সূত্র : ডয়চে ভেলে

উখিয়ায় রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আগুন: দুই শিশুসহ মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৭

কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলার বালুখালীতে অবস্থিত রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ভয়াবহ আগুনে দশ হাজারেরও বেশি বসতঘর পুড়ে গেছে। অগ্নিকাণ্ডে ৪০ হাজার রোহিঙ্গা সদস্য গৃহহারা হয়েছে। এছাড়া দগ্ধ হয়ে দুই শিশুসহ এ পর্যন্ত সাত জন রোহিঙ্গা মুসলিমের মৃত্যুর তথ্য পাওয়া গেছে। কক্সবাজার ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা শাহাদাত হোসেন এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

সোমবার (২২) মার্চ বিকাল ৪টার দিকে উখিয়ার বালুখালী ৮ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পে অগ্নিকাণ্ডেরর সূত্রপাত হয়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। সন্ধ্যার আগেই আগুন একে একে ৮ নম্বর ওয়েস্ট ৮, ১০ সর্বশেষ ১১ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ছড়িয়ে যায়।

তিনি আরও জানান, আগুনে রোহিঙ্গাদের ১০ হাজারেরও বেশি ঘর পুড়ে গেছে বলে প্রাথমিকভাবে বলা হলেও এই সংখ্যা আরও বেশি।

উখিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আহমদ নিজাম উদ্দিন বলেন, ‘রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ভয়াবহ আগুনে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে অন্তত ১০ থেকে ১৫ হাজার রোহিঙ্গা পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা এখন অনেকটা গৃহহীন। একইভাবে দুই শতাধিক বাংলাদেশি পরিবারের বসতবাড়ি পুড়ে গেছে।

কক্সবাজার ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা শাহাদাত হোসেন সকালে জানান, ভয়াবহ এই অগ্নিকাণ্ডে এ পর্যন্ত দুই শিশুসহ সাত জন রোহিঙ্গা অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গেছেন বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। মৃতদেহগুলো একদম পুড়ে যাওয়ায় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি বলে জানান তিনি।

দীর্ঘ ৭ ঘণ্টা অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় হাজারো রোহিঙ্গা সদস্য আশ্রয়স্থল হারিয়ে এক কাপড়ে আশ্রয় নিয়েছে কক্সবাজার-টেকনাফ মহাসড়কে। আশ্রয়হারা লোকজন হারিয়েছে তাদের ক্যাম্পের ঝুপরি ঘরের সব মালামাল। আশপাশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় গ্রামবাসীর বসতভিটাতে আশ্রয় নিয়েছে তারা।

উল্লেখ্য, একইদিনে বাংলাদেশের আরো কয়েক জায়গায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।

২২শে মার্চ, ২০২১

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ৭ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় পৃথক ২টি হামলার ঘটনায় দেশটির ৭ মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজের সূত্রে জানা গেছে, গত ২১ মার্চ রবিবার, সোমালিয়ার যুবা রাজ্যের কাসমায়ো শহরে দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনীর একটি কাফেলায় বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে। প্রাথমিক তথ্যঅনুযায়ী, এতে কমপক্ষে ৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

একইভাবে শাবেলী সুফলা রাজ্যের মাহদায়ী শহর ও কাহদা শহরে ঐদিন আরো দুটি বোমা হামলার ঘটনা ঘটে। যার একটিতে ১ সৈন্য নিহত এবং অপরটিতে ৩ এরও অধিক সৈন্য আহত হয়েছে।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক সবচাইতে শক্তিশালী শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন পৃথক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব হামলার দায় স্বীকার করেছেন।

এবার ফ্রান্সে মুসলমানদের জন্য গরু জবাই নিষিদ্ধ ঘোষণা

ফ্রান্সের সংখ্যালঘু মুসলমানদের বিরুদ্ধে দমন পীড়ন নীতি অব্যাহত রেখেছে দেশটির ম্যাক্রঁ সরকার। একদিকে বাকস্বাধীনতার নামে ইসলাম ও ইসলামের নবীকে অপমান করে যাচ্ছে। অন্যদিকে আইনের মারপ্যাচে বিভিন্নভাবে মুসলমানদের ধর্মীয় রীতি-নীতি পালনে নিষেধাজ্ঞাসহ তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, হোটেল ও ঘরবাড়ি বাজেয়াপ্ত করছে। চরমপন্থা দমনের নামে মুসলমানদের বিভিন্নভাবে হয়রানি করছে।

সম্প্রতি এক আইনের আওতায় আগামী জুলাই থেকে সরকারীভাবে মুসলমানদের বৈধপন্থায় পশু জবাইয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে।

সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফরাসী কৃষি মন্ত্রক এ আইন জারি করতে যাচ্ছে। গতকাল শনিবার (২০ মার্চ) কাতার থেকে প্রকাশিত 'আশ শারক ও আলজাজিরারা' এ তথ্য দিয়েছে।

সরকার কর্তৃক এই একতরফা নিয়ম ফ্রান্সের মুসলমানসহ বিশ্বের সকল মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করেছে।বর্তমান ফ্রান্সের মুসলিম নাগরিকদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অনুভূতি যে, ম্যাক্রো সরকার তাদের কোণঠাসা করা এবং তাদের ধর্মীয় আচার রীতি পালন থেকে বিরত রাখার একটি নিয়মতান্ত্রিক জুলুমের নীতি বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে।

এদিকে প্যারিস, লিয়ন ও এভরির উল্লেখযোগ্য বড় বড় তিনটি মসজিদের কর্তৃপক্ষরা এ আইন প্রত্যাখান করে। মসজিদ কমিটির জারি করা এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, মসজিদ কমিটি গত ২৩ নভেম্বর হালালপন্থায় পশু জবাই নিয়ে ফরাসী কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রকের সাথে আলোচনার জন্য বৈঠক করেছেন। তবে এতে কোনো ফল হয়নি।

আগামি জুলাই মাসে বৈধপন্থায় পশু জবাইয়ের সম্প্রতি এই আইন মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য একটি খারাপ বার্তা বলে মন্তব্য করেছেন তারা। তবে তারা ধর্মীয় এই মৌলিক অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য সমস্ত আইনী প্রক্রিয়া অবলম্বন করবেন বলে জানিয়েছেন।

হালালপন্থায় জবাই নিষেধ করে অমুসলিম কসাইখানা থেকে গোশত কিনে খাওয়া মুসলমানদের ধর্মীয় নিয়ম অনুযায়ী বৈধ নয়। তাই তারা ফরাসী কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রীকে মসজিদের সংশ্লিষ্টদের সাথে জরুরিভাবে একটি সভায় অংশগ্রহনের আহ্বান জানিয়েছেন।

সূত্র: আশ শারক ও আলজাজিরা।

জনগণকে আবারও থ্রেট দিলো আওয়ামী সরকার

কয়েকদিনের মধ্যেই দ্বিতীয়বারের মতো থ্রেট দিলো মাফিয়া আওয়ামী লীগ সরকার।

করোনাভাইরাস মহামারির মধ্যে সাধারণ ছুটি নিয়ে 'বিভ্রান্তি'র কোনো খবর ছড়ালে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে সরকার।

ইন্টারনেটে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভিডিও শেয়ার করে গুজব ছড়ানোর বিষয়কে কেন্দ্র করে আজ সোমবার এক তথ্যবিবরণীতে এ হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।

দেশে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের পর গত বছর দুই মাসের বেশি সময়ের জন্য সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছিল সরকার। এবার কৃত্রিম সংক্রমণ বাড়ানোয় পর গতকাল রোববার সংগত কারণে ছড়িয়ে পড়ে যে আবারও ১০ দিনের সাধারণ ছুটি আসছে। পরে সরকারের পক্ষ থেকে তা সত্য নয় বলে জানানো হয়।

আজকের তথ্যবিবরণীতে বলা হয়, ‘সরকার সুস্পষ্টভাবে জানাচ্ছে যে করোনাভাইরাসজনিত রোগের প্রাদুর্ভাবের কারণে লকডাউন বা সরকারি ছুটির বিষয়ে সরকার কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি।’

সরকারের এসকল বক্তব্য সাধারণ জনগণ কোনভাবেই যেনো বিশ্বাস করতে চাচ্ছে না। তাই তারা তাদের মতামত প্রকাশ করছে সামাজিক মাধ্যমে। কিন্তু মাফিয়া সরকার জনগণের কণ্ঠ চেপে ধরতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। হরহামেশাই দিয়ে যাচ্ছে হুমকি ধামকি।

সিরিয়া | ইদলিবের উত্তরাঞ্চলে রাশিয়ার মিসাইল ও বিমান হামলা

সিরিয়ার ইদলিবের উত্তরাঞ্চলের সারমাদা এলাকায় শরণার্থী শিবিরের কাছে ও গ্যাস স্টেশনের পাশে লং-রেঞ্জ মিসাইল ও বিমান হামলা চালিয়েছে ক্রুসেডার রাশিয়ান বাহিনী।

স্থানীয় সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা গেছে, গত ২১ মার্চ রবিবার বিকাল বেলায়, সিরিয়ার ইদলিব সিটির সারমাদা এলাকার বাস্তুচ্যুত শরণার্থী শিবিরের খুব কাছে লং-রেঞ্জ মিসাইল হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। হামলায় এক মেষপালক আহত হয়েছেন এবং তার কয়েকটি মেষ মারা গেছে।

এই হামলার আধঘন্টার মাথায় ফের সারমাদা এলাকার একটি গ্যাস স্টেশনের কাছে এবং আশেপাশের আরো কয়েকটি এলাকায় অন্তত ১ ঘন্টা যাবত বিমান হামলা চালিয়েছে দখলদার রুশ বাহিনী। এসব হামলায় একজন শিশু নিহত হয়েছে, আহত হয়েছেন আরো কয়েকজন সাধারণ মানুষ। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তেল, ট্রাক সহ অনেক অর্থ সম্পদ।

২১শে মার্চ, ২০২১

এবার চুয়েটে হযরত মহানবী (সা.)কে কটূক্তি

ফেসবুকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে কটূক্তি করে মন্তব্য করেছে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) এক শিক্ষার্থী।

সৌরভ চৌধুরী (২৪) চুয়েটের পুরকৌশল বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্র বলে জানিয়েছে পুলিশ। রাউজান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল্লাহ আল হারুন সাংবাদিকদের জানান, গত ১৯ মার্চ ফেসবুকে মহানবীকে 'কটুক্তি' করে লেখা সৌরভের একটি মন্তব্যের স্ক্রিনশট 'চুয়েট আড্ডাবাজ' নামে একটি গ্রুপে প্রচার হয়। এ নিয়ে ওই গ্রুপে চুয়েটের কিছু শিক্ষার্থী তাকে বহিষ্কার ও গ্রেফতারের দাবি তোলেন।

এর আগে গত বছরের অক্টোবরে মহানবীকে কটূক্তির অভিযোগে রায়হান রোমান নামে এক শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করে চুয়েট কর্তৃপক্ষ।

পাকিস্তান | পাক-তালেবানের হাতে সেনা গোয়েন্দা তথ্যদাতা নিহত

পাকিস্তানী মুরতাদ সেনাবাহিনীর এক গোয়েন্দা তথ্যদাতার উপর হামলা চালানো হয়েছে।

হামলার ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে চিকিৎসারত অবস্থায় সে মারা যায়।

উমর মিডিয়ার সূত্রে জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার খাইবার পাখতুনখুয়ার বান্নু জেলায় মেরাজ নামে এক ব্যক্তিকে গুলি করেছেন মুজাহিদগণ। পরে চিকিৎসার জন্য তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এর দু'দিন পর অর্থাৎ গত ২০ মার্চ শনিবার, গভীর চোটের ব্যথা সহ্য করতে না পেরে হাসপাতালেই মারা যায়।

জানা যায় যে, এই ব্যক্তি মুজাহিদদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন যাবৎ পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর হয়ে সংবাদ সংগ্রহের কাজ করে আসছিল, যার ফলে সে মুজাহিদদের টার্গেটে পরিণত হয়।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মোহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই হামলার দায় স্বীকার করে বলেছেন, তাকে সেনাবাহিনীর হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অপরাধে হত্যা করা হয়েছে।

সিরিয়া | হাসপাতালে আসাদের বাহিনীর হামলা, নারী ও শিশুসহ ২২ জন হতাহত

মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সিরিয়ায় একটি হাসপাতালে কুখ্যাত নুসাইরী আসাদ সরকারি বাহিনী আর্টিলারি হামলা চালিয়েছে, এতে নারী ও শিশুসহ ৭ জন নিহত এবং ১৫ জন আহত হয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ ২১ মার্চ রবিবার, সিরিয়ার আলেপ্পো সিটির আতারিব শহরের আল-মাগারা নামক একটি সার্জিকাল হাসপাতালে ভারী আর্টিলারি হামলা চালিয়েছে কসাই বাশার আল আসাদের নুসাইরি বাহিনী। প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, এতে ৩ শিশু ও ১ নারীসহ কমপক্ষে ৭ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন হাসপাতালের নার্স, ডাক্তার ও টেকনিশিয়ান সহ আরো ১৫ জনেরও অধিক। সময়ের সাথে হতাহতের এই সংখ্যা আরো বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

নুসাইরী শিয়াদের এই হামলার ফলে হাসপাতালটি পুরোপুরিভাবে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে।

https://h.top4top.io/p_1906embjx0.jpg

https://i.top4top.io/p_1906r2ttq1.jpg

https://j.top4top.io/p_1906vxum12.jpg

https://k.top4top.io/p_19061fg4x3.jpg

মোদীর হাত মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত

মাওলানা ইসমাইল নূরপুরী বলেছেন, মোদীর হাত মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত সুতরাং মোদীর আগমন বাংলাদেশের মানুষ কোনো ভাবেই মেনে নিতে পারে না। তাই মোদীর আমন্ত্রন বাতিল করার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।

তিনি আরো বলেন, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের দাম অসহনীয়ভাবে বেড়ে চলছে। বাজার নিয়ন্ত্রনে সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে।

মোদির সফরবিরোধী স্ট্যাটাস দেওয়ায় শিক্ষার্থী আটক

ভারতের প্রধানমন্ত্রী কসাই নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরের বিরোধিতা করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছিলেন ঠাকুরগাঁওয়ের এক কলেজ শিক্ষার্থী।

এই ঘটনায় শনিবার (২০ মার্চ) বিকেলে হুমায়ুন কবির হিমু নামের ওই শিক্ষার্থীকে আটক করেছে হিন্দুঘেষা আওয়ামী পুলিশ।

আটক হুমায়ুন কবির হিমু ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার ধনীবস্তী গ্রামের খলিলুর রহমানের ছেলে। স্থানীয় ইকো-পাঠশালা ও কলেজের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী সে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে আগামী ২৬ মার্চ দুই দিনের সফরে বাংলাদেশে আসছে নরেন্দ্র মোদি। তবে কিছুদিন ধরেই ভারতের প্রধানমন্ত্রীর এই সফরের বিরোধিতা করে আসছে প্রগতীশীল ছাত্রজোট ও সমমনা ইসলামি দলগুলো।

ভারতে ভেঙে পড়ল MiG-21, ট্রেনিংয়েই মৃত্যু বায়ুসেনার পাইলটের

ভারতে ভেঙে পড়ল Indian Air Force-র MiG-21 Bison।

গত বুধবার সকালে এই দুর্ঘটনা ঘটে। এখনও পর্যন্ত পাওয়া খবরে, যুদ্ধ বিমানে থাকা বায়ুসেনার মালাউন পাইলট দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছে।

কমব্যাট ট্রেনিং চলাকালীন টেক অফ করার পর দুর্ঘটনাটি ঘটে। মাঝ আকাশ থেকে ভেঙে পড়ে বিমানটি। বিমান দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছে গ্রুপ ক্যাপটেন এ. গুপ্তা।

২০শে মার্চ, ২০২১

ফটো রিপোর্ট | তালেবান কর্তৃক নতুন বাঁধ নির্মাণ কাজের দৃশ্য

আফগানিস্তানের ফারাহ প্রদেশের বাখশাবাদ এলাকায় নতুন একটি বাঁধ নির্মাণ কাজ শুরু করেছেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান সরকার। নির্মাণাধীন এই বাঁধটি দেখতে উক্ত এলাকায় জড়ো হন অনেক জনগণ, সমাবেশের আকার ধারণ করে।

https://alfirdaws.org/2021/03/20/47947/

সোমালিয়া | কারাগারের সামনে মুজাহিদদের হামলা, ৪ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর পরিচালিত এক হামলার ঘটনায় কমপক্ষে ৪ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, গত ২০ মার্চ শনিবার, সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর কেন্দ্রীয় কারাগারের সামনে একটি শক্তিশালী বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে কেন্দ্রীয় কারাগারের কমপক্ষে ৪ কারারক্ষী নিহত ও আহত হয়েছে। আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন এই হামলার দায় স্বীকার করেছেন।

পাকিস্তান | নাপাক বাহিনীর উপর টিটিপির তীব্র হামলা, ৩ এরও অধিক সৈন্য নিহত

পাকিস্তানের বাজুর ও মাহমান্দ এজেন্সীতে দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনীর উপর স্নাইপার ও রকেট লাঞ্চার দিয়ে হামলা চালানোর ঘটনা ঘটেছে। এতে ২ সৈন্য নিহত এবং অপর এক সৈন্য আহত হয়েছে।

উমর মিডিয়ার সূত্রে জানা গেছে, গত ১৯ মার্চ শুক্রবার, বাজোর এজেন্সীর ওরায় মুম্যান্ড সীমান্ত এলাকায় পাকিস্তানী মুরতাদ সেনাবাহিনীর একটি পোস্টে হামলা চালিয়েছেন তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের জানবায মুজাহিদিন। মুজাহিদগণ অভিযানে 82mm ও রকেট লঞ্চার ব্যাবহার করেছেন।

মুজাহিদদের হামলার ফলে সামরিক পোস্টটি আগুনের কবলে পড়ে। প্রাথমিক তথ্যমতে, এতে এক সৈন্য নিহত এবং অপর এক সৈন্য আহত হয়, যা ভিডিও চিত্র ধারণ করার দাবিও করেছে টিটিপি।

একইদিনে টিটিপির স্নাইপার শুটার মুজাহিদগণ তাদের দ্বিতীয় অপারেশনটি চালিয়েছেন মাহমান্দ এজেন্সির বাইজাই সীমান্তের সোরান উপত্যকায়। এতে এক সেনা গুরুতর আহত হলে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, পরে চিকিৎসারত অবস্থাই উক্ত সৈন্য মারা যায়।

https://ibb.co/p3ZtH04

নির্ধারিত সময়ে সেনা প্রত্যাহারের সাথে সাথে পূর্ণাঙ্গ শরিয়াহ্ ব্যবস্থা চায় তালেবান

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আফগানিস্তান থেকে সকল আমারিকান ও ন্যাটো জোটের সদস্যদের আফগানিস্তান ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে তালেবান। পাশাপাশি তালেবান এও জানিয়েছে যে, তারা আফগানিস্তানে পূর্ণাঙ্গ একটি ইসলামিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

গত ১৯ মার্চ শুক্রবার, মস্কোতে একটি সংবাদ সম্মেলন থেকে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে তালেবান প্রতিনিধিগণ জানিয়েছেন যে, দোহা চুক্তি অনুযায়ী আগামী পহেলা মে এর মধ্যে আফগানিস্তান থেকে আমেরিকা ও ন্যাটো জোট তাদের সকল সেনা ও কর্মকর্তাদেরকে আফগানিস্তান থেকে প্রত্যাহার করতে হবে। একই সাথে তারা বলেছেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সেনা প্রত্যাহার না করলে মুজাহিদীনরা অবশ্যই 'প্রতিক্রিয়া' দেখাবেন। তবে কি হবে সেই প্রতিক্রিয়া, তা সরাসরি না বললেও এটা স্পষ্ট যে, তালেবান মুজাহিদিন প্রতিক্রিয়াস্বরূপ পূণরায় আমেরিকা ও ন্যাটো জোটের সেনাদের ঘাঁটিতে বড় ধরণের হামলা চালানো শুরু করবেন।

এদিকে 'জো বাইডেন' প্রশাসন থেকে বলা হয়েছে, তারা ট্রাম্প প্রশাসনের সাথে তালেবানের করা চুক্তি পর্যালোচনা করে দেখছে। গত বুধবার বাইডেন এবিসি নিউজকে একটি সাক্ষাৎকারে বলেছে, 'পহেলা মে এর মধ্যে সেনা প্রত্যাহার করা হতে পারে, তবে এর সম্ভাবনা খুবই কম। সে আরো বলেছে, সেনা প্রত্যাহারের তারিখ পিছাতে পারে' তবে তা কতদিন তা স্পষ্ট করেনি বাইডেন।

তালেবানের আলোচকদের দলের মুখপাত্র মুহতারাম সুহাইল শাহীন হাফিজাহুল্লাহ্ বলেছেন, দখলদার সেনাদের আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত। তিনি হুমকির স্বরে বলেছেন, পহেলা মে এর মধ্যে সেনা প্রত্যাহার না করলে তা চুক্তি ভঙ্গ বলে গণ্য হবে। এবং এর জন্য আমরা কোনোভাবেই দায়ী থাকবো না, চুক্তি ভাঙার জন্য তারা অবশ্যই আমাদের পক্ষ থেকে প্রতিক্রিয়া দেখবে। তিনি আরো বলেন, আমরা আশা করছি এরকম কিছু হবে না, আরো আশা করছি তারা আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যাবে এবং আমরা আমাদের শাসনব্যবস্থা ও অভ্যন্তরীণ ইস্যু নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে আলোচনা করতে পারব। ইসলামিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবি করে তিনি বলেন, তালেবান ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞবদ্ধ। তিনি ইঙ্গিত করেছেন, পুতুল আশরাফ ঘানির ইসলামি শাসনব্যবস্থার সংজ্ঞা আর তালেবানের ইসলামি শাসনব্যবস্থার সংজ্ঞা এক নয়।

তালেবান শাসনব্যবস্থায় নারীদের অংশগ্রহণ

তালেবানের ইস্যুকৃত বক্তব্যগুলোতে মেয়েদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাবার অনুমতির কথাও জানিয়েছে, যার প্রেক্ষিতে তারা নিজেদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে নারীদের সু-শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছবিও গণমাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। যেখানে দেখা গেছে, শত শত মেয়ে ইসলামী নিয়ম মেনেই শিক্ষা গ্রুহণ করছেন। তালেবান প্রতিটি বক্তব্যেই বারবার একটি কথা জোর দিয়ে বলেছেন যে, ইসলামী শরিয়াহ্ অনুযায়ী তারা নারীদের পূর্ণাঙ্গ অধীকার দিবেন, এজন্য নারীদের অবশ্যই শরীয়াহ মেনে চলতে হবে। তারা বলেছেন।

এদিকে সংবাদ সম্মেলনে আমেরিকা, রাশিয়া এবং চীন বারবার তালেবানকে অনুরোধ করেছে যে, তারা যেন এই বসন্তে বড় ধরণের কোনো অভিযান না চালান। তা স্বত্তেও তালেবান সংবাদ সম্মেলনে এবিষয়ে কোন বক্তব্য বা প্রতিজ্ঞা করেনি।

মস্কোর এই সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন তালেবানের সহ-প্রতিষ্ঠাতা মোল্লা আব্দুল ঘানি বারাদার হাফিজাহুল্লাহ্ ও তার ১০ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদল। এছাড়া মার্কিন কূটনীতিক জালমাই খালিলযাদ, আফগানিস্তানের রিকন্সিলিয়েশন কাউন্সিল এর প্রধান আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহ এবং পাকিস্তান, ইরান, ইন্ডিয়া ও চীনের প্রতিনিধিরা।

https://ibb.co/D1dgLtC

ভারতে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার মুসলিম যুবক

উত্তর প্রদেশের ইটাওয়াহ জেলার এক মন্দিরে একদল হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা দানিস নামের এক শ্রমিককে মারধর করেছে।

স্থানীয় বিজেপি নেতা শৈলেন্দ্র ভারমা উদ্দেশ্যমূলকভাবে এ আক্রমণে জড়িত ছিল বলে 'নিউজ ১৮ হিন্দি' রিপোর্টে জানানো হয়েছে।

দানিস বলেন, তিনি ওই মন্দিরে একজন শ্রমিক হিসেবে কাজ করেছেন। যতক্ষণ না মন্দির নির্মাণের ব্যাবস্থাপনায় নিয়োজিত লোকরা তার নাম জানতে পেরেছে ততক্ষণ সবকিছুই ভালোভাবে চলছিল।

স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম তেজাস নিউজের সাথে কথা বলার সময় দানিস বলেছেন, যখন তিনি অর্থ চাইলেন তখন তাকে একটি ঘরে ডেকে তার নাম জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। যখন তিনি বলেন তার নাম দানিস। তখন তারা জিজ্ঞাসা করেছিল, তুমি কি মুসলিম? তারপর তারা মূল দরজায় তালা দিয়ে আমাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে এবং পাইপ দিয়ে মারধর শুরু করে।'

দানিসকে পেটানোর সময় তাকে মন্দিরে চুরি করার অভিযোগ দেয়া হয়। এর মাধ্যমে তারা যে অন্যায় কাজ করছে তা বৈধ বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়। পুলিশ ও তার স্বজনরা ঘটনাস্থলে যাবার পর তাকে মুক্তি দেয়া হয়।

দানিস বলেন, 'মন্দিরের পুরোহিত আমার নখ ও আঙ্গুল কেটে ফেলতে চেয়েছিল এবং শ্মশানে নিয়ে আমার শরীর পুড়িয়ে ফেলতে চেয়েছিল।

সূত্র : মুসলিম মিরর

মোদিবিরোধী আন্দোলন করলে কলিজা টেনে ছিঁড়ে ফেলার হুমকি: ছাত্রলীগ সভাপতি

ভারতের প্রধানমন্ত্রী কসাই নরেন্দ্র মোদির আগমনবিরোধী আন্দোলন প্রতিহতের ঘোষণা দিয়েছে ছাত্রলীগের সন্ত্রসীরা।

গত(১৯ শে মার্চ) বৃহস্পতিবার দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে আয়োজিত এক বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে এ ঘোষণা দেয়া হয়।

সমাবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ সভাপতি সনজিত চন্দ্র দাস বলেছে, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং জাতির পিতার জন্মবার্ষিকীতে যখন বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা আসছেন তখন একটি গোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পাঁয়তারা করছে। শুনেছি আগামীকাল রাজু ভাস্কর্যে বামজোট ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিবিরোধী সমাবেশ করবে। কালকে তাদের সঙ্গে দেখা হবে। তাদের কলিজা টেনে ছিঁড়ে ফেলা হবে।

সে বলেছে, আমরা যদি ১০ জনও থাকি, আমরা ১০ জন যে আদর্শে বিশ্বাস করি সে আদর্শিক শক্তি দিয়ে তাদের প্রতিহত করা হবে। এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুজিব আদর্শের সৈনিকের অভাব নেই। সীমালঙ্ঘন করবেন না, সীমালঙ্ঘন করলে পিঠের চামড়া থাকবে না।

এর আগে এদিন দুপুরে মধুর ক্যান্টিনের সামনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঢাকায় আগমন ঠেকানোর ঘোষণা দেয় প্রগতিশীল ছাত্রজোট। একইসঙ্গে আগমনের প্রতিবাদে কর্মসূচির ঘোষণা দেয় বামজোটের নেতারা।

প্রসঙ্গত, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে অংশ নিতে আগামী ২৬-২৭ মার্চ নরেন্দ্র মোদি ঢাকা সফর করবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমন্ত্রণে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঢাকা সফর করবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষে নরেন্দ্র মোদির এই সফর।

সূত্র: দ্যা ডেইলি ক্যাম্পাস

সীমান্তে ভারতীয় বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি নিহত

মৌলভীবাজারের জুড়ি সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তসন্ত্রাসী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে এক বাংলাদেশি যুবক নিহত হয়েছেন।

শনিবার ভোর ৪টার দিকে ফুলতলা ইউনিয়নের পূর্ব বটুলী এলাকায় কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে ওই যুবকের মরদেহ পাওয়া যায়।

নিহত যুবকের নাম বাপ্পা মিয়া (৪০)। তিনি একই এলাকার আবদুর রউফের ছেলে।

ফুলতলা ইউনিয়নের মেম্বার মইনুদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, শনিবার ভোর ৪টার দিকে উপজেলার ফুলতলা ইউনিয়নের পূর্ব বটুলী এলাকায় কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে বাপ্পার মরদেহ পাওয়া যায়।

বাপ্পা মিয়া গরু ব্যবসায়ী ছিলেন। সীমান্তের ওপারে বিএসএফের গুলিতে তার মৃত্যু হয়েছে। পরে ঘটনাস্থলে তার মরদেহ ফেলে রাখা হয়।

সূত্র: যুগান্তর

১৯শে মার্চ, ২০২১

পূর্ব তূর্কিস্তান | উইঘুর মুসলিদের নিশ্চিহ্ন করতে উঠেপড়ে লেগেছে চীন

পূর্ব তূর্কিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ উইঘুর মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করতে দশকের পর দশক ধরে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কম্যুনিষ্ট চীন সরকার। পরিকল্পনার অংশ হিসেবে প্রথমে তারা উইঘুর মুসলিমদের ইসলামবিরোধী কাজে প্ররোচিত করে।

চীন তার দরবারি মোল্লাদের দিয়ে হারাম মদকে হালাল করণের ফতোয়া দিচ্ছে। শিশুদের পাঠ্যবইয়ে মদকে তারা সুস্বাদু পানীয় হিসাবে উপস্থাপন করছে।

আশার কথা হচ্ছে, চীনের এতোসব দমন-নিপীড়ন আর অপপ্রচার সত্ত্বেও পূর্ব তূর্কিস্তানের মুসলিম জনতা ধৈর্য্য আর প্রতিরোধের পরীক্ষায় যেন সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায়! কিছুতেই কিছু হচ্ছে না দেখে, জান্তা চীন ২০১৭ সালে আরো কঠোর ও আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করে।

কম্যুনিষ্ট চীনের জাতীয় পতাকা উত্তোলনে ও চাইনিজ কম্যুনিস্ট পার্টিকে আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিতে উইঘুর মুসলিমদের জোড়পূর্বক বাধ্য করা হচ্ছে। উইঘুর মহিলাদের ধর্মীয় পর্দার বিধান হিজাব পরিধান নির্মূল করতে মুসলিম নারীদের দিয়ে জোড়পূর্বক চালু করেছে ফ্যাশন শোর নামে নগ্ন অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শনী।

পূর্ব তূর্কিস্তানের মুসলিম জনসংখ্যা কমাতে উইঘুর নারীদের জন্ম নিয়ন্ত্রণে বাধ্য করা হচ্ছে। মহিলাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারাগারে আটক করে ইঞ্জেকশন আর ড্রাগের মাধ্যমে চলছে বন্ধ্যাত্বকরণ প্রক্রিয়া।

বাড়ির পুরুষদের কারাগারে আটকে রেখে নারীদের নাপাক চাইনিজদের সাথে সহবাসে বাধ্য করা হচ্ছে।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ইসলাম থেকে দূরে ঠেলে দিতে ৫ লক্ষেরও অধিক উইঘুর শিশুকে পরিবার থেকে দূরে বোর্ডিং স্কুলে/ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে, যেখানে শিশুরা মুশরিক চাইনিজদের থেকে নাস্তিকতা শিখছে, নাস্তিকদের আরো বিশ্বস্ত হওয়ার দীক্ষা পাচ্ছে। অনিশ্চয়তা আর উৎকণ্ঠার মধ্যে বেড়ে উঠছে ধর্মান্তরিত এক পরবর্তী প্রজন্ম!

পরিশেষে বলা যায়, চাইনিজ ন্যাড়া বৌদ্ধারা পূর্ব তূর্কিস্তান থেকে ইসলামের নাম-নিশানা মুছে দিতে উইঘুর মুসলিমদের ধর্ম, জাতিসত্ত্বা আর সংস্কৃতি নির্মূলে কোমড় বেঁধে নেমেছে!

https://ibb.co/DwVFgXc

পাকিস্তান | পাক-তালেবানের হামলায় ২ সৈন্য নিহত

পাকিস্তানের বাজোর এজেন্সিতে দেশটির মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে দুটি হামলা চালিয়েছে টিটিপি। এতে কমপক্ষে দুই সেনা সদস্য নিহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত বুধবার সকাল ১০ টার দিকে, বাজোর এজেন্সির ওয়ারা মুম্যান্ড সীমান্তের কাগি-কান্দু এলাকায় পৃথক দুটি হামলা চালিয়েছেন তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) জানবায মুজাহিদিন। যার ফলো দুই সেনা নিহত হয়েছিল।

মুজাহিদগণ তাদের হামলাটি চালিয়েছেন স্নাইপার দ্বারা, এতে এক সৈন্য ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। দ্বিতীয় সৈন্য মুজাহিদদের একটি আক্রমণের শিকার হয়ে মারা যায়।

তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ উভয় হামলার দায় স্বীকার করেছেন।

সোমালিয়া | মার্কিন ড্রোন ভূপাতিত করল আল-শাবাব

সোমালিয়ায় ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনীর একটি ড্রোন ভূপাতিত করার দাবি করেছে আল-কায়েদা।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১৮ মার্চ বৃহস্পতিবার, দক্ষিণ সোমালিয়ার যুবা রাজ্যের আফেমেডো শহর থেকে ক্রুসেডার মার্কিন সন্ত্রাসীদের একটি বোমারু ড্রোন ভূপাতিত করেছে আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাবব মুজাহিদিন। পরে ড্রোনটি পর্যবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য জালব শহরে এটি প্রেরণ করেন মুজাহিদগণ।

পাকিস্তান | ফ্রান্সের দূতাবাসে ধর্মপ্রাণ মুসল্লীর হামলাচেষ্টা

পাকিস্তানের ইসলামাবাদে অবস্থিত ফ্রান্সের দূতাবাসে সাব মেশিন গান নিয়ে হামলা চালানোর চেষ্টা করেছেন এক ধর্মপ্রাণ মুসল্লী।

পাকিস্তানী বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জানা গেছে, এক ব্যক্তি পাঞ্জাব প্রদেশের সারগোধা অঞ্চল থেকে পুলিশের কাছ থেকে একটি সাব মেশিন গান ছিনিয়ে নেন। এরপর তিনি চলে আসেন রাজধানী ইসলামাবাদের কূটনীতিক এলাকায়। সেখানে এসে তিনি ফ্রান্সের দূতাবাসে হামলার চেষ্টা করেন, কিন্তু প্রশিক্ষণের অভাবে তিনি ব্যর্থ হন এবং পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় তিনি অকপটে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে নিয়ে কটুক্তি করার কারণের তিনি দুঃসাহসিক এই কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন।

দ্বীনকে অন্তরে ধারণ করা এই ব্যক্তির নাম জানা না গেলেও জানা গিয়েছে রাসূলের প্রতি তার প্রবল ভালোবাসার কথা। এই ভালোবাসা এতই মজবুত যে এর বলে তিনি অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে জীবনের মায়া ত্যাগ করে সরাসরি ফ্রান্সের দূতাবাসে হামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

https://ibb.co/kg2YxQt

রামরাজত্ব কায়েমের পরিকল্পনা নিয়ে বাংলাদেশ আসছে কসাই মোদি

মুজিববর্ষের নাম করে উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী গুজরাটের কসাই খ্যাত নরেন্দ্র মোদিকে বাংলাদেশে আনার সকল প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই সম্পন্ন করেছে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকার। আগামী ২৬ মার্চ বাংলাদেশের মতো মুসলিম প্রধান দেশে শেখ মুজিবের জন্মশতবার্ষিকীতে আসার কথা তার। দুইদিনের সফরে আসবে সে।

রাষ্ট্রীয় সফরে আসার কথা থাকলেও রাম রাজত্বের অংশ হিসেবে দুটি মন্দিরেও অংশগ্রহণ করবে মোদি। আর ইতিমধ্যেই মন্দিরদুটির সকল প্রস্তুতি শেষও করে ফেলেছে। ঠাকুরবাড়িতে হিন্দু রীতি অনুসরণ করে বিশেষ আলোচনা সভারও কথা রয়েছে। ভারতে মুসলমানদের উপর ধর্মীয় আগ্রাসন চালালেও অত্যন্ত রাজকীয়ভাবে কসাই মোদিকে অভ্যর্থনা জানাবে মাফিয়া হাসিনার সরকার। এ বিষয়টি মুসলমান জনসাধারণকে খুবই অবাক করেছে। যে মোদি রামরাজত্ব কায়েম করতে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করছে, বাবরী মাসজিদ শহীদ করেছে তার মতো সন্ত্রাসীকে এভাবে সম্মান জানানোটা স্বাভাবিকভাবেই মুসলমানদের অন্তরকে রক্তাক্ত করছে। আর এ বিষয়টি সামাজিক মাধ্যমগুলোতে রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করেছে মুসলিম যুবকরা। পাশাপাশি বিভিন্ন বিশ্বাসের মানুষেরাও এ বিষয়ে বিষ্ময় প্রকাশ করেছেন।

তবে অনেক বিজ্ঞজন আবার বিষয়টিকে আওয়ামী লীগের স্বাভাবিক কথিত রাজনীতির অংশ হিসেবেই দেখছেন। আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় আসার পিছনে মোদির ভুমিকার কথা তুলে ধরছেন তারা। আর শেখ হাসিনা যে অনেকটাই হিন্দুঘেষা তার প্রমাণ তো রয়েছেই। মাদার অভ মাফিয়া হাসিনার থেকে এর থেকে ভালো কিছু আশা করা যে বোকামি সে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন সামাজিক চিন্তক এই বিজ্ঞজনেরা।

অন্যদিকে আওয়ামী সরকারের হুকুমের গোলাম পুলিশ বাহিনীও মোদির জন্য নিয়েছে বিশেষ প্রস্তুতি। রীতিমতো থ্রেটও দিয়ে রেখেছে তারা। সরকারি এই গুন্ডা বাহিনী বাংলাদেশের কথিত সংবিধানের কথা বললেও সরকারের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার জন্য নিজেদের হাতে তৈরী করা নিয়মও ভঙ্গ করছে বারবার। আর তার ধারাবাহিকতায় খুনি মোদির কথিত সম্মান রক্ষার দোহাই তুলে কোন প্রকার প্রতিবাদ রুখে দেবার দৃঢ় ঘোষণা করেছে। কথিত গণতন্ত্রের নুন্যতম বাক স্বাধীনতার থোরাই কেয়ার করছে হরহামেশাই। জনগণের অসুবিধা হলেও ১৭ই মার্চ থেকে ২৭ মার্চ ঢাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেকটাই একমুখী করার পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছে।

আর বিএনপি নামক সেক্যুলার দলও অনেকটাই মুখে কুলুপ এঁটে বসেছে। অন্য সময়গুলোতে ভারতের বিপক্ষে কথা বললেও ইদানিং অনেকটাই ইউটার্ন লক্ষ্য করা যাচ্ছে দলটির মধ্যে। ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠা ও কুফরি আকিদায় বিশ্বাস করা দলটি অনেকটাই ভারতের সাথে বন্ধুত্ব বজায় রাখার শক্তিশালী প্রচেষ্টা করে যাচ্ছে। যেভাবেই হোক ক্ষমতা তাদের চাই এই নীতির চর্চা ধরে রেখেছে দলটি।

অন্যদিকে মিডিয়াগুলোও বিভিন্ন সময় মানবতার কথা বললেও কসাই মোদির ব্যাপারে বোবার ভূমিকা পালন করছে। ফলাও করে ভারতীয় এই সন্ত্রাসী প্রধানমন্ত্রীর সমস্ত অনুষ্ঠান আকর্ষণীয়ভাবে ফুটিয়ে তুলছে। কিন্তু জনগণের অনুভূতি যে ঠিক তার উল্টো সেটা একেবারেই আমলে নিচ্ছেনা এ সকল মিডিয়া। জনগণের অনুভূতিকে পাশ কাটিয়ে কতোকাল ধোঁকা দিতে পারবে তারা?

১৮ই মার্চ, ২০২১

ফিলিস্তিন | পশ্চিম তীরে অসংখ্য জলপাই গাছ উপরে ফেলেছে ইসরায়েল

ফিলিস্তিনের একটি গ্রাম থেকে কয়েক ডজন জলপাই গাছের চারা উপড়ে ফেলেছে সন্ত্রাসবাদী ইসরায়েল।

ফিলিস্তিনি সংবাদ মাধ্যম কুদুস নিউজ নেটওয়ার্ক জানায়, গত ১৭ মার্চ সকালে পশ্চিম তীরের দক্ষিণ নাবলুসের জালুদ গ্রামে এ আগ্রাসন চালায় জালেম ইসরায়েল।

খবরে বলা হয়, সন্ত্রাসী ইসরায়েল ৪০টি জলপাই উপড়ে ফেলে এবং বাকীগুলো চুরি করে নিয়ে যায়।

ফিলিস্তিনিরা প্রতি বছর পশ্চিম তীরে প্রায় হাজার হাজার জলপাই গাছ রোপণ করে। যার বেশিরভাগই তেল উৎপাদনকারী জাতের।

খবরে আরও বলা হয়, গত ২০২০ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৮৬৯ অভিযান চালিয়ে ৬,৫০৭ টি জলপাই গাছ ধ্বংস করেছে ইসরায়েল।

মূলত গাছ ধ্বংসের মাধ্যমে ফিলিস্তিনিদের পরিচয় মুছে ফেলতে চাচ্ছে অভিশপ্ত ইহুদিরা। যাতে আরও বেশি নতুন এলাকা জোর পূর্বক দখল করতে পারে।

উল্লেখ যে, পশ্চিম তীরে ৭ লাখেরও বেশি ইহুদি অবৈধভাবে জোর পূর্বক বসবাস করছে।

ফিলিস্তিনি কিশোরকে ২ মাস কারাদণ্ড দিলো ইসরায়েল

পাথর নিক্ষেপ করার অভিযোগে আবদুল্লাহ নামের ১৪ বছর বয়সী এক ফিলিস্তিনি কিশোরকে দুই মাসের কারাদণ্ড দিয়েছে সন্ত্রাসবাদী ইসরায়েলের একটি আদালত।

কিশোরের পারিবারিক বরাতে মিডল ইস্ট আই এ খবর দিয়েছে। কিশোরটির মা বলেন, গত ছয় মাসের মধ্যে তার ছেলেকে তিনবার কারাগার ও গৃহবন্দি করেছে ইসরায়েল।

এই কিশোরের পরিবার ফিলিস্তিনের ইশাওইয়া অঞ্চলে বসবাস করেন। এ এলাকায় দখলদার সেনাবাহিনী ও পুলিশ বেশি অভিযান চালায়। এ এলাকায় নিয়মিত ফিলিস্তিনিদের বাড়িঘর মাটিতে মিশিয়ে দেয় হানাদারেরা।

আবদুল্লাহর মা বলেন, ইসরায়েলি দখলদারিত্বে আমাদের কষ্টের শেষ নেই। নির্যাতনে আমারা অতিষ্ঠ। ইসরায়েলি বাহিনী অভিযান চালিয়ে রাবার বুলেট, স্টান গ্রেনেড নিক্ষেপ করে ফিলিস্তিনি নারী, পুরুষ ও শিশুদের ক্ষুব্ধ করে তুলে।

খোদ ইসরায়েলি পত্রিকা হারিৎস জানায়, স্থানীয় ফিলিস্তিনিদের হয়রানি ও উত্যক্ত করতে এ অঞ্চলে তৎপর থাকে ইসরায়েলি পুলিশ।

এর আগে গত নভেম্বরে একবার আটক হয়েছে আবদুল্লাহ। তখন বেথেলহেমের কাছে আবু গুনেম পুলিশ স্টেশনে তাকে চারদিন অবস্থান করতে হয়েছে। ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা শিনবেত তার বিরুদ্ধে তদন্ত করেছে।

এরপর এক হাজার সেকেলের বিনিময়ে তাকে জামিন দেওয়া হয়। শর্ত দেওয়া হয়, অন্তত দশ দিন তাকে গৃহবন্দি থাকতে হবে। পরে আরও পাঁচ মাস তার গৃহবন্দিত্ব বাড়ানো হয়। মার্চে সেই মেয়াদ শেষ হলে তদন্তের কথা বলে মসকোভিয়া বন্দিশিবিরে তাকে পাঁচদিন আটক করে রাখা হয়।

দোকানের তালা কেটে ১০ লাখ টাকার মালামাল চুরি

রংপুরের তারাগঞ্জে মহাসড়কের পাশের দুটি দোকানের তালা কেটে প্রায় ১০ লাখ টাকার স্বর্ণালংকার ও চাল চুরি করে নিয়ে গেছে চোরেরা। গতকাল বুধবার দিবাগত রাতে রংপুর-দিনাজপুর মহাসড়কের তারাগঞ্জ উপজেলার ব্র্যাক মোড় বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

এলাকাবাসী, পুলিশ ও দোকানের মালিক সূত্রে জানা গেছে, রংপুর-দিনাজপুর মহাসড়কের পাশে তারাগঞ্জ সদরে গড়ে উঠেছে ব্র্যাক মোড় বাজার। চোরেরা বুধবার দিবাগত রাতে ওই বাজারের প্রমি জুয়েলার্সে তালা কেটে প্রায় সাত লাখ টাকার সোনার গয়না চুরি করে নিয়ে যায়। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় ওই দোকানের কর্মচারীরা দোকান খুলতে এসে দেখেন, গয়না নেই। এ ছাড়া ওই বাজারের আশরাফুল ইসলামের চালের আড়তের তালা কেটে চোরেরা প্রায় ৫০ কেজি ওজনের ১৫০ বস্তা চাল চুরি করে নিয়ে গেছে।

চোরেরা বুধবার দিবাগত রাতে ওই বাজারের প্রমি জুয়েলার্সে তালা কেটে প্রায় সাত লাখ টাকার সোনার গয়না চুরি করে নিয়ে যায়। এ ছাড়া ওই বাজারের আশরাফুল ইসলামের চালের আড়তের তালা কেটে চোরেরা প্রায় ৫০ কেজি ওজনের ১৫০ বস্তা চাল চুরি করে নিয়ে গেছে।

চালের আড়তদার আশরাফুল ইসলাম বলেন, চোরেরা আড়তের দরজার তালা কেটে ট্রাকে করে ওই চাল চুরি করে নিয়ে গেছে। আড়তের পাশের ভাই ভাই অটো রাইস মিলের সিসি ক্যামেরায় এ রকম দৃশ্য দেখা গেছে। চুরি যাওয়া চালের মূল্য তিন লাখ টাকা বলে তিনি জানান।

প্রথম আলো

আশুলিয়ায় ব্যবসায়ীর ওপর সন্ত্রাসীদের হামলা

ঢাকার সাভার উপজেলার আশুলিয়ায় সন্ত্রাসীরা এক ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করেছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকালে নলাম এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহত ব্যবসায়ীর নাম মোহাম্মদ সেলিম (৪৫)। বাড়ি নলাম কারিকরপাড়া।

আহত ব্যবসায়ী ও তাঁর পরিবারের দাবি, সেলিম দীর্ঘদিন ধরে মাছের চাষ করেন। নিজেদের এলাকায় তাঁর ৪০ বিঘা আয়তনের দুটি মাছের খামার রয়েছে। একই এলাকার মামুন নামের এক যুবক তাঁর কাছে চাঁদা দাবি করেছিলেন। চাঁদা না দেওয়ায় মামুনের নেতৃত্বে ১০ থেকে ১২ জন সন্ত্রাসী আজ সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সেলিমের ওপর হামলা চালান। সেলিম তখন খামারের কার্যালয়ে বসে হিসাব করছিলেন। সন্ত্রাসীরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে সেলিমের বুক, পেট, পা ও হাতে আঘাত করেন। পরে তাঁর চিৎকারে লোকজন এগিয়ে এলে তাঁরা

পালিয়ে যান। পরে স্থানীয় ব্যক্তিরা তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে সাভার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে ভর্তি করেন। অবস্থার অবনতি হলে পরে সেখান থেকে তাঁকে এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করা হয়।

জানতে চাইলে আশুলিয়া থানার পরিদর্শক (তদন্ত) জিয়াউল ইসলাম বলেন, সেলিমের ওপর হামলার ঘটনায় কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ বিষয়ে সেলিমের ছোট ভাই জসিম উদ্দিন বলেন, ঘটনার পর আহত ভাইয়ের চিকিৎসা নিয়ে ব্যস্ত থাকায় থানায় অভিযোগ করা সম্ভব হয়নি।

প্রথম আলো

মালি | সামরিক ঘাঁটিতে মুজাহিদদের হামলা, ৪৮ সেনা হতাহত, নিখোঁজ ১১ সৈন্য

মালির উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সামরিক ঘাঁটিতে এক হামলার ঘটনায় ৩৪ সেনা নিহত এবং ১৪ সেনা আহত হয়েছে বলে জানা গেছে। এছাড়াও নিখোঁজ রয়েছে আরো ১১ সেনা সদস্য।

বামাকো নিউজ সহ আঞ্চলিক সূত্র থেকে জানা গেছে, গত সোমবার মালির গাও রাজ্যের টেসিট শহরের নিকটবর্তী মুরতাদ মালিয়ান সেনাদের একটি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্যবস্তু করে বৃহৎ আকারের হামলা চালানো হয়েছিল। দেশটির সামরিক বাহিনী জানায় যে, ঐদিন দুপুরে শুরু হওয়া এই হামলায় পিকআপ এবং মোটরসাইকেলে আরোহী জিহাদী গ্রুপের প্রায় ১০০ সশস্ত্র সদস্য ভারী অস্ত্র দিয়ে ঘাঁটিটি লক্ষ্য করে হামলা শুরু করেছিল।

বুর্কিনা ফাসো সীমান্তের কাছে মুজাহিদিন কর্তৃক সামরিক ঘাঁটিটিতে টার্গেট করে হামলা পরিচালনার পরে ঘটনাস্থলে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। কয়েক ঘন্টা যাবৎ মালি সেনাবাহিনী ও মুজাহিদদের মাঝে এই লড়াই চলতে থাকে। হামলার পরে সামরিক বাহিনী ঘোষণা করেছিল যে, সংঘর্ষে তাদের কমপক্ষে ৩৪ সেনা নিহত হয়েছে এবং ১৪ সেনা আহত হয়েছে, যাদের অধিকাংশের অবস্থাই গুরুতর বলে জানিয়েছে চিকিৎসারত ডাক্তাররা। এই হামলার পর নিখোঁজ হয়েছে ১১ সেনা সদস্য। এছাড়াও ধ্বংস হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর ৩টি সাঁজোয়া যানসহ অনেক অস্ত্রশস্ত্র ও গুলা-বারোদ।

অপরদিকে এই হামলায় কয়েকজন মুজাহিদকেও শহিদ করার দাবি করেছে সেনাবাহিনী। তাদের দাবি অনুযায়ী, এই অভিযানের সময় ৭ জন হামলাকারী মারা গিয়েছিল।

সম্প্রতি এই অঞ্চলে হামলার সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে আল-কায়েদা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন। সামরিক বাহিনী ও স্থানীয় সূত্রগুলো এই হামলার জন্য আল-কায়েদাকে দায়ি করছে।

যে অঞ্চলটিতে হামলাটি চালানো হয়েছিল, সে অঞ্চলে আল-কায়েদার পশ্চিম আফ্রিকার শাখা জিএনআইএম সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। এছাড়াও রাজ্যটির সিংহভাগ অঞ্চলের উপরেই কর্তৃত্ব করছে আল-কায়েদার এই শাখাটি।

https://ibb.co/dMCWX2Y

ইরাক | মার্কিন বাহিনী কর্তৃক ১৪ বছরের বালিকাকে দলগতভাবে ধর্ষণ, পরিবারের সবাইকে ঠান্ডা মাথায় খুন

ক্রুসেডার আমেরিকান সৈন্যরা ১৪ বছরের ইরাকি বালিকা আবেরকে প্রথমে দলগতভাবে ধর্ষণ করে, তারপর পরিবারের সবাইকে ঠান্ডা মাথায় খুন করে পুড়িয়ে ফেলে।

আজ থেকে ১৫ বছর পূর্বে ২০০৬ সালের মার্চের ১২ তারিখে ইরাকি বালিকা আবের আল জানাবির (১৪) উপর নেমে আসে সাম্রাজ্যবাদী ক্রুসেডার আমেরিকার কালো থাবা! আচমকাভাবে কিছু বুঝে উঠার আগেই আমেরিকান বর্বর সৈন্যরা ঝাপিয়ে পড়ে মুসলিম নিষ্পাপ শিশু আবেরের উপর। দলগত ভাবে ধর্ষণ আর পাশবিক নির্যাতনের মাধ্যমে তারা লুটে নেয় ছোট্ট বোনটির সর্বস্ব।

নিকৃষ্ট খেলায় মেতে আমেরিকান হিংস্র পশুরা, খুবলে খুবলে শেষ করে দেয় কোন বাবার এক রাজকন্যাকে, কোন মায়ের চোখের মণি কিংবা কোন ভাইয়ের স্নেহের ভালোবাসাকে!

ইরাকের মাহমুদিয়ায় ঘটে যাওয়া ইতিহাসের অন্যতম এই নৃশংস ঘটনায় প্রাণ হারায় আবের আল জানাবির পুরো পরিবারটি। নির্যাতন আর একেরপর এক ধর্ষণ শেষে রক্তপিপাসু আমেরিকান সৈন্যরা ঠান্ডা মাথায় হত্যা করে আবের সহ পরিবারের সবাইকে। প্রমাণ মুছে ফেলতে আগুনে পুড়িয়ে ফেলে হয় পুরো মুসলিম পরিবারটির মৃতদেহগুলো।

কোথায় আজ মানবতা, যখন মুসলিম মেয়েদেরকে তাদের পরিবারের সামনে ধর্ষণ আর নির্যাতন করা হয়, মুসলিম হবার অপরাধে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় পরিবারের সবাইকে?

মুসলিমদের প্রতি কাফের রাষ্ট্রগুলোর মানবতার সংজ্ঞাটা তাহলে কী?

শুনুন ক্রুসেডারদের মুখেইঃ-

ঘটনাটির সাথে জড়িত আমেরিকান সৈন্যবাহিনীর রিংলিডার স্টেভেন গ্রিন এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের পক্ষে সাফাই গেয়ে বলে,"আমি ইরাকিদের মানুষ হিসাবে মনে করি না।"

https://ibb.co/QY80DdX

পাকিস্তান | বাজোর ও সোয়াতে টিটিপির হামলা, নিহত ৪ এরও অধিক সেনা সদস্য

পাকিস্তানের বাজোর এজেন্সীতে সেনাবাহিনীর উপর টানা দুটি হামলায় কমপক্ষে ২ সেনা নিহত এবং কতক সেনা আহত হয়েছে। সোয়াতেও সেনাবাহিনীর উপর চালানো হয়েছে অভিযান। যার ফলে হতাহত হয়েছে আরো ২ সেনা সদস্য।

উমর মিডিয়ার সূত্রে জানা গেছে, গত ১৭ মার্চ বুধবার সকালে, পাকিস্তানের বাজোর এজেন্সির ওয়ারা মুম্যান্ড এলাকায় দেশটির মুরতাদ সেনাদের টার্গেট করে অজ্ঞাত দিক থেকে হামলা চালান মুজাহিদগণ। এতে অজ্ঞাত দিক থেকে আসা গুলিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায় ১ সেনা সদস্য।

এর কিছুক্ষণ পরে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা নিহত সেনাকে নিতে আসলে তাদের উপরেও আক্রমণ করেন মুজাহিদগণ, এবারও গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায় আরো ১ সেনা সদস্য, আহত হয় আরো কতক সেনা সদস্য।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মোহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই হামলার দায় স্বীকার করেছেন।

অন্যদিকে, এদিন পাকিস্তানের সোয়াতে দেশটির মুরতাদ সেনাবাহিনীর অন্য একটি কাফেলাও পাক-তালেবান মুজাহিদদের হামলার মুখোমুখি হয়। সোয়াতের কানজো এলাকায় মাত্র দু'জন মুজাহিদ মুরতাদ বাহিনীর সামরিক কাফেলার উপর গুলি চালিয়ে এক সেনাকে হত্যা এবং অপর এক সেনাকে আহত করেন। তবে এখনও এই হামলার ঘটনা সম্পর্কে গণমাধ্যমকে কিছুই জানায়নি টিটিপি।

https://ibb.co/0nmqNbH

মুসলিম নারীদের পর্দা পালনে কোন দেশে কত জরিমানা?

সম্প্রতি সুইজারল্যান্ডে মুসলিম নারীদের ফরজ বিধান পর্দা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে নারীরা বোরকার সঙ্গে সম্পূর্ণ মুখ ঢাকা পোশাক নিকাব এবং হিজাব প্রকাশ্যে পরিধান করতে পারবেন না।

ইউরোপে মুসলিম নারীদের বাধ্যতামূলক ইবাদতের উপর কাফেরদের নগ্ন আক্রমণ নতুন কিছু নয়। ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষ থেকেই ক্রুসেডার ইউরোপের বিভিন্ন দেশ মুসলিম নারীদের পর্দার বিধানে পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এ আইন অমান্যকারীর জন্য রয়েছে জেল-জরিমানা।

মানবাধিকার ও নারী-স্বাধীনতার বুলি আউড়ানো কুফফার দেশসমূহে মুসলিমদের জন্য নেই কোন মানবাধিকার বা স্বাধীনতা। অথচ তারাই নারী উন্নয়ন, নারী স্বাধীনতার কথা বলে বলে মুখে ফেনা তুলে।

আসুন, জেনে নেয়া যাক হিজাব পড়ার জরিমানা কোন দেশে কেমন।

ফ্রান্স

ক্রুসেডার গুরু ফ্রান্স ইউরোপের প্রথম দেশ, যেখানে বোরকা পরিধানকে আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়। ফ্রান্সে তীব্র মুসলিম বিদ্বেষই এই আইন কার্যকরে ভূমিকা রাখে। ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ক্রুসেডার ফরাসি এমপিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে এই আইন পাশ হয়ে যায়। ২০১১ সালের ১১ এপ্রিল এই আইন কার্যকর হয়।

ফ্রান্সে ৫০ লাখেরও বেশি মুসলিম বসবাস করে। বোরকা বা নেকাব পড়লে জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে এ আইনে।

সুইজারল্যান্ড

দেশটিতে ২০১০ সালের আইন অনুযায়ী উন্মুক্ত স্থানে মুখ ঢেকে রাখা নিষিদ্ধ। এই নিয়মটি রাস্তাঘাট, দোকানপাট ও প্রশাসনিক অধিদপ্তরগুলোর পাশাপাশি গণপরিবহন ও পৌরসভা ভবনগুলোতে প্রযোজ্য।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, খোদ ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালত এই আইনের পক্ষে অনুমোদন দেয়। অনুমোদিত এই আইনটি লঙ্ঘন করলে দেশটির হিসেবে দেড়শ ইউরো পর্যন্ত জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়া

অস্ট্রেলিয়াতে উন্মুক্ত স্থানে নিকাব পরার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে ২০১৭ সালের ১ অক্টোবর। এই নিয়ম লঙ্ঘন করলে দেড়শ ইউরো পর্যন্ত জরিমানা আরোপিত হয়েছে।

তবে অস্ট্রেলিয়ার সাংবিধানিক আদালত ২০২০ সালের শেষের দিকে এমন আরও একটি আইনকে প্রত্যাবর্তন করেছে যেটি পাস হয়েছিল ২০১৯ সালে। এই আইনটিতে নার্সারী ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়েদেরকে হিজাব পড়তে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।

বেলজিয়াম

বেলজিয়ামে ২০১১ সালের একটি আইন পাস করে বলা হয়েছিল যে উন্মুক্ত স্থানে এমন পোশাক পরিধান করা যাবে না, যা ব্যক্তির চেহারাকে আংশিক বা পুরোপুরি ঢেকে রাখে।

এই আইন লংঘন করলে ১৫ থেকে ২০ ইউরো জরিমানা। পাশাপাশি রয়েছে ৭ দিনের জেল।

বুলগেরিয়া

বুলগেরিয়ায় ২০১৬ সালের একটি আইন পাস করে বলা হয়েছিল যে উন্মুক্ত স্থানে এমন পোশাক পরিধান করা যাবে না, যা ব্যক্তির চেহারাকে আংশিক বা পুরোপুরি ঢেকে রাখে। এই আইন লংঘন করলে দুইশ লিভা তথা প্রায় একশত দুই ইউরো পরিমাণ জরিমানা।

ডেনমার্ক

ডেনমার্কেও রয়েছে উন্মুক্ত স্থানে হিজাব পরার ওপর নিষেধাজ্ঞা। ২০১৮ সালের আগস্টে করা এই নিষেধাজ্ঞা অমান্যকারীদের জন্য রাখা হয়েছে এক হাজার ক্রোনার জরিমানা। যা প্রায় ১৩০ ইউরো পরিমাণ। বারবার আইন লংঘন করলে এটি পৌঁছে যেতে পারে ১০ হাজার ক্রোনার পর্যন্ত।

জার্মানি

অন্যদিকে জার্মানিতে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য হিজাব নিষিদ্ধ না হলেও রয়েছে কাছাকাছি আইন। সেখানে উন্মুক্ত স্থানে হিজাব পড়তে কোনো বাধা না থাকলেও তদন্তের সময় মুখ খুলতে বাধ্য করা হয় মুসলিম নারীদেরকে।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে জার্মানিতে রয়েছে একেক রাজ্যে একেক নিয়ম। কোনো রাজ্যে হিজাবকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে আবার কোনো রাজ্যে বৈধ।

২০১৭ সালে জার্মানির সাংবিধানিক আদালত ওই দেশের নারী শিক্ষকদের উপরে হিজাব পরিধানে নিষেধাজ্ঞা জাড়ি করেছে। বলা হয়েছে এর মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করা যাবে।

নেদারল্যান্ড

নেদারল্যান্ডে ২০১৫ সালে আইন করে বোরকা নিষিদ্ধ করা হয়। বিশেষ করে জনসমক্ষে, অর্থাৎ স্কুল, হাসপাতাল ইত্যাদির মতো জায়গায় বোরকা ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আইনটি কার্যকর হয় ২০১৯ সালের ১ আগস্ট।

এই আইন লঙ্ঘনকারীদের জন্য রয়েছে একসঙ্গে দেড়শ ইউরো জরিমানা।

নরওয়ে

নরওয়েতে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে রয়েছে একই রকমের নিয়ম। ২০১৮ সালের আগস্ট থেকে এই নিয়মটি চালু হয়।

ইতালি

ইতালির দুটি অঞ্চল লোম্বার্ডি এবং ভেনেটোকে হাসপাতাল ও সরকারী প্রতিষ্ঠানে পুরো মুখের পর্দা করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অন্যদিকে, ২০০৩ সাল থেকে দেশটির বিদ্যালয়গুলোতে নিকাব নিষিদ্ধ রয়েছে।

সূত্র : আরবি সংবাদ মাধ্যম আল হাররা।

https://ibb.co/pKrkyrS

মোদি আসবে, কিন্তু সমাধান হবে না তিস্তাসহ অভিন্ন নদীর পানিচুক্তি

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঢাকা সফরে তিস্তাসহ অভিন্ন নদীর পানিচুক্তি হচ্ছে না বলে জানিয়েছে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার।

তিনি বলেন, তবে আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের পরে পানিবণ্টন চুক্তির মৌখিক আশ্বাস দিয়েছে ভারত।

বুধবার (১৭ মার্চ) দুপুর ২টায় হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জে ভারত সফর শেষে দেশে ফিরে গণমাধ্যমের সঙ্গে আলাপকালে সে একথা বলে।

১৭ই মার্চ, ২০২১

ফটো রিপোর্ট | 'কুতুফুশ শরিয়াহ্' বা উলূমুশ শরিয়াহ্ শীর্ষক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের দৃশ্য

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন সোমালিয়ায় তাদের নিয়ন্ত্রিত দক্ষিণ-পশ্চিম ও বে-বুকুল রাজ্যে 'কুতুফুশ শরিয়াহ্' বা উলূমুশ শরিয়াহ্ বিষয়ক একটি শীর্ষক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেছে আল-শাবাবের শরিয়াহ্ ইনিস্টিটিউট কমিশন।

আল-শাবাব নিয়ন্ত্রিত মাদ্রাসাগুলোর শিক্ষার্থীরা ৩ রাউন্ডে ৫ পর্বের এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিল।

প্রতিযোগিতার প্রথম পর্ব ছিল, বিশুদ্ধভাবে পবিত্র কুরআনুল কারীম মুখস্থ তিলাওয়াত ।

দ্বিতীয় পর্ব ছিল, উমদাতুল আহকাম কিতাব থেকে 'উলূমুল হাদিস' বিষয়ে প্রতিযোগিতা।

প্রতিযোগিতার তৃতীয় পর্ব ছিল, তাফসীরুল কুরআন বিষয়ে সঠিক ব্যাখ্যা।

যথাক্রমে প্রতিযোগিতার চতুর্থ পর্ব হিসাবে ছিল, 'আল-ইয়াকুতুন নাফীস' কিতাব থেকে ফিকাহ্ বিষয়ে।

প্রতিযোগিতার ৫ম বা শেষ পর্ব ছিল, 'কিতাবুত তাওহীদ' থেকে আক্বিদা বিষয়ে প্রতিযোগিতা।

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ইসলামিক রাজ্যগুলিতে সর্বপ্রকার কল্যাণকর শিক্ষাকে অত্যন্ত মনোযোগ এবং অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। এজন্য আল-শাবাব তাদের নিয়ন্ত্রিত ইসলামি ইমারতে কয়েক হাজার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রের পাশাপাশি ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত কোন বৈষম্য ছাড়াই সকল শিক্ষার্থীদের জন্যে বিনামূল্যে বই বিতর, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শিক্ষা কমিশন, শিক্ষক এবং শিক্ষারমান বাড়াতে সকল ব্যবস্থা নিয়ে থাকে আল-কায়েদার এই শাখাটি।

শিক্ষার্থীরা আরও অধ্যয়ন করতে এবং তাদেরকে আরও উৎসাহিত করার জন্য প্রতিযোগিতা, পুরষ্কার এবং বিত্তার ব্যাবস্থাও করে থাকে আল-শাবাব।

https://alfirdaws.org/2021/03/17/47879/

পাকিস্তান | এফসি গ্রুপের উপর টিটিপির হামলা, নিহত ৬

পাকিস্তানের বেলুচিস্তানে রাতের অন্ধকারে দেশটির মুরতাদ এফসি কর্মীদের উপর হামলা চালিয়েছে তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান। এতে ৬ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

উমর মিডিয়ার সূত্রে জানা গেছে, গত ১৬ মার্চ রাতে বেলুচিস্তান প্রদেশের কিলাহ আবদুল্লাহ জেলায় টিটিপির বন্দুকধারী মুজাহিদগণ এফসি কর্মীদের উপর তীব্র হামলা করেছেন। জেলাটির টোবা আছকাজাই এলাকায় এই হামলা হয়েছিল, এতে নাপক এফসি অপারেশন গ্রুপের ৫ মুরতাদ সদস্য নিহত হয়েছিল। অপরদিকে বন্দুকধারী মুজাহিদগণ নিরাপদে ফিরে আসতে রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিয়েছিলেন।

এই হামলার একদিন আগে অর্থাৎ ১৫ মার্চ, বাজোর এজেন্সীর চারমাঙ্গ এলাকায় পাকিস্তানী মুরতাদ সামরিক বাহিনীকে টার্গেট করে স্নাইপার হামলা চালিয়েছিল তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান। এতে মুরতাদ বাহিনীর এক অফিসার ঘটনাস্থলেই মারা যায়।

প্র জিহাদী গ্রুপ তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মোহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই হামলার দায় স্বীকার করেছেন।

https://ibb.co/pbMdWcT

সুরা ও মক্কা-মদিনার ছবি সম্বলিত মসজিদের টাইলসের অন্তরালে দেবতার ছবি

মসজিদের লাগানোর জন্য পবিত্র কুরআনুল কারিমের সুরা ও মক্কা-মদিনার ছবি সম্বলিত টাইলস্ ক্রয় করতে হবে। সে জন্য মসজিদের ক্যাশিয়ারকে পাঠানো হলো সুদূর পাবনা থেকে রাজধানী ঢাকায়।

এলাকার মসজিদের জন্য কিনলেন দৃষ্টিনন্দন দু'টি টাইলস্। মসজিদের মিম্বরের দু'পাশে লাগানো হবে। টাইলস্ কিনে এলাকায় যাওয়ার পর টাইলস্ দেখে কেমন যেন একটি সন্দেহ তৈরি হলো মুসল্লিদের। দেখলেন কেমন যেন ফুলেফেঁপে আছে টাইলস্ দু'টি।

কৌতুহল মেটাতে যখন টাইলস্ দু'টি চেক করা হলো তখন তো সবার মাথায় হাত। এ কী! মূর্তির ছবি প্রিন্ট করা টাইলসের উপর পবিত্র কুরআনুল কারিমের সুরা ও মক্কা-মদিনার প্লাস্টিকের স্টিকার লাগিয়ে ধরিয়ে দেয়া হয়েছে সহজ-সরল ক্যাশিয়ারের হাতে।

উল্লিখিত ঘটনাটি ঘটেছে পাবনা জেলার আমিনপুর উপজেলার সৈয়দপুর এলাকায়। সৈয়দপুর গ্রামের নতুন পাড়া জামে মসজিদের জন্য টাইলস্ ক্রয় করতে ঢাকায় এসেছিলেন মসজিদের ক্যাশিয়ার মো. কামরুল ইসলাম। এন. কে, টাইলস্ গ্যালারী ৪৫,ক/১ পরিবাগ, নতুন রাস্তা, বাংলামোটর, ঢাকা-১০০০ থেকে তিনি মক্কা মদিনার ছবি সম্বলিত দুটি টাইলস্ ক্রয় করেন ৩৪০০ টাকায়।

গ্রামে নিয়ে যাওয়ার পর ঘটে এ বিপত্তি। দেখা যায় হিন্দু ধর্মের দেবতার ছবি প্রিন্ট করা টাইলসের উপর ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ধোকা দেয়ার জন্য পবিত্র কুরআনুল কারিমের সুরা ও মক্কা-মদিনার প্লাস্টিকের স্টিকার লাগিয়ে বিক্রি করা হয়েছে।

আর এ টাইলস্গুলো যেহেতু সাধারণত মসজিদের সামনের দিকে লাগানো হয়; ধর্মপ্রাণ মুসলমান নিজের অজান্তেই দেবতাকে সামনে রেখে মহান প্রভূর পায়ে লুটিয়ে পড়বে। ঘটনার পর চেক করে দেখা যায় টাইলস্ দু'টি পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতের তৈরি।

টাইলসের পেছনে ভারতীয় একটি কোম্পানির সিল দেয়া আছে সে দেশের নামসহ। ন্যাক্কারজনক এ ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন ওই এলাকার ধর্মপ্রাণ মুসল্লিগণ। পাশাপাশি সব মুসলমানদের সচেতন করতে তারা এ তথ্যটি সবার কাছে পৌঁছে দেয়ারও আবেদন করেন।

১৬ই মার্চ, ২০২১

মোদিকে বাংলাদেশে ঢুকতে দেওয়া হবেনা: আল্লামা বাবুনগরী

হেফাজতে ইসলামের বাংলাদেশের আমীর আল্লামা জুনাইদ আহমদ বাবুনগরী বলেছেন, যুগে যগে যারাই ইসলামের বিরোধীতা করেছে তারা টিকে থাকতে পারেনি।

নমরুদ, ফেরাউন ইসলামের বিরোধীতা করে উৎখাত হয়েছে। ইসলামের দুশমন আবু জাহেল নবীজির বিরোধিতা করতে করতে হারিয়ে গেছে। আবু জাহেলের খালাতো ভাই ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁ নবীজিকে নিয়ে ব্যাঙ্গ করেছে, ভারতের মোদি মুসলামানদের গাজরের মতো কেটে কেটে হত্যা করেছে। তারাও টিকতে পারবে না।

কসাই মোদিকে বাংলাদেশে ঢুকতে দেওয়া হবে না। গতকাল সোমবার বিকাল ৩টায় সুনামগঞ্জের দিরাই পৌর শহরের স্টেডিয়াম মাঠে উপজেলা হেফাজতে ইসলাম আয়োজিত শানে রিসালত মহা সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন আল্লামা জুনাইদ আহমদ বাবুনগরী।

তিনি আরো বলেছেন, নরেন্দ্র মোদি বাংলাদেশে আসতে পারবেন না। মোদি ইসলাম ধর্মকে ধ্বংস করতে চান। তাই আজ লক্ষাধিক মানুষের সামনে বলে দিতে চাই, যে কোনো কারণবশত যদি মোদি বাংলাদেশে আসার চেষ্টা করে তাহলে দেশের ১৬ কোটি মুসলমান চুপ করে বসে থাকবে না। প্রয়োজনে কাপনের কাপড় নিয়ে শাপলা চত্বরে কঠোর আন্দোলন কর্মসূচির ঘোষণা করব।

তিনি বলেন, এরা শুধু ইসলামের শত্রু নন, এরা স্বাধীনতারও শত্রু। বক্তব্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঢাকা সফর প্রসঙ্গ টেনে হেফাজতে ইসলামের আমির বলেন, 'ওই কসাই মোদি গুজরাট, আহমেদাবাদে

মুসলমানদের কচু আর গাজরের মতো কচুকাটা করেছেন। এমনকি ভারতের অনেক প্রাচীন মসজিদ ভেঙে ফেলেছেন।

সিরিয়া | তুর্কি বাহিনীর ২টি সাঁজোয়া যানে মুজাহিদদের হামলা, হতাহত অনেক

সিরিয়ার ইদলিব সিটিতে তুরস্কের সশস্ত্র বাহিনীর একটি জ্বালানী ট্যাঙ্কার ও একটি সাঁজোয়া যানে বোমা হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে কতক তুর্কি সৈন্য নিহত এবং আহত হয়েছে।

আঞ্চলিক সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, উত্তর সিরিয়ার ইদলিব সিটির সারাক্বিব শহরের হয়ে দখলদার তুর্কি সশস্ত্র বাহিনীর অন্তর্গত একটি জ্বালানী ট্যাঙ্কার যাওয়ার সময় রাস্তায় ট্যাঙ্কার লক্ষ্য করে একটি বিস্ফোরক বিস্ফোরণ করা হয়। এতে ট্যাঙ্কারটি ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং কতক সৈন্য হতাহতের শিকার হয়।

আনসার আবু বকর সাদ্দিক (রাঃ) বিগ্রেড এই হামলার দায় স্বীকার করে বলেছেন যে, গত ১৩ ই মার্চ ইদলিব শহরের কেন্দ্রস্থলে দখলদার তুর্কি বাহিনীকে টার্গেট করে মুজাহিদগণ হামলা চালিয়েছে।

এই হামলার ঘটনার দুইদিন পর, অর্থাৎ গত ১৫ মার্চ পূণরায় ইদলিব সিটির আল-ডানা এলাকায় তুর্কি সৈন্যদের আরো একটি সাঁজোয়া যান টার্গেট করে সফল বোমা হামলা চালানো হয়। এতে সাঁজোয়া যানটি ধ্বংস এবং তাতে থাকা ১ তুর্কি সৈন্য নিহত হয়, বাকি সৈন্যরা আহত হয়। 'শহিদ শাইখ মারওয়ান হাদিদ' নামক একটি বিগ্রেড এই হামলার দায় স্বীকার করেছে।

https://ibb.co/k0f17Cj

https://ibb.co/ypKjr0K

https://ibb.co/W2Q1k9z

https://ibb.co/HDW39NF

সোমালিয়া | দুর্দান্ত অভিযানের পর মাহদায়ী শহরে উড়ছে কালিমার পতাকা

সোমালিয়ার গুরুত্বপূর্ণ শহর মাহদায়ী বিজয় করে নিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

শাহাদাহ্ নিউজের সূত্রে জানা গেছে, গত ১৫ মার্চ সোমবার, হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধারা সোমালিয়ার দক্ষিণে শাবেলি রাজ্যের কেন্দ্রীয় মাহদাই শহরে বড় ধরণের অভিযান চালিয়েছেন। এসময় মুজাহিদগণ ভারি

অস্ত্রসস্ত্রসহ অনেক গুলা-বারোদ নিয়ে শহরের দিকে অগ্রসর হন। প্রথমে মুজাহিদগণ শহরটিতে থাকা মুরতাদ সরকারি মিলিশিয়াদের ব্যারাকে তীব্র আক্রমণ চালান এবং তার পতন ঘটান। শহরের দিকে মুজাহিদদের অগ্রসরের সাথে সাথে মুরতাদ মিলিশিয়াগুলি কেন্দ্রীয় শহর ছেড়ে পালাতে থাকে এবং শহরতলির পাশের বুরুন্ডিয়ান সৈন্যদের ঘাঁটিতে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

শহর ছেড়ে মুরতাদ বাহিনীর পলায়নের পর মুজাহিদগণ কেন্দ্রীয় শহরের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন এবং শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তাওহীদের কালিমা খচিত পতাকা উত্তলন করেন। পরে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে শহরের অলিগলিতে ঘুরেফিরে চিরুনি অভিযান চালান মুজাহিদগণ। অতঃপর, স্থানীয় লোকদের জড়ো করে মুজাহিদগণ একটি জনসভার অয়োজন করেন। এসময় মুজাহিদিন কর্তৃক শহরে অভিযানের কারণ ও প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যাখ্যা করেন মুজাহিদ কমান্ডারগণ।

সোমালিয়া | মার্কিন প্রশিক্ষিত 'দানব' ফোর্সের উপর শহিদী হামলা, হতাহত ২৫ এরও অধিক

সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর উপর পরিচালিত আল-কায়েদার শহিদী হামলায় কমপক্ষে ২০ সৈন্য হতাহত হয়েছে, অপর হামলায় হতাহত হয়েছে আরো ৫ সৈন্য।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর সূত্রে জানা গেছে, গত ১৫ মার্চ সোমবার, পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে একটি বীরত্বপূর্ণ সফল শহিদী হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাবের একজন জানবায মুজাহিদ। জানা যায় যে, ঐদিন সকালে রাজধানীর দক্ষিণ-পশ্চিম তোরাটো শহরে ক্রুসেডার মার্কিন প্রশিক্ষিত 'দানব' নামক স্পেশাল ফোর্সের উপর একটি সফল শহিদী হামলা চালিয়েছেন একজন শাবাব মুজাহিদ।

এই অভিযানের ফলে মার্কিন প্রশিক্ষিত স্পেশাল ফোর্সের ৩ কমান্ডারসহ কমপক্ষে ৯ সৈন্য নিহত এবং ১১ এরও অধিক সৈন্য আহত হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে কুফ্ফার বাহিনীর ২টি সাঁজোয়া যান।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে যে, হতাহত সৈন্যদের পরিবহনের জন্য ঘটনাস্থলে ২টি 'টি হেলিকপ্টার এসেছিল। তারা সেগুলো দিয়ে নির্দিষ্ট কিছু হতাহত সৈন্যকে ঘটনাস্থল থেকে নিয়ে গেছে, বাকি সৈন্যদের মৃতদেহ দীর্ঘসময় যাবৎ সেখানেই পড়েছিল। অনেকেই মনে করেন যে, এই অভিযানে কতক মার্কিন কমান্ডারও হতাহত হয়েছে, যাদের দেহ ঘটনাস্থল থেকে হেলিকপ্টার যোগে আগেই সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

অপরদিকে এদিন যুবা রাজ্যের শহরেও সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর উপর আরো একটি অভিযান চালিয়েছেন শাবাব মুজাহিদিন। এতে ২ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো ৩ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে।

https://ibb.co/N7jPdRJ

শরিয়ার ছায়াতলে | ৪ গুপ্তচরের উপর শরয়ী হদ মৃত্যুদণ্ড কার্যকর

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় মুজাহিদদের প্রতিষ্ঠিত একটি ইসলামিক আদালত ৪ ব্যক্তির উপর শরয়ী হদ মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, কিছুদিন পূর্বে আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাবের নিরাপত্তা বিভাগের সদস্যরা গুপ্তচরবৃত্তির অপরাধে ৫ ব্যক্তিকে বন্দী করেছিলেন। পরে শাবাব যোদ্ধারা গুপ্তচরদেরকে মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত জিযু রাজ্যের একটি ইসলামি আদালতের কাছে হস্তান্তর করেন।

শাহাদাহ্ নিউজ কর্তৃক প্রকাশিত এক রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, মুজাহিদদের হাতে বন্দী হওয়া উক্ত ৪ ব্যক্তির ব্যপারে ক্রুসেডার ইথিউপিয়া, কেনিয়া ও সোমালি মুরতাদ সরকারী গোয়েন্দা সংস্থার হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করার অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। যার ফলে গত ১৪ মার্চ রাজ্যটির আইল-আদীল শহরের ইসলামি আদালত উক্ত ৪ গুপ্তচরের উপর শরয়ী হদ মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার নির্দেশ জারি করেছে।

অতঃপর ইসলামি আদালতের রায় অনুযায়ী হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন উক্ত ৪ গোয়েন্দা সদস্যের উপর জনসম্মুখে শরয়ী হদ মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছেন।

১৫ই মার্চ, ২০২১

তাগুত প্রশাসনের বাধায় কর্মসূচি স্থগিত করে সংবাদ সম্মেলন করল হেফাজত

ভারতীয় আদালতে কোরআনের আয়াত বাতিলের রিট ও দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বক্তব্যের প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ স্থগিত করে সংবাদ সম্মেলন করেছে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের হাটহাজারী শাখা।

সোমবার বিকালে হাটহাজারী মাদ্রাসা সংলগ্ন আল-আমিন সংস্থার কার্যালয়ে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন হেফাজতের হাটহাজারী উপজেলার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মাহমুদ হোসাইন।

সাংবাদিক সম্মেলন হেফাজত নেতারা বলেন, ভারতের শিয়া ওয়াকফ বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ওয়াসিম রেজভী কর্তৃক কোরআনের ২৬টি আয়াতের ওপর আপত্তি তুলে তা পরিবর্তনের আবেদন, দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের জিহাদবিরোধী ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্য- আড়ংসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে দাড়ি-টুপি ও হিজাবের বিরুদ্ধে অবস্থান এবং সারা দেশে মসজিদ-মাদ্রাসার বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রের কারণে মুসলমানদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

যার পরিপ্রেক্ষিতে হেফাজতে ইসলাম হাটহাজারী উপজেলা ও পৌর শাখার পক্ষ থেকে আজ (সোমবার) হাটহাজারী ডাকবাংলো চত্বরে এক প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে। তবে স্থানীয় প্রশাসন বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে কৌশলে স্থগিত করে দেয়। ফলশ্রুতিতে আমরা আমাদের অবস্থান জানানোর জন্য এই জরুরি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেছি।

নেতারা আরও বলেন, ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাম্প্রদায়িক বিজেপির নেতা অমিত শাহ জিহাদের মতো ইসলামের পবিত্র একটি বিধানের বিরুদ্ধে তার বক্তব্যের মাধ্যমে চরমভাবে উস্কানি দিয়েছে। শিয়া নেতা ওয়াসিম রেজভীর রিট ভারতের সুপ্রিমকোর্ট গ্রহণ করায় অসাম্প্রদায়িকতার দাবিদার ভারতের ওপর সোয়া দুইশ' কোটি মুসলমান চরমভাবে ক্ষুব্ধ হয়েছে।

আমাদের প্রাণের দাবি হলো, অনতিবিলম্বে এই রিট খারিজ করতে হবে এবং অমিত শাহর বক্তব্য প্রত্যাহার করতে হবে। আমরা স্পষ্টভাবে বলতে চাই, জিহাদ সন্ত্রাস নয় এবং সন্ত্রাস জিহাদ নয়।

এদিকে হেফাজত আমীর আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী সফরে রয়েছেন জানিয়ে তারা বলেন, তিনি (হেফাজত আমীর) আসলে পরামর্শক্রমে দেশব্যাপী জাতীয় পর্যায়ে কর্মসূচি দেওয়া হবে।

হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় সহ-প্রচার সম্পাদক মাওলানা কামরুল ইসলামের সঞ্চালনায় ওই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মীর ইদরিস, সহ-অর্থ সম্পাদক আহসান উল্লাহ, হাটহাজারী পৌর সাধারণ সম্পাদক নূর মোহাম্মদ, কেন্দ্রীয় ত্রাণ ও পুনর্বাসন সম্পাদক মাওলানা জুনাইদ বিন ইয়াহইয়া, উপজেলা যুগ্ম সম্পাদক মাওলানা এমরান সিকদার, যুগ্ম সম্পাদক মাওলানা হাফেজ আমিনুল হক, যুগ্ম সম্পাদক মাওলানা নিজাম সাইয়্যিদ, অর্থ সম্পাদক হাফেজ আব্দুল মাবুদ, পৌর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আসাদ উল্লাহ ও মাওলানা আমিনুল ইসলাম প্রমুখ।

ইহুদীদের দখলের পথে জেরুজালেমের নিকটবর্তী শাইখ জাররাহ পাড়া

ফিলিস্তিনের রাজধানী জেরুজালেমের নিকটবর্তী শাইখ জাররাহ পাড়া হুমকির সম্মুখীন। দখলদার ইসরাইল শাইখ জাররাহ পাড়াকে দখলের নিতে পায়তারা করছে। ইহুদীরা এলাকাটি কবজা করতে ২৮ টি ফিলিস্তিনি মুসলিম পরিবারকে জোড়পূর্বক বহিষ্কারের ফন্দি এটেছে।

শাহাদাহ্ নিউজ সূত্রে জানা গেছে, শাইখ জাররাহের ২৮ টি মুসলিম পরিবারকে বাস্তুচ্যুত করে সেই সম্পদ ইহুদীদের হাতে তুলে দিতে দাখলদার ইসরাইলি আদালত ইতিমধ্যেই ৭টি ফিলিস্তিন পরিবারকে অত্র এলাকা থেকে উৎখাতের রায় দিয়েছে। এদের ৪টি পরিবারকে ২ মে ২০২১ এর মধ্যে নিজ নিজ বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে আদেশ করা হয়েছে। আর বাকি ৩টি পরিবারকে আগষ্ট ২০২১ পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছে।

শাইখ জাররাহের অধিবাসীরা বলেন, ১৯৫৬ সালে জর্ডান সরকারের সাথে তাদের চুক্তি মতে মুসলিম অধ্যুষিত শাইখ জাররাহ পাড়া সরকারী দলিল দস্তাবেজ অনুযায়ী ফিলিস্তিনি মুসলিমদের বুঝিয়ে দেয়ার কথা ছিল। মজলুম এই অধিবাসীরা জর্ডানের অধিকৃত হাশেমিতি রাজ্যকে নিজেদের এলাকা বলে দাবী করেন।

অবশেষে তারা ফিলিস্তিনের রাজধানী জেরুজালেমের নিকটে শাইখ জাররাহ পাড়াকে অভিশপ্ত ইহুদীদের কবল থেকে রক্ষা করতে আন্তর্জাতিক সসম্প্রদায় ও জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

https://ibb.co/kMzs0Lg

পাকিস্তান | টিটিপির বীরত্বপূর্ণ হামলায় ৩টি পোস্ট ধ্বংস, নিহত ৪ আহত অনেক

পাকিস্তানের বাজোর এজেন্সিতে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর ৩টি পোস্টে সফল অভিযান চালিয়েছে টিটিপি। এতে ৪ সৈন্য নিহত এবং ডজনখানেক সৈন্য আহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, পাকিস্তানে দেশটির মুরতাদ সেনাবাহিনীর তিনটি পোস্টকে লক্ষ্য করে গত ১৪ মার্চ সন্ধ্যায় তীব্র হামলা চালিয়েছেন তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের জানবায মুজাহিদিন। হামলায় ভারী অস্ত্র ব্যবহার করেছিল টিটিপি, যা বেশ কয়েক ঘন্টা অব্যাহত ছিল। বাজোর এজেন্সীর ওয়ারা মুম্যান্ড সীমান্তে এই অভিযান চালানো হয়েছিল। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, এতে কমপক্ষে ৪ সৈন্য নিহত এবং ডজনখানেক সৈন্য আহত হয়েছে।

টিটিপির মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী জানান, মুজাহিদদের এই অভিযানের মাধ্যমে নাপাক বাহিনীর ৩টি পোস্ট পুরোপুরি ধ্বংস করা হয়েছিল। মুজাহিদদের হামলা এতটাই তীব্র ছিল যে, এসময় নাপাক বাহিনী মুজাহিদদের উপর পাল্টা অভিযান চালানোর সাহসও করতে পারেনি। অতঃপর আল্লাহর সাহায্যে মুজাহিদগণ পুরোপুরি নিরাপদে ঘাঁটিতে ফিরে আসেন।

কুরআনের আয়াত পরিবর্তনের রিট খারিজ না হলে মুসলিম বিশ্ব উত্তাল হয়ে উঠবে: আমীরে হেফাজত

ভারতে শিয়া ওয়াকফ বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ওয়াসিম রিজভী। সে পবিত্র কুরআন শরীফের ২৬ টি আয়াতের ওপর আপত্তি তোলে পরিবর্তনের আবেদন জানিয়ে ভারতের সুপ্রিম কোর্টে রিট করেছে। দায়ের করা রিটের তীব্র নিন্দা ও কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছেন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের আমীর, হাটহাজারী মাদরাসার শায়খুল হাদীস ও শিক্ষা পরিচালক আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী।

গত (১৪ ই মার্চ) রবিবার সংবাদমাধ্যমে প্রেরিত এক বিবৃতিতে আমীরে হেফাজত বলেন,পবিত্র কুরআন মহান আল্লাহ তায়া'লার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়া সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব। মানব জাতির মুক্তির একমাত্র সংবিধান। কোরআন শরীফ আল্লাহ তায়া'লার কালাম। আল্লাহ তায়া'লা নিজেই কিয়ামত অবধি এ কোরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। সমস্ত মুসলমানদের আকিদা বিশ্বাস, অবতীর্ণ হওয়া থেকে শুরু করে আজকের দিন পর্যন্ত কুরআন শরীফের একটি আয়াত এমনকি একটি অক্ষরও পরিবর্তন হয়নি এবং কিয়ামত পর্যন্ত কেহ পরিবর্তন করতে পারবে না। কুরআন শরীফে কোন প্রকারের পরিবর্তন সাধন হওয়ার দাবী কারী মুসলমান থাকতে পারে না, সে নিসন্দেহে কাফের।

আমীরে হেফাজত আল্লামা বাবুনগরী বলেন,ওয়াসিম রিজভী কুরআন শরীফের ২৬ টি আয়াতের ব্যাপারে আপত্তি তোলে সেগুলো পরিবর্তনের জন্য ভারতের সুপ্রিম কোর্টে রিট দায়ের করে কার্যত বিশ্বমুসলিমের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

এই রিট দায়ের করে অমার্জনীয় অপরাধ করেছে উগ্রবাদী এই শীয়া ওয়াসিম রিজভী। এর দ্বারা মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে চরমভাবে আঘাত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন শরীফের কোন আয়াত পরিবর্তনে কোর্টের রিট বিশ্বের পৌনে কোটি মুসলমান মেনে নেবে না।

হুশিয়ারী উচ্চারণ করে আমীরে হেফাজত বলেন,উগ্র হিন্দুত্ববাদী মোদি সরকারের ইসলাম বিদ্বেষী মনোভাবের কারণেই এই ওয়াসিম রিজভী আজ কুরআনের আয়াত পরিবর্তনের জন্য রিট দায়ের করার সাহস পাচ্ছে। ওয়াসিম রিজভী অতীতেও তার বক্তব্যে ইসলাম সম্পর্কে নানা বিতর্কের সৃষ্টি দিয়েছে। আজ সে প্রকাশ্যে কোরআনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্ট, পবিত্র কোরআন নিয়ে পৃথিবীর নিকৃষ্টতর কাফের শিয়াদের এমন জঘন্য কর্মকাণ্ড কখনো বরতাশত করা হবে না। অনতিবিলম্বে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট থেকে এই রিট খারিজ করতে হবে এবং বিশ্বের পৌনে দুইশো কোটি মুসলমানের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হেনে এই রিট দায়ের করার অপরাধে কুখ্যাত কাফের শীয়া ওয়াসিম রিজভীকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। দ্রুত সময়ের মধ্যে কুরআনের আয়াত পরিবর্তনের এই রিট খারিজ না হলে ভারতের বিরুদ্ধে মুসলিম বিশ্ব উত্তাল হয়ে উঠবে।

পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে হোকনা কেন পবিত্র কুরআনের বিরুদ্ধে কোন ধরনের ষড়যন্ত্র সহ্য করা না। কুরআন শরীফের ২৬ টি আয়াত তো দূরের কথা একটি অক্ষর পরিবর্তনের চেষ্টা করা হলেও বিশ্বমুসলিম বুকের তাজা রক্তের বিনিময়ে কুরআনের বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করবে বলে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করেন আমীরে হেফাজত আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী।

মোদিবিরোধী আন্দোলন করলে ডিএমপি মনিরুল ইসলামের কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হুমকি

'মুজিব চিরন্তন' প্রতিপাদ্যে আগামী ১৭ থেকে ২৬ মার্চ পর্যন্ত জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ১০ দিনব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হচ্ছে।

এ সময় দেশে মোদিবিরোধী আন্দোলন করলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে হুমকি দিয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) ভারপ্রাপ্ত কমিশনার মনিরুল ইসলাম। গত রবিবার (১৪ মার্চ) মুজিববর্ষ ও সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) ভারপ্রাপ্ত কমিশনার মনিরুল ইসলাম।

`মন্দিরে পানি খেতে যাওয়ায় মুসলিম শিশুকে' মারধরের ভিডিও ভাইরাল

একটি মুসলিম ছেলে পানি খেতে মন্দিরে গেলে তাকে বেধড়ক মারধর করে হিন্দু মালাউনরা। পরে সেই ভিডিও ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়ে। এর পর এনিয়ে সোশাল মিডিয়ায় শুরু হয়েছে হৈ চৈ। লোকজন ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতারের দাবি জানিয়ে ভিডিওটি শেয়ার করে ও এ বিষয়ে পোস্ট দেয়। টুইটারে ছড়িয়ে পড়ে হ্যাশট্যাগ `সরি'। এই ঘটনার জন্য তারা ছেলেটির জন্য দুঃখ প্রকাশ করে। ভিডিওটি ২৫ সেকেন্ডের।

এতে দেখা যাচ্ছে এক ব্যক্তি একটি শিশুর হাত ধরে হিন্দি ভাষায় তার নাম জানতে চাইছেন। জবাবে ছেলেটি জানায় তার নাম আসিফ। পিতার নাম জানতে চাওয়া হলে সে বলে হাবিব।

`মন্দিরে কি করছ?' হিন্দিতে ওই ব্যক্তি জানতে চাইলেন। `মন্দিরে পানি খেতে এসেছি,' ছেলেটি জবাব দেয়। এসময় তাকে ভীত সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছিল।

এর পর পরই শিশুটিকে মারতে শুরু করেন ওই ব্যক্তি। প্রথমে মাথায় ও পরে সারা শরীরে চড় মারতে থাকেন তিনি। এক পর্যায়ে শিশুটির হাত মুচড়ে তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে অনবরত লাথি ও কিল ঘুষি মারতে

শুরু করেন। ভিডিওটি কে বা কারা পোস্ট করেছেন সেটা জানা যায়নি। তবে মুহূর্তের মধ্যেই এটি অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ে।

একজন পুলিশ কর্মকর্তা স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমকে বলেছেন, `ভিডিওতে যে ব্যক্তি শিশুটিকে মারধর করছিলেন তিনি বিহারের বাসিন্দা।

দ্য হিন্দু পত্রিকা লিখেছে ছেলেটির পিতা সাংবাদিকদের বলেছেন, বাড়িতে ফেরার পথে তার ছেলে পিপাসার্ত হয়ে পড়লে তার ছেলে পানি খেতে ওই মন্দিরে গিয়েছিল।

এই ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার সাথে লোকজন টুইটারে হ্যাশটাগ `সরি' লিখে শিশুটির কাছে দুঃখ প্রকাশ করতে শুরু করে।

`এটা শুধু তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা নয়, সারা দেশে অজানা আরো যেসব অগণিত অন্যায় ঘটছে তার জন্যেও। আমাদের সমাজ এরকম হয়ে ওঠায় আমি লজ্জিত,' লিখেছেন অনুপম নামের এক ব্যক্তি।

সূত্র : বিবিসি

ফিলিস্তিনির উপর ইহুদি যুবকদের হামলা

পশ্চিম তীরে এক ফিলিস্তিনি ব্যাক্তি নিজ পরিবারসহ আক্রমণের শিকার হয়েছেন। আক্রমনকারী সবাই অবৈধ বসতি স্থাপনকারী ইহুদি যুবক।

গতকাল দখলকৃত পশ্চিম তীরের মাসাফের ইয়াত্তা এলাকায় এ ঘৃণ্য আক্রমণের ঘটনা ঘটে। খবর ওয়াফা নিউজের।

সংবাদ মাধ্যমটি জানায়, ফিলিস্তিনি ব্যাক্তি তাঁর স্ত্রী-সন্তানসহ গাড়িতে করে নিজ এলাকায় যাচ্ছিলেন। এ সময়, পথিমধ্যে এক ডজন ইহুদি বসতি স্থাপনকারী যুবক তাদের গাড়িকে লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করতে শুরু করে। পরে ফিলিস্তিনি ব্যাক্তি গাড়ি থামালে ইহুদি যুবকরা আক্রমণ আরও বাড়িয়ে দেয়। এ হিংস্র আক্রমণে ঐ ফিলিস্তিনি স্ত্রী-সন্তানসহ আহত হয়েছেন। পরে তাদের হেব্রনের একটি হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়ার জন্য ভর্তি করা হয়।

ঘটনার সময়ের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করা হয়। ভিডিওতে দেখা যায়, ফিলিস্তিনি ব্যাক্তিটি গাড়ি থামালে চারদিক থেকে ৮-৯ জন ইহুদি যুবক পাথর নিক্ষেপ করতে থাকে। মনে হচ্ছি এটি একটি যুদ্ধক্ষেত্র। একদিকে নিরুপায় ফিলিস্তিনি ও তাঁর দূর্বল স্ত্রী-সন্তান। অন্যদিকে একদল ইহুদি যুবক হায়েনার মতো চারদিক থেকে পাথর নিক্ষেপ। সব মিলিয়ে এক ভয়াবহ অবস্থা।

ঘটনার সময় ফিলিস্তিনির স্ত্রী নিজ মোবাইল দিয়ে ঘটানার চিত্র ধারণ করেন। ভিডিও করতে দেখে ইহুদিরা ক্ষিপ্ত হয়ে ফিলিস্তিনির স্ত্রী ও সন্তান্দের মারাত্মকভাবে মারধর করে। এ সময় ভিডিওতে মহিলার আর্তচিৎকার স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যায়।

উল্লেখ্য যে দখলকৃত পশ্চিম তীরে এবং পূর্ব জেরুজালেমে অবৈধভাবে জোরপূর্বক ৭ লাখের বেশি ইহুদি বসতি স্থাপন করেছে।

নিয়মিতই এসব ইহুদিরা ফিলিস্তিনিদের বিভিন্নভাবে হয়রানি করে থাকে। একদিকে ইহুদি সেনাবাহিনীর আগ্রাসন। অন্যদিকে ইহুদিরা সম্মিলিত আক্রমণ চালিয়ে ফিলিস্তিনিদের সম্পদ চুরি ডাকাতিসহ নানাভাবে হয়রানি করছে। মূলত, এসবের মাধ্যমে ফিলিস্তিনিদের নিজ ভূখণ্ড থেকে তাড়াতে চাচ্ছে ইসলাম ও মুসলিমদের চির শত্রু অভিশপ্ত ইহুদিরা।

১৪ই মার্চ, ২০২১

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নয়, বরং শক্তিশালী ও স্বাধীন ইসলামী ব্যবস্থা চায় তালেবান

আফগানিস্তানে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের জন্য মার্কিন প্রস্তাবের বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তালিবানের রাজনৈতিক কার্যালয়ের মুখপাত্র মুহাম্মদ নাঈম। তিনি বিশ্বাস করেন যে, একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দেশের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারেনা। এর জন্য প্রয়োজন পূর্ণাঙ্গ ও স্বাধীন ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

আফগানিস্তানে রূপান্তর প্রক্রিয়া সংক্রান্ত প্রস্তাবের বিষয়ে আল-জাজিরা তালেবানদের রাজনৈতিক কার্যালয়ের মুখপাত্র মুহাম্মদ নাঈম হাফিজাহুল্লাহ্ থেকে একটি স্বাক্ষাতকার গ্রহণ করেছে। এসময় মুহাম্মদ নাঈম (হা.) মার্কিন পরিকল্পনা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, ৪০ বছরেরও বেশি সময় ধরে দেশের অভিজ্ঞতার সাথে মিল রেখে এটি প্রমাণিত যে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারগুলি দেশের সমস্যাগুলি সমাধান করতে পারেনি। তিনি বলেছেন, অতীতেও এজাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, তবে এর কোন ফলাফল পাওয়া যায়নি।

তালেবানদের রাজনৈতিক কার্যালয়ের মুখপাত্র জোর দিয়ে বলেছেন যে, আফগানিস্তানের সমস্যা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সমাধান করতে পারবে না, বরং এর জন্য প্রয়োজন একটি শক্তিশালী ও স্বাধীন ইসলামী ব্যবস্থা

প্রতিষ্ঠা করা। এ ছাড়াও তিনি দোহা চুক্তির আওতায় মার্কিন বাহিনীকে মে মাসের মধ্যে আফগানিস্তান ছেড়ে যেতে হবে বলেও হুশিয়ারী উচ্চরণ করেন।

চীন কর্তৃক মুসলিম নিধনকে "উইঘুর গণহত্যা" বলতে নারাজ তুরস্ক

তুরস্কের ক্ষমতাসীন দল কমিউনিস্ট চীন সরকার কর্তৃক পূর্ব তুর্কিস্তানের মুসলিম নিধনকে গণহত্যা বলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

গত ১৩ মার্চ, তুরস্কের সংসদে ক্ষমতাসীন দলের (এরদোগান) জাস্টিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট দলের (AKP) দ্বারা পূর্ব তুর্কিস্তানে কম্যুনিস্ট চীন কর্তৃক মুসলিম নিধনকে "উইঘুর গণহত্যা"- আখ্যা দেয়া হবে কিনা মর্মে এক ভোটের আয়োজন করা হয়।

গত সপ্তাহে তুরস্কের সংসদে ডানপন্থী গুড পার্টি (iYi Party) পূর্ব তুর্কিস্তানে উইঘুর মুসলিমদের বিরুদ্ধে কম্যুনিস্ট চীনের দমন-পীড়নকে " উইঘুর গণহত্যা" হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। এবং জাতিসংঘে এই গণহত্যা বন্ধ ও বিচার দাবি করা যায় কিনা মর্মে একটি প্রস্তাব পেশ করে। তুরস্কের ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্টে পার্টি (MHP) সংসদের এই ব্যাপারে সমর্থন দেওয়া থেকে বিরত থাকে।

তুর্কি বাহিনীর উপর হামলার প্রথম ভিডিও প্রকাশ করল আনসার আবু বকর সিদ্দিক

আনসার আবু বকর সিদ্দিক বিগ্রেড দখলদার তুর্কি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে উত্তর-পশ্চিম সিরিয়ার ইদলিব অঞ্চলে একাধিক অভিযানের দাবি করে একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে। তবে অপারেশনের উপর নির্মিত এটিই গ্রুপটির করা প্রথম ভিডিও।

ইদলিব শহরে তুর্কি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে দলটির সর্বপ্রথম অভিযানটি চালানো হয়েছিল শিশু আহমদ আল-আবদকে তুর্কি বাহিনী কর্তৃক শহিদ করার প্রতিশোধ নিতে। ভিডিওটি খুব সংক্ষিপ্ত তবে এতে চমৎকার নাশিদও ব্যবহারও করেছে দলটি।

দলটি দাবি করে যে, অবিশ্বাসী (মুরতাদ) সেনাবাহিনী আমাদেরকে যুদ্ধ থেকে বসিয়ে রাখার সকল পন্থাই অবলম্বন করছে, তারা আমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে জড়ো হয়েছে, তাদের সৈন্যরা নিরপরাধ কোন সৈন্য নয়, কেননা তারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এবং ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য সামরিক বাহিনীতে যোগ দিয়েছে।

ইনশাআল্লাহ্, এখানে আমরা অত্যাচারী আর সীমালঙ্ঘনকারীদের কবর রচনা করবো, আর আমরা ইতিমধ্যে কয়েকটাকে কবর দিয়েছি! আর কতক সীমালংঘনকারীদের আমরা জখম দিয়েছি।

ভিডিওটিতে রাস্তায় তুরস্কের সেনাবাহিনীর একটি গাড়ি দেখানো হয়, যা পরে আইইডি দ্বারা বিস্ফোরণ করা হয়। ভিডিওর ক্যাপশনে লেখা আছে: ইদলিব শহরের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে তুর্কি ন্যাটো সেনাবাহিনীর একটি গাড়িকে টার্গেট করা হয়েছে।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় কর্নেলসহ ৮ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলীয় দেশ সোমালিয়ায় ২টি পৃথক হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা, এতে এক কর্নেলসহ ৮ মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১৩ মার্চ শনিবার দুপুরবেলা, রাজধানী মোগাদিশু বিমানবন্দরের আফসেনি এলাকায় কর্নেল ওমর আবদেল রহমানের গাড়ি লক্ষ্য করে একটি সফল বোমা বিস্ফোরণ করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে কর্নেলসহ তার ৩ দেহরক্ষী গুরুতর আহত এবং অপর এক দেহরক্ষী নিহত হয়।

একইদিন দেশটির দক্ষিণাঞ্চলীয়, বাইদাউয়ে শহরের মুরতাদ বাহিনীর উপর অন্য একটি হামলা চালান মুজাহিদগণ। এতে ৩ সৈন্য আহত হয়, আহত সৈন্যদের অবস্থা আশংকাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।

গুজরাটে মুসলিম হত্যার খলনায়ক মোদীকে স্বাগত জানাতে পারে না বাংলাদেশ

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বাংলাদেশের জনগণ স্বাগত জানাতে পারে না। কারণ, ভারত তিস্তাসহ অভিন্ন নদীসমূহের পানি প্রবাহ শুষ্ক মৌসুমে প্রত্যাহার করেছে। সীমান্তে বাংলাদেশী জনগণকে হত্যা করছে, কাশ্মীরে মুসলিম গণহত্যা চালাচ্ছে। বাংলা ভাষাবাসীদের নাগরিকত্ব বাতিলের পাঁয়তারা করছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বার বার নগ্ন হস্তক্ষেপ করছে। কাশ্মীর গুজরাটসহ ভারতে মুসলমানদের রক্তে বার বার রঞ্জিত হয়েছে নরেন্দ্র মোদীর হাত।

সুতরাং ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আগমনে বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক জনগণ নরেন্দ্র মোদীকে স্বাগত জানাতে পারে না।

গত (১৩ মার্চ) শনিবার বিকাল ৬টায় জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ-এর পল্টনস্থ কার্যালয়ে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ এর সহসভাপতি আল্লামা আব্দুর রব ইউসুফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সমমনা ইসলামী দলসমূহের নেতৃবৃন্দ উপরোক্ত কথাগুলো বলেন।

মালাউন মোদীর বাংলাদেশ সফর: তিস্তা, সীমান্ত হত্যার সমাধানে যাবে না ভারত

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দুই দিনের সফরে ঢাকায় আসছে ২৬শে মার্চ। গুজরাটের কসাই খ্যাত মালাউন মোদী এমন এক সময়ে ঢাকায় আসছে, যখন ভারতের সাথে সম্পর্কে প্রত্যাশার ক্ষেত্রে হতাশা ভোগছে বাংলাদেশের জনগণ।

ভারতে নাগরিকত্ব আইন এবং মুসলমিদের নিয়ে নরেন্দ্র মোদীর সরকার বা বিজেপির রাজনীতি অনেক সময় বাংলাদেশকে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলেছে।

ট্রানজিট সুবিধাসহ ভারতের নানা চাহিদা পূরণ করার পরও বাংলাদেশ কী পেয়েছে- সেই প্রশ্ন উঠছে।

বাংলাদেশের কথিত স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি এবং মুজিব জন্ম শতবর্ষের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে তার এই সফর।

এই সফরকে সামনে রেখে গত ৯ই মার্চ সীমান্তবর্তী ফেনী নদীর ওপর একটি সেতুর উদ্বোধন করা হয়েছে। সেতুটি সরাসরি যুক্ত করেছে বাংলাদেশ ও ভারতের উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলোকে।

এখন ভারতের এই রাজ্যগুলো সেতু দিয়ে সহজে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করে পণ্য আনা নেয়া করতে পারবে।

পাঁচ বছর আগেই ভারতের জন্য চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার বা ট্রানজিট-ট্রান্সশিপমেন্টের সুবিধা কার্যকর হয়েছে।

কিন্তু বাংলাদেশের প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির ফারাক এখন নানা আলোচনার জন্ম দিচ্ছে।

'ভারত সবই পেয়েছে'

সাবেক একজন পররাষ্ট্র সচিব তৌহিদ হোসেন বলেছেন, ভারত তাদের চাহিদার সবই পেয়েছে। কিন্তু তার তুলনায় বাংলাদেশের প্রাপ্তি না থাকায় এখানে হতাশা বাড়ছে বলে তিনি মনে করেন।

"ভারত তাদের ট্রানজিটের ব্যাপার ছিল। এই সমস্যাগুলোতে কিন্তু বাংলাদেশ পরিপূর্ণভাবে সহযোগিতা করেছে তাদের উদ্বেগ দূর করার জন্য। এসব ব্যাপারে ভারতের কিন্তু আর চাওয়ার কিছু নাই," মন্তব্য করেছেন তৌহিদ হোসেন।

"ফেনীর নদীর ওপর এই ব্রিজ উদ্বোধন হল। তাতে করে কানেকটিভিটির আরেকটা সুযোগ সৃষ্টি হল। আসলে ত্রিপুরার মানুষের জন্য এটা বিরাট সুবিধা হল ভারতের অন্য অংশ থেকে বা বিদেশ থেকে পণ্য আনা নেয়ার ক্ষেত্রে।"

হোসেন আরও বলেছেন, "এগুলো সবই হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের যে কয়েকটা চাওয়া ছিল, দৃশ্যত তাতে কোন অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না।"

এই সাবেক পররাষ্ট্র সচিবের বক্তব্য হচ্ছে, "তিস্তা নদীর পানি নিয়ে কিন্তু আমরা মোটামুটি নিশ্চিত ছিলাম যে তা হবে। কারণ বেশ কয়েক বছর যাবৎ একাধিক প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে আশ্বাস দিয়েছিলেন। এবং সই হওয়ার কাছাকাছিও গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। এটা এখন অনেকটাই কোল্ডস্টোরেজে চলে গেছে। যেটা একটা হতাশার কারণ।"

"আরেকটা খুব ছোট্ট অ্যাকশন ভারত নিতে পারে, সেটা হল সীমান্তে হত্যা বন্ধ করা। কিন্তু ভারতের নেতৃত্ব যে কারণেই হোক, এটার খুব প্রয়োজন মনে করছেন না," মন্তব্য করেন মি: হোসেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এখন যে ঢাকা সফরে আসছে, এবারও তিস্তা নদীর পানি বন্টন প্রশ্নে সমাধানের কোন ইঙ্গিত নেই।

এই সফরকে কেন্দ্র করে কয়েকদিন আগে ঢাকায় এসেছিল ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। তখন সাংবাদিকদের প্রশ্নে তার বক্তব্য ছিল, তিস্তা নদীর পানি বন্টন চুক্তি নিয়ে ভারত সরকার আগের অবস্থানেই আছে।

আর সীমান্তে মানুষ হত্যা বন্ধের প্রশ্নে সে সীমান্তে বাংলাদেশিরে উপরই দোষ চাপিয়েছে। সে বলেছে,"অপরাধ নয়, মৃত্যুও নয়।"

ফলে বাংলাদেশের মূল দু'টি ইস্যুতে সমাধানের ব্যাপারে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

অন্যদিকে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা নিয়ে পরিস্থিতি সামলানোর ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ ভারতকে সেভাবে পায়নি।

সম্পর্কটা কেমন?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক লাইলুফার ইয়াসমিন মনে করেন, বাংলাদেশের উদ্বেগগুলো ভারতের কাছে অগ্রাধিকার পাচ্ছে না।

"আন্তর্জাতিক সম্পর্কে আমরা দেখি প্রতিটা রাষ্ট্রেরই ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট (জাতীয় স্বার্থ) কিন্তু প্রাধান্য পায়। কিন্তু তার যে প্রতিবেশীর সাথে এমন ধরনের কথিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, সেখানে রোহিঙ্গা ইস্যুতে ভারত অন্তত নিরপেক্ষ ভূমিকা নেবে-সেটা আমরা আশা করেছিলাম। সেটাও কিন্তু করেনি।"

অধ্যাপক ইয়াসমিন আরও বলেছেন, "সে কারণে এই ক্ষোভটাও কিন্তু বাংলাদেশে রয়ে গেছে যে এখানে ভারতের সাথে বাংলাদেশের যে সম্পর্ক, সেটা কিন্তু স্ট্রাটেজিক (কৌশলগত) নয়, যেটাকে আমরা বলি ট্যাকটিক্যাল। এর মানে হচ্ছে, যখন যেটা প্রয়োজন, সেই প্রয়োজনের ভিত্তিতে সম্পর্কটা নির্ধারিত হচ্ছে।''

তিনি বলছেন ভারত বাংলাদেশের সাথে সম্পর্কের বিষয়টা দীর্ঘ মেয়াদে চিন্তা করছে না বলে দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশের উদ্বেগের জায়গাগুলোকেও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে না।

"এর আগেও আমি যেটা বলতাম যে ভারতের নেইবারহুড পলিসিটা (প্রতিবেশীদেশের সাথে সম্পর্কের নীতি) ঠিকই আছে। কিন্তু তাদের এই নীতিতে বাংলাদেশের কনসার্নগুলো (উদ্বেগগুলো) কিন্তু প্রয়োরাটাইজ (অগ্রাধিকার) একদমই করা হচ্ছে না। যেটা আমরা বার বার দেখতে পাচ্ছি," বলেন অধ্যাপক ইয়াসমিন।

২০১৭ সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরকে ঘিরে সবচেয়ে বেশি আলোচনা ছিল তিস্তার পানি ভাগাভাগি প্রসঙ্গে। তবে দু দেশের মধ্যে ২২টি চুক্তি সই হলেও তিস্তা নিয়ে চুক্তি হয়নি।

তিস্তা চুক্তিতে জট

তিস্তা নদীর পানি বন্টন চুক্তি সই না করার ক্ষেত্রে কয়েকবছর ধরেই ভারতের পক্ষ থেকে তাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির বিরোধিতার বিষয়কে কারণ হিসাবে দেখানো হয়েছে।

তবে সাবেক পররাষ্ট্র সচিব তৌহিদ হোসেন বলেছেন, ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির কারণে দেশটির রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার কেউই এর দায়িত্ব নিতে চায় না।

তিস্তা ইস্যুসহ বাংলাদেশের চাহিদাগুলোর ক্ষেত্রে ভারত সংকীর্ণ স্বার্থ দেখছে বলে তিনি মনে করেন।

হোসেন আরও বলেছেন, "কেন্দ্রীয় সরকারকেইতো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমরাতো পশ্চিমবঙ্গের সাথে চুক্তি সই করবো না। আমি মনে করি না যে, মমতা ব্যানার্জি প্রকৃত অর্থে খুব অসন্তুষ্ট হতে, যদি কেন্দ্রীয় সরকার চুক্তি করে ফেলতো।

গেরুয়া সন্ত্রাস ছড়ানো নিয়েও উদ্বেগ বাংলাদেশে

আওয়ামী লীগের ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পরের বছর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরের মধ্য দিয়ে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়।

তখন ভারতে ছিল কংগ্রেস সরকার। সেই প্রেক্ষাপটে ২০১১ সালে ঢাকা সফরে এসেছিলেন দেশটির তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ড: মনমোহন সিং।

পরে ভারতে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকার গঠনের পরও আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ট হওয়ার কথা বলা হয় দু'পক্ষ থেকেই।

কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকারের টানা ১২ বছরে বাংলাদেশের প্রত্যাশার জায়গায় ফারাক রয়ে গেছে।

অন্যদিকে ভারতে নাগরিকত্ব আইন এবং মুসলিমদের নিয়ে মোদী সরকার বা বিজেপির রাজনীতিও বাংলাদেশে বিভিন্ন মহলে উদ্বেগ তৈরি করছে।

"আমরা যেটা দেখছি, ভারতে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব এবং এমনকি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর মতো ব্যক্তিরাও প্রকাশ্যে বক্তব্য রাখছেন যে, অবৈধ অভিবাসী যারা আছে, তাদের ভারত থেকে বের করে দেয়া হবে। এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে নানান নেতিবাচক ও খুব অবজেকশনমূলক বক্তব্য তারা দিচ্ছে।"

সঈদ ইফতেখার আহমেদ বলছেন: "এর প্রতিক্রিয়ায় আমরা দেখছি বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির একটা ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। যার ফলে ভারত বিরোধী সেন্টিমেন্টটা আরও ব্যাপকহারে বাড়ছে।"

নরেন্দ্র মোদীর এবারের ঢাকা সফরেও বাংলাদেশের মূল সমস্যাগুলো দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় কতটা অগ্রাধিকার পাবে-তা নিয়েও বিশ্লেষকদের অনেকে প্রশ্ন তুলেছে।

তিস্তা নদীর পানি বন্টন ইস্যু নিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রীর বক্তব্য হচ্ছে, "তিস্তা চুক্তি সই হয়ে আছে। বাস্তবায়ন হয়নি, কারণ তাদের কিছু সমস্যা আছে।

সূত্র: বিবিসি

১৩ই মার্চ, ২০২১

মহিলাদের পর্দা এবং ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র বন্ধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে শ্রীলঙ্কা

শ্রীলঙ্কা প্রশাসন মুসলিম মহিলাদের ফরজ বিধান পর্দা এবং দেশটির ১০০০ (এক হাজার) ইসলামী স্কুল বন্ধ করার প্রস্তুতির কথা জানিয়েছে।

গত ১২ মার্চ শুক্রবার আয়োজিত এক বৈঠকে শ্রীলঙ্কা সরকার এই সিদ্ধান্তগুলি অনুমোদন করেছে। এমনিভাবে দেশটির জননিরাপত্তা মন্ত্রী সরথ বীরসেকেরা শনিবার এক সংবাদ সম্মেলনে ইসলাম বিদ্বেষী এই সিদ্ধান্তের কারণ হিসাবে জাতীয় সুরক্ষার অযুহাতকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করেছে। সে এও বলেছে যে মুসলমানরা বোরকা জাতীয় কোন কিছু পরতে পারবে না, কারণ এটি চরমপন্থার প্রতীক! সে আরো উগ্রতাভাব প্রকাশ করে জানিয়েছে যে, তারা এই প্রথাটিকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করবে।

বীরসেকেরা আরও একধাপ এগিয়ে বলেছে যে, তারা দেশটিতে মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত ১০০০ টিরও (এক হাজার) বেশি ইসলামিক স্কুল বন্ধ করে দেবে। তার পুরো বক্তব্য জুড়েই ছিল ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী কথাবার্তা।

শ্রীলঙ্কায় মুসলমানদের উপর হামলা

২০০৯ সালে তামিল বিচ্ছিন্নতাবাদী ও দেশটির কাফের সরকারী বাহিনীর মধ্যে গৃহযুদ্ধের অবসানের পরে, দেশের প্রায় দশ শতাংশ মুসলিম নাগরিকরা মুশরিক হিন্দু ও সিংহল বৌদ্ধদের দ্বারা আক্রমণের শিকার হন, এরপর থেকে এধারা আরো তীব্র আকার ধারণ করতে থাকে। এরপর দেশটির খ্রিস্টান সন্ত্রাসী দলগুলিও সরকারের ছত্রছায়ায় ২০১৯ এর পরে এই আক্রমণগুলিতে যোগদান করে।

সর্বশেষ করোনা ভাইরাস মহামারীকে অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করে মুসলমানদের দেহকে জোর করে আগুনে পোড়াতে শুরু করে দেশটির সরকার।

এবার ভুট্টাখেত থেকে লাশ উদ্ধার

জয়পুরহাটের পাঁচবিবি উপজেলায় অজ্ঞাতপরিচয় (৩৫) এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার কর হয়েছে ।

আজ শনিবার সকালে উপজেলার বাগজানা ইউনিয়নের উত্তর কৃষ্ণপুর গ্রামের ভুট্টাখেত থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়।

বাগজানা ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান নাজমুল ইসলাম জানান, স্থানীয় লোকজন মাঠের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ভুট্টাখেতে এক ব্যক্তির লাশ পড়ে থাকতে দেখেন। তাঁরা কেউই লোকটিকে চিনতে পারেননি।

দাউদকান্দিতে তাগুত ইউএনও বন্ধ করে দিলো জায়েজ বিয়ে

কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার নোয়াগাঁও গ্রামে তাগুত প্রশাসন একটি জায়েজ বিবাহ বন্ধ করে দিয়েছে। শুক্রবার বিকেলে দাউদকান্দি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কামরুল ইসলাম খান অভিযান চালিয়ে এ 'বাল্যবিবাহের' নামে জায়েজ বিবাহ বন্ধ করে দেয়। এ সময় উপস্থিত ছিলো বিটেশ্বর ইউনিয়ন পরিষদের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য মো. ওয়াছেক মিয়া।

এ ঘটনায় কনে পড়তেন অষ্টম শ্রেণিতে। নারায়ণগঞ্জের এক ছেলের সঙ্গে আজ তার বিয়ের আয়োজন চলছিল। কথিত বাল্যবিবাহের কথা বলে বন্ধ করে দেয়া হয় ইসলাম সমর্থিত জায়েজ বিয়ে।

এলাকাবাসী জানান, নারায়ণগঞ্জের এক ছেলের সঙ্গে আজ তার বিয়ের কথা ছিলো। পরে তাগুত ইউএনও কামরুল ইসলাম খান ঘটনাস্থলে গিয়ে উক্ত বিবাহ বন্ধ করে। প্রথম আলো

ফটো রিপোর্ট | তালেবানদের বিনোদনমূলক আয়োজনের দৃশ্য

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের সাংস্কৃতিক কমিশন পারওয়ান প্রদেশের সিয়াগার্ড জেলার শিক্ষার্থী এবং সাধারণ মানুষের জন্য বিনোদন এবং উৎসাহমূলক একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এসময় স্থানীয় শিক্ষার্থী এবং সাধারন আফগানীদের পাশাপাশি তালেবান মুজাহিদিনও এক পর্যায়ে ফুটবল খেলায় অংশগ্রহণ করেন।

https://alfirdaws.org/2021/03/13/47791/

পাকিস্তান | টিটিপির হামলায় ৪ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য হতাহত

পাকিস্তানের রাওয়াল-পিন্ডি এবং উত্তর ওয়াজিরিস্তানে দেশটির সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে ২টি সফল অভিযান চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদগণ। এতে ২ সৈন্য নিহত এবং আরো ২ এরও অধিক সৈন্য আহত হয়েছে।

উমর মিডিয়ার সূত্রে জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার রাতে, পাঞ্জাব প্রদেশের রাওয়ালপিন্ডি নগরের ক্যারিজ ফ্যাক্টরির কাছে পুলিশ সদস্যদের লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিলেন পাক-তালেবান মুজাহিদিন। এসময় গুলিবিদ্ধ হয় পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর নাভিদ। আহত হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই সে নিহত হয় এবং হামলাকারী মুজাহিদগণ নিরাপদে ঘাঁটিতে ফিরতে সক্ষম হন।

অন্যদিকে, এদিন উত্তর ওয়াজিরিস্তানের একটি পাক সেনা দুর্গে টিটিপি ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়। এতে দুর্গের অভ্যন্তরে আগুন লাগে যায়। যার ফলে অগ্নিকাণ্ডে মুরতাদ বাহিনীর আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি হওয়া ছাড়াও এক সৈন্য নিহত এবং ২ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য আহত হয়।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ উভয় হামলার দায় স্বীকার করেছেন।

বাংলাদেশে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ফাঁদ

বাংলাদেশে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন একাধিক কারণে সমালোচনার সম্মুক্ষিন হচ্ছে । যদিও সরকার বলছে যে আইনটি যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে , তবুও সাম্প্রতিক সময়ে এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে , যখন এই আইনে গ্রেপ্তার একজন বন্দি অবস্থায় মারা গেছে এবং অপর একজন জামিনে মুক্তি পেয়ে অসুস্থ্য অবস্থায় রয়েছে। এছাড়াও বহু ক্ষেত্রে ইসলামপন্থী অনেক সদস্যকেও বিভিন্ন সময় এই আইনে আটক ও অত্যাচারের ঘটনা ঘটছে।

এ প্রসঙ্গে কথা বলেছেন মানবাধিকার কর্মী এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবি দিলরুবা শরমিন , যিনি মনে করেন এই আইন বিরোধীদের বিপক্ষেই প্রয়োগ করা হচ্ছে এবং মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই আইন বিলুপ্ত হওয়া দরকার । আর তাঁর সঙ্গে স্কাইপে কথা বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যারিল্যান্ড থেকে ভয়েস অফ আমেরিকার মাল্টিমিডিয়া সংবাদ সম্প্রচারক আনিস আহমেদ ।

সাউথ এশিয়ান মনিটর

নিধনের ফাঁকা বুলি, ঢাকায় মশার ঘনত্ব বেড়েছে চারগুণ

ঢাকার সিটি করপোরেশন নির্বাচন এলেই নাগরিক সেবার নানান প্রতিশ্রুতি দেন প্রার্থীরা। সেই তালিকায় সবার ওপরে থাকে মশা নিধন। প্রার্থীদের দেয়া সেই মিথ্যে প্রতিশ্রুতিতে আশায় বুক বাঁধেন নগরবাসী। তবে হতাশার কথা হলো, এখন পর্যন্ত ঢাকার কোনো মেয়রই মশা নিধন বা নিয়ন্ত্রণে সফলতা অর্জন করতে পারেননি। উল্টো দিন যতোই যাচ্ছে, রাজধানীতে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মশা। বাড়ছে মশাবাহিত রোগ, এমনকি সেই রোগে ঝরছে প্রাণও।

রাজধানীতে মশার ঘনত্ব নিয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক এক গবেষণার তথ্য বলছে, গত বছরের জুন থেকে সেপ্টেম্বরের তুলনায় চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় মশার ঘনত্ব চারগুণ বেড়েছে। এখন যে মশা দেখা যাচ্ছে, তার মধ্যে ৯০ শতাংশই কিউলেক্স মশা। সাধারণত শুষ্ক মৌসুমে কিউলেক্স মশার প্রকোপ বাড়ে।

অথচ গত বছরের ১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি) ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি) নির্বাচনের আগে মশা নিধনে নানা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন নির্বাচিত মেয়রেরা।

ডিএসসিসিতে শেখ ফজলে নূর তাপস মেয়র হওয়ার আগে সংস্থার সাবেক মেয়র সাঈদ খোকনের মশা নিধন কার্যক্রমের নানা অসঙ্গতি তুলে ধরে সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু এক বছরের মাথায় তাকেই সইতে হচ্ছে সেই সমালোচনা।

একইভাবে সমালোচনার মুখে পড়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরশনের (ডিএনসিসি) মেয়র আতিকুল ইসলাম। মশা নিধনে তিনিও তার প্রতিশ্রুতি যথাযথভাবে রক্ষা করতে পারেননি।

নগরবিদ ও কীটতত্ত্ববিদেরা বলছেন, নির্বাচনের আগে মেয়রপ্রার্থীরা মশা নিধন, যানজট নিরসনসহ অনেক প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু এর অধিকাংশই সিটি করপোরেশনের একার পক্ষে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। আর যেসব প্রতিশ্রুতি সরাসরি সিটি করপোরেশনের বাস্তবায়ন করার কথা, সেগুলোতেও তারা অনেকাংশ সফল হতে পারেননি। তাই আগে নিজ সংস্থার কাজগুলো ঠিক মত করতে হবে।

মশা নিধনের নামে যতো উদ্যোগ

১৯৯০ সালের আগে ঢাকা সিটি করপোরেশন 'ঢাকা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন' নামে পরিচিত ছিল। পরে নাম পরিবর্তন হয়ে ঢাকা সিটি করপোরেশন করা হয়। ১৯৯৪ সালের ৩০ জানুয়ারি নগরবাসীর প্রত্যক্ষ ভোটে মোহাম্মদ হানিফ ঢাকা সিটি করপোরেশনের প্রথম মেয়র নির্বাচিত হন। মেয়র নির্বাচিত হওয়ার আগের দিন তিনি মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে জনসভা করেছিলেন। ওই জনসভায় তিনি নির্বাচনী ইশতেহার চারটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এর মধ্যে মশা নিয়ন্ত্রণে স্থায়ী পরিকল্পনা ছিল অন্যতম।

২০১৫ সালের এপ্রিলে নির্বাচনী ইশতেহারে 'মশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা' করে ডিএনসিসিতে আনিসুল হক ও ডিএসসিসিতে সাঈদ খোকন মেয়র নির্বাচিত হন। এর মধ্যে ২০১৭ সালে আনিসুল হক মারা যাওয়ার পর নগরে ব্যাপকভাবে চিকুনগুনিয়ার প্রকোপ বেড়ে যায়। ২০১৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকাসহ সারাদেশে এডিস মশার বিস্তার ঘটে।

পূর্বপ্রস্তুতি না থাকায় তা নিয়ন্ত্রণে দুই সিটি করপোরেশনকে হিমশিম খেতে হয়েছে। তখন দুই সিটি করপোরেশনের ওষুধের মান, কেনাকাটায় অনিয়ম, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়িত্ব অবহেলাসহ অনেক বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন নাগরিকেরা। এমনকি সাঈদ খোকন মেয়র পদে নির্বাচনে দ্বিতীয় দফায় আওয়ামী লীগের মনোনয়ন চাইলেও না পাওয়ার পেছনে এই মশা নিধনে ব্যর্থতাও দায়ী বলে ধারণা বিশ্লেষকদের। সরকারি হিসাবে ২০১৯ সালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয় ১১১ জন মারা যান।

মশা নিধনের নামে ৪ বছরে ডিএসসিসির ব্যয় ৭৬ কোটি

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের হিসাব বিভাগ সূত্র জানায়, (ডিএসসিসি) গত চার বছরে শুধু মশা মারতে ৭৬ কোটি ৩৫ লাখ টাকা খরচ করেছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে প্রতিবছরই মশা আগের তুলনায় বাড়ছে। এখন চলতি অর্থবছরে প্রায় ৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছেন মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস। এর মধ্যে গত জুন থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত খরচ হয়েছে প্রায় সাত কোটি টাকা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ডিএসসিসির এক কর্মকর্তা বলেন, ঢাকার লেক, জলাশয়, পুকুরের পানি অনেক নোংরা। সেখানে প্রচুর জীবাণু রয়েছে। বাস্তবতা না বুঝে হাঁসগুলো ছাড়া হয়েছিল। এরমধ্যে বিদেশি প্রজাতির হাঁসের

সংখ্যাই বেশি ছিল। অথচ এসব হাঁস দেখভাল এবং খাবারের ব্যবস্থা করেনি সংস্থাটি। ফলে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই অধিকাংশ হাঁস মারা যায়। এখন নগরে কিউলেক্স মশার প্রভাব বাড়লেও ডিএসসিসি তেমন কোনো কর্মসূচি নেয়নি। আগের মতোই মশা নিধন কার্যক্রম ঢিলেঢালাভাবে চলছে।

ডিএনসিসির নোভালুরন ব্যবহৃত এলাকায়ই বেশি মশা

গত বছরের অক্টোবর থেকে কিউলেক্স মশা নিয়ন্ত্রণে গুলশান, বনানী, উত্তরা, মিরপুরের ৬২৯টি লেক, খাল, জলাশয় চিহ্নিত করে ট্যাবলেট বড়ির মত দেখতে নোভালুরন ওষুধ ব্যবহার শুরু করে ডিএনসিসি। মশার প্রজনন ও বংশবিস্তার রোধে ওই ওষুধ ব্যবহার করেছিল বলে জানায় সংস্থাটি। কিন্তু এখন এই এলাকাগুলো শহরের অন্যতম মশাপ্রবণ এলাকা হিসেবে আলোচিত। অর্থাৎ ডিএনসিসির নোভালুরন পদ্ধতি কাজে লাগেনি বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

ডিএনসিসির স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্র জানায়, কিউলেক্স মশা নিধনে গত ৮ মার্চ থেকে ডিএনসিসির ১০টি অঞ্চলে একযোগে ক্রাশ প্রোগ্রাম কর্মসূচি শুরু করেছেন তারা। এই কর্মসূচিতে এক হাজার ৪০০ কর্মী কাজ করছেন। এর মধ্যে ১০ মার্চ মেয়র আতিকুল ইসলামের উপস্থিতিতে মোহাম্মদপুরের রিং রোডে সূচনা কমিউনিটি সেন্টারের সামনে থেকে ক্রাশ প্রোগ্রাম কর্মসূচি শুরু করে ডিএনসিসি। তবে এই ক্রাশ প্রোগ্রামে মশার উপদ্রব কমছে না বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দারা।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কীটতত্ত্ববিদ অধ্যাপক কবিরুল বাশার জাগো নিউজকে বলেন, ‘এডিস এবং কিউলেক্স মশা নিধনে সিটি করপোরেশনকে বছরব্যাপী কর্মসূচি নিতে হবে। ওষুধের গুণগতমান এবং ব্যবহার যথাযথভাবে নিশ্চিত করতে হবে। যদিও ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনের ওষুধের মান এবং ব্যবহার নিয়ে অনেক প্রশ্ন রয়েছে।’

রোজার আগেই চড়ছে ভোগ্যপণ্যের বাজার

দুই মাস ধরেই চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে চাল ও ভোজ্যতেল; রোজার একমাসেরও কম সময় বাকি থাকতে নতুন করে বেড়েছে পেঁয়াজ ও ব্রয়লার মুরগির দাম।

একের পর এক ভোগ্যপণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ার প্রবণতার মধ্যে রোজাকে কেন্দ্র করে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি নিয়ে উদ্বেগে রয়েছেন ভোক্তারা।

দেশি মুড়িকাটা ও হালি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে প্রতিকেজি ৫০ টাকা থেকে ৫৫ টাকায়, যেগুলোর দাম দুই সপ্তাহ আগেও ২৫ টাকা থেকে ৩০ টাকা ছিল।

একইভাবে ব্রয়লার মুরগি বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি ১৬০ টাকা, যা দুই সপ্তাহ আগে ছিল ১৩০ টাকায়।

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের এমন দাম বৃদ্ধিতে ক্ষোভ প্রকাশ করে তার জন্য ব্যবসায়ীদের লোভ ও সরকারের নজরদারির অভাবকে দায়ী করেন কারওয়ান বাজারে কেনাকাটা করতে আসা মোহাম্মদ সেলিম।

বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে তিনি বলেন, "এবার রোজার আগেভাগেই ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটগুলো রোজার দাম বাড়াতে শুরু করেছে। এখনই সরকার নজর না দিলে রোজায় নতুন নতুন সিন্ডিকেট যুক্ত হতে পারে।"

দুই সপ্তাহের ব্যবধানে পেঁয়াজের দাম দ্বিগুণ হলেও তার কারণ জানতে চাইলে ব্যবসায়ীদের কথায় সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। তবে কেউ কেউ বলছেন, মুড়িকাটা দেশি পেঁয়াজের সরবরাহ প্রায় শেষের পথে থাকায় বাজারে তার প্রভাব পড়েছে।

কারওয়ান বাজারের পাইকারি বিক্রেতা আবুল কালাম বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বলেন, হালি পেঁয়াজগুলো উঠতে শুরু করেছে। রোজা আসতে আসতে দাম আবার কমে যাবে।

এই বাজারে প্রতি কেজি দেশি হালি পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে ৪২ টাকায়, আর ভারতীয় ক্রস জাতের পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে ৩৫ টাকায়। তবে মিরপুর বড়বাগ কাঁচাবাজারে প্রতি কেজি দেশি পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে ৫০ টাকা থেকে ৫৫ টাকায়।

গত এক সপ্তাহে বেড়েছে সব ধরনের মুরগির দাম। মিরপুরে ব্রয়লার মুরগির দাম কেজিতে ৩০ টাকা বেড়ে ১৬০ টাকা হয়েছে। লেয়ার মোরগের দাম উঠেছে ২২০ টাকায়; কেজিতে বেড়েছে ২০ টাকা, পাকিস্তানি বা সোনালী মুরগীর দাম উঠেছে ৩৬০ টাকায় যা সাধারণ ২৮০ টাকা থেকে ৩০০ টাকায় বিক্রি হয়ে থাকে।

বড়বাগের একজন বিক্রেতা বলেন, মুরগীর সরবরাহ কিছুটা কমে গেছে, পাশাপাশি খামার মালিকরা দামও কিছুটা বাড়িয়ে দিয়েছেন। কারণ মুরগীর খাবারের দাম বেড়েছে অস্বাভাবিক।

সয়াবিন তেলের কেজি ১৩০ টাকা

গত মাসের মাঝামাঝি সময়ে সরকার সব স্তরে তেলেও দাম নির্ধারণ করে দিলেও খুচরায় সর্বত্র সেই সিদ্ধান্ত মানা হচ্ছে না।

পীরেরবাগ, বগবাগ এলাকার মুদি দোকানগুলোতে দেখা যায়, প্রতিকেজি সয়াবিন তেল বিক্রি করা হচ্ছে ১৩০ টাকায়। তবে সরকারের পক্ষ থেকে প্রতি লিটার খোলা সয়াবিন তেল সর্বোচ্চ ১১৫ টাকায় বিক্রি করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল।

প্রতি লিটার সয়াবিন (খোলা) মিল গেইটে ১০৭ টাকা, পরিবেশক মূল্য ১১০ টাকা এবং খুচরা মূল্য ১১৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতি লিটার বোতলজাত সয়াবিন মিলগেট মূল্য ১২৩ টাকা, পরিবেশক মূল্য ১২৭ টাকা এবং খুচরা মূল্য ১৩৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

কারওয়ান বাজারে তেলের পাইকারি দোকানিদের কেউ কেউ মিল গেইটে বাড়তি দাম নেওয়ার অভিযোগ করলেও তা উড়িয়ে দিয়েছেন তেল পরিশোধকরা।

আরেক তেল পরিশোধনকারী টিকে গ্রুপের পরিচালক মোস্তফা হায়দার বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বলেন, অনেকে তেলের অর্ডার করার পর সময় মতো তা গ্রহণ না করে অপেক্ষায় রাখেন। আবার অনেক সময় একসঙ্গে অনেকেই পুরোনো অর্ডারের তেল চেয়ে বসেন। এসব কারণে কখনও কখনও সরবরাহে কিছুটা বিলম্ব হয়।

খুচরা বাজারে এখনও সরু চাল ৬০ টাকা থেকে ৬৬ টাকা, মাঝারি চাল ৫২ টাকা থেকে ৫৮ টাকায় এবং মোটা চাল ৪৬ টাকা থেকে ৫০ টাকায় প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে।

টিসিবির হিসাবে, গত এক মাসে সরু চালে ৫ শতাংশ, মাঝারি চালে ২ শতাংশ এবং মোটা চালে ৪ শতাংশ হারে দরবৃদ্ধি ঘটেছে।

সূত্র: বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

১২ই মার্চ, ২০২১

‘কারাগারে দাঁতে ব্যথা হলে যে ওষুধ, মাথা ব্যথা হলেও একই ওষুধ’

বাংলাদেশে সম্প্রতি লেখক মুশতাক আহমেদের মৃত্যুর পর কারাগারে মৃত্যু নিয়ে ব্যাপক উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। জেলখানায় মৃত্যুর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কর্তৃপক্ষ স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে বলেই দাবি করলেও অনেক ক্ষেত্রেই মৃতের পরিবার, মানবাধিকার সংস্থা এমনকি সাধারণ মানুষের কাছে এসব মৃত্যু কতটা স্বাভাবিক তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়।

বেসরকারি মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, ২০২০ সালে কারাগারে ৭৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের পরিসংখ্যান বলছে, গত ৫ বছরে জেলখানায় মারা গিয়েছেন কমপক্ষে ৩৩৮ জন বন্দী।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে আটক লেখক মুশতাক আহমেদ জামিন না পেয়ে দশমাস কারাবন্দী থাকা অবস্থায় মারা যায়। তার মৃত্যুকে সরকারের পক্ষ থেকে স্বাভাবিক মৃত্যু হিসেবে দাবি করা হয়।

এ বছরই কিশোরগঞ্জের এক ব্যক্তি নেশা ছাড়াতে ছেলেকে কারাগারে পাঠিয়েছিলেন সংশোধনের জন্য, দুমাস না যেতেই ফেরত পেয়েছেন ছেলের লাশ।

এছাড়া ২০১৯ সালে পঞ্চগড় জেলা কারাগারে আগুনে পুড়ে মারা যায় আইনজীবী পলাশ কুমার রায়। তদন্তে এই মৃত্যুকে কর্তৃপক্ষ আত্মহত্যা বলে জানায় যদিও পলাশের পরিবারের কাছে শুরু থেকেই এ তদন্ত প্রতিবেদন ছিল প্রশ্নবিদ্ধ।

কারাবন্দী কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে কতটা সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত হয় – তা নিয়ে যেমন প্রশ্ন থাকে সেই সাথে জেলখানায় বন্দীরা কতটা চিকিৎসা সুবিধা পায় রয়েছে সে প্রশ্নটিও।

কারাগারে একাধিক মৃত্যু দেখেছেন এমন একজন তার অভিজ্ঞতা থেকে বলেন, জেলখানায় মৃত্যুগুলোকে তার ভাষায় কোনভাবেই স্বাভাবিক মৃত্যু বলার সুযোগ নেই।

"প্রচণ্ড পরিমাণ একটা মেন্টাল টর্চারের মধ্যে থাকতে হয় জেলের মধ্যে। মানসিক চাপের মধ্যেও থাকতে হয়। এত মানসিক নির্যাতনের মধ্যে স্বাভাবিক মৃত্য হতে পারে না। কিন্তু আমি মনে করি এগুলো স্বাভাবিক মৃত্য না।"

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই ব্যক্তি কারাগারে একাধিক কারাগারে দীর্ঘদিন জেল খেটেছেন। কারাবাসের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি ধারণা দেন জেলখানার স্বাস্থ্যসেবা নিয়েও।

"কিছু সরকারি গতানুগতিক ওষুধ আছে। আপনার দাঁতে ব্যথা হলে যে ওষুধ, মাথা ব্যথা হলেও একই ওষুধ। আর ট্রিটমেন্টটাও ঠিকমতো হয় না।"

তিনি বলছেন, "জেলখানাতে একটা হসপিটাল আছে। বাট সে হাসপাতালে থাকতে হলে আপনার টাকা থাকতে হবে। হঠাৎ যদি কেউ অসুস্থ্য হয়ে পড়ে, তাহলে পারমিশন লাগবে। সেই পারমিশন নিতে নিতে যদি আপনি মারা যান, তাহলে আরতো ট্রিটমেন্ট নেয়ার দরকার নাই। বলা হবে স্বাভাবিক মৃত্যু।"

জেলখাটা ওই ব্যক্তির অভিজ্ঞতার সাথে মিল পাওয়া যায় দেশের বিভিন্ন কারাগারে বহু বছর কাজ করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এক ব্যক্তির সঙ্গে বিস্তারিত আলাপে।

"কারাগারে একজন রোগী অসুস্থ হলেও প্রাথমিক পর্যায়ে খুব একটা আমলে নেয়া হয় না। এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিষয়।"

তার কথায়, "যখন চূড়ান্ত অসুস্থ্য হয়ে পড়েন, তখন দৌড়-ঝাপ শুরু হয়। আর আরেকটি কারণ হল- প্রকৃত অসুস্থ রোগীরা হাসপাতালে জায়গা পায় না। প্রভাবশালীরাই কারা হাসপাতালে বেড পায়। যাদের টাকা আছে, তারা বেড পায়।"

"আর চাইলেই কিন্তু একজন রোগী কারাগারে চিকিৎসা নিতে পারে না। তাকে অনুমোদনের দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। যখন বন্দী মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন কর্তৃপক্ষ বাইরে হাসপাতালে পাঠায়"।

মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্র জেলখানায় মৃত্যু নিয়ে কারা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখে। বন্দী মৃত্যু নিয়ে তাদের চিঠির যে জবাব আসে সেগুলোতেও গৎবাঁধা স্বাভাবিক মৃত্যু অথবা আত্মহত্যার উল্লেখ থাকে।

সংগঠনটির সিনিয়র উপপরিচালক নীনা গোস্বামী বলেন, "প্রায় প্রতিটি মৃত্যুর ঘটনাই আমরা জেল কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চাই যে কী ঘটেছিল। সঠিক তদন্ত হয়েছে কিনা, তদন্ত হলে রিপোর্ট কী?"

"অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা উত্তরও পাই। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বলা হয় স্বাভাবিক মৃত্যু। কিন্তু উত্তর পেলেও আমাদের জিজ্ঞাসা থেকেই যায়। যে স্বাভাবিক মৃত্যু হলেও যথেষ্ট পরিমান তাকে চিকিৎসা দেয়া হয়েছিল কিনা। যে যে অধিকার জেলখানাতে পাওয়ার কথা সেগুলো সে পেয়েছিল কিনা।"

নীনা গোস্বামী আরো বলেন, "আত্মহত্যা নিয়েই আমাদের যথেষ্ট প্রশ্ন যে সত্যিই আত্মহত্যা করেছিল কিনা? যে এলিমেন্টসগুলো দিয়ে আত্মহত্যা করে, সেগুলো কিন্তু তাদের কাছ পর্যন্ত পৌঁছানোর কথা না। নিরাপত্তা বিধান করা তাদের দায়িত্ব।"

"সেই নিরাপত্তা যদি দিতে না পারে এটা খুবই প্রশ্নের তৈরি করে। যে তাহলে কি যথেষ্ট নিরাপত্তা আমরা দিতে পারছি না।"

বন্দীদের মধ্যে 'বাড়ছে আত্মহত্যার প্রবণতা', একজনও মানসিক ডাক্তার নেই

বাংলাদেশে ৬৮টি কারাগারে সবসময়ই ধারণক্ষমতার চেয়ে বেশি বন্দী থাকে। এখনো দেশের কারাগারগুলোতে দ্বিগুনের বেশি বন্দী রয়েছে। কারা কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণেই উঠে এসেছে যে বন্দীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বেড়ে গেছে।

এ অবস্থায় প্রতিটি কারাগারে একজন মানসিক রোগের চিকিৎসক থাকার কথা থাকলেও বাংলাদেশের কোনো কারাগারে এখনো একজনও মানসিক চিকিৎসক নেই বলে জানায় কারা অধিদপ্তর। কারা মহাপরিদর্শক স্বীকার করেন কারাগারে চিকিৎসার ঘাটতি আছে।

সূত্র: বিবিসি বাংলা।

শাকসবজি তুলায় ৫ ফিলিস্তিনি শিশুকে গ্রেফতার

সন্ত্রাসবাদী অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েল বাহিনী ৫ জন শিশুকে গ্রেফতার করেছে। ফিলিস্তিনি নিউজ মাধ্যমগুলো জানায়, গত ১০ মার্চ অধিকৃত পশ্চিম তীরের মাসাফের ইয়াত্তা এলাকায় বন্য শাকসবজি তুলতে যায় ৫ জন শিশু। প্রত্যেকের বয়স ৭- ১১ বছরের মধ্যে। এ সময় সন্ত্রাসবাদী ইসরায়েল সেনাবাহিনী তাদের ধাওয়া করে ঘিরে ফেলে। পরে গ্রেফতার করে নিকটস্থ থানায় নিয়ে যায়। এদের মধ্যে ৩ জনই আপন ভাই।

গ্রেফতার মুহূর্তের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ভিডিওতে দেখা যায় অসংখ্য ইহুদি সেনা শিশুদের টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ সময় শিশুরা ভয়ে কাঁদছিল।

ফিলিস্তিনি সংস্থা 'ডিফেন্স ফর চিলড্রেন' (ডিসিআইপি) এর তথ্য অনুসারে গত ২০০০ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর প্রায় ১৩,০০০ ফিলিস্তিনি শিশুকে আটক করে বিভিন্ন মেয়াদে কারাবন্দী করেছে।

সংস্থাটি আরও জানায়, প্রতিবছর গড়ে ৫০০ থেকে ৭০০ ফিলিস্তিনি শিশুদের বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে থাকে ইসরায়েল।

উল্লেখ্য যে, ইসরায়েল আদালতে ফিলিস্তিনি শিশুদের বয়স্কদের মতই গন্য করা হয়।

অথচ কথিত জাতিসংঘের 'শিশু অধিকার সনদ, ১৯৮৯' আইনেও শিশুদের মানবাধিকার রক্ষায় রয়েছে ৫৪ টি ধারা। এসবের একটাও মানছে না সন্ত্রাসবাদী ইসরায়েল। দখলদার ইসরায়েল জাতিসংঘের আইনকে বৃদ্ধা আঙুল দেখিয়ে শিশু ফিলিস্তিনিদের মানবাধিকার লঙ্ঘন করে যাচ্ছেই প্রতিদিন। ফলে, এ মামলায়ও শিশুদের ভুগতে হবে জেল-জরিমানা।

পশ্চিমবঙ্গ-আসামে বিজেপির শক্তি যোগাচ্ছে সন্ত্রাসী সংঘ আরএসএস

পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বাংলাদেশের সীমান্ত প্রায় ২২০০ কিলোমিটার। আসামের সঙ্গে আড়াই শ কিলোমিটারের মতো। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের প্রায় ৬০ ভাগ পড়েছে এই দুই এলাকায়। আয়তন, ভাষা, সংস্কৃতি, ও রক্তপাত মিলেমিশে এই দুই সীমান্ত বাংলাদেশের জন্য খুবই স্পর্শকাতর।

এই দুই সীমান্তের অপর পাড়ে এখন চলছে অপরাজনীতির নির্বাচনী খেলা। দুই জায়গায়, দুই নির্বাচনেই সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আছে আরএসএস-বিজেপি। জয়ের পাল্লা তাদের দিকেই ভারী। অথচ এক দশক আগেও পরিস্থিতি এমন ছিল না।

এখন বেশ জোরেশোরে আরএসএস সদস্য বাড়াচ্ছে বাংলাদেশ সীমান্তের অপর পারে। তাদের এই বৃদ্ধির মধ্যে লেপটে আছে অল্প-বিস্তর বাংলাদেশ-বিদ্বেষও। তবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে কেবল বিজেপির উত্থানটুকুই দেখা যাচ্ছে। এর পেছনের চালিকাশক্তি হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বা আরএসএসের বিস্তার এবং তার আঞ্চলিক তাৎপর্য ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়ে আলাপ হয় কম।

রাজনীতির ছক পাল্টাতে চালকের আসনে আরএসএস

আরএসএসের প্রতিষ্ঠাতা কেশব হেডগেওয়ার একদা কলকাতায় চিকিৎসাবিদ্যা পড়াতো। আরএসএসের দাবি, এই শহর থেকেই সে হিন্দুত্বাবাদী অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার প্রেরণা পায়। সংগঠনের আরেক তাত্ত্বিক শ্যামাপ্রসাদের জন্মস্থানও এখানে। কিন্তু বাংলা ও আসামে আরএসএসের পক্ষে জমিন তৈরি বরাবরই কঠিন ছিল। এর কারণ, এই দুই অঞ্চলে রয়েছে উপমহাদেশের শক্তিশালী দুই ভাষা-সংস্কৃতির মানুষের বসতি।

বিশেষ করে অসমিয়া ঐতিহ্যের বিপরীতে হিন্দুত্ববাদের ভিত্তি তৈরি খুব কঠিন ছিল। স্বাধীনতার সময় বৃহত্তর আসামে আরএসএসের 'প্রচারক' ছিল মাত্র তিনজন—দাদারাও পরমার্থ, বসন্তরাও ওক এবং কৃষ্ণ প্রাণজাপি। গুয়াহাটি, শিলং ও ডিব্রুগড়ে তিনটি 'শাখা' খুলেছিল তারা। পাঞ্জাব থেকে আসা ঠাকুর রাম সিং এসেও এ কাজে হাত লাগায়। প্রায় পাঁচ দশক পর ১৯৯৮ সালে বৃহত্তর আসামে স্বয়ংসেবকদের এক সম্মেলনে সদস্যসংখ্যা দেখা গেল ৩৫ হাজার। আরও দুদশক পর তারা বিজেপিকে রাজ্যে ক্ষমতায় বসায়।

পশ্চিমবঙ্গেও তারা পিছিয়ে নেই। ছয় দশক হলো এই রাজ্যে তারা কাজ করছে। ফল মোটাদাগেই দেখা যাচ্ছে এখন। প্রথমে তারা উত্তরবঙ্গ ও কলকাতার বড় বাজারে উত্তর প্রদেশ ও বিহারের অভিবাসী শ্রমিক ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে কাজ করত। বামফ্রন্টের দাপটে এগোতে পারছিল না ভালো করে। সে সময় আরএসএসের অঙ্গসংগঠন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কর্মীরা তলোয়ার ও ত্রিশূল উঁচিয়ে রাম নবমীর মিছিল করেছে, এমন ঘটনা বিরল। এখন সেটা করা যায়। এমনকি মালদার মতো মুসলিম প্রধান জেলায় সেটা বাড়তি আয়োজনে করা হয়।

আসামে এখন আরএসএস ক্যাডারের সংখ্যা আনুমানিক ২৫ হাজার। ৯০০-এর বেশি 'শাখা' আছে তাদের। নানা নামে অঙ্গ সংগঠন আছে ২১টি। বিদ্যাভারতী স্কুল আছে প্রায় ৫০০।

এ রকম প্রতিষ্ঠান বাড়ছে পশ্চিমবঙ্গেও তুমুল গতিতে। বিদ্যাভারতীতে আরএসএসের ক্যাম্পিং হয়। সেসব ক্যাম্পে 'দেশগঠনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি' নিয়ে কর্মীরা মতবিনিময় করে।

পশ্চিমবঙ্গে আরএসএসের অঙ্গ সংগঠনের সংখ্যা আসামের চেয়েও বেশি বলে মনে করা হয়। আসামে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর আরএসএস-বিজেপি পরিবারের প্রধান টার্গেট পশ্চিমবঙ্গ। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে আরএসএস 'মিশন-বেঙ্গল' নামে আহমেদাবাদে বিশেষ সম্মেলনও করল বিজেপিকে নিয়ে। এখানেই আসন্ন ভোটে তৃণমূলের হাত থেকে ক্ষমতা নিয়ে নেওয়ার বিস্তারিত রণকৌশল ঠিক করে সংগঠকেরা।

পশ্চিমবঙ্গের ৩৪১টি ব্লকের সব কটিতে আরএসএসের ইউনিট আছে এখন। ৩ হাজার ৩৪২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তত অর্ধেকে তারা পৌঁছে গেছে। এ বছরের মধ্যে তারা প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে অন্তত একটা শাখা করতে চায়। এ মুহূর্তে শাখার সংখ্যা দুই হাজার ছুঁই ছুঁই। দক্ষিণ বাংলায় এটা বেশি। উত্তরে কম। দক্ষিণে তাদের সাংগঠনিক জেলা রয়েছে ৩৩টি; উত্তরে ১৫টি। ২০১১ সালে সব মিলে শাখার সংখ্যা ছিল ৫৮০। এক দশকে চার গুণ হয়েছে। উত্তরবঙ্গে কম হলেও দ্রুত বাড়ছে। ২০১০-এর পর তিন গুণ বেড়েছে। আরএসএসের 'শাখা'গুলো সচরাচর প্রতি ২৪ ঘণ্টায় একবার বৈঠক করার রেওয়াজ। খেলাধুলা থেকে প্রার্থনা—সবই হয় এ রকম বৈঠকে। বছরে ছয়টি উৎসবও করে তারা।

পুরো পশ্চিমবঙ্গকে আরএসএস উত্তর-দক্ষিণে সাংগঠনিকভাবে ভাগ করে নিয়েছে। উভয় ভাগের মুসলমান অধ্যুষিত গ্রামগুলোতেও তাদের 'শাখা' আছে। সেটা চলে 'সেবা'র আদলে। ভানবাসী কল্যাণ আশ্রম, বনবন্ধু পরিষদ, সমাজসেবা ভারতী প্রভৃতি বহু নামে বহু সংগঠন আছে 'সেবা'র জন্য। আর আছে বিশেষভাবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঝড় তোলার মতো বিশাল আইটি-টিম। এদের দক্ষতা বাড়াতে প্রায়ই 'আইটি-মিলন' নামের কর্মশালা হয়। আইটি-মিলন মানে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে জ্ঞান বাড়ানো। সেটা আবার শুরু হয় ভোরে 'সূর্য নমস্কার' এবং যোগসাধনা দিয়ে। তথ্যপ্রযুক্তির সঙ্গে এভাবেই সংস্কৃতিকে যুক্ত করে কর্মীদের তৈরি করা হয়। আরএসএসের পাশাপাশি প্রতিটি অঙ্গ সংগঠনেরও আইটি শাখা রয়েছে। ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ এবং টুইটারে দক্ষতা সব স্বেচ্ছাসেবকের স্বাভাবিক কাজের মধ্যে পড়ে। কেবল ভাবাদর্শ প্রচার নয়, প্রতিপক্ষকে 'ট্রল' করাও একটা 'কাজ'।

আরএসএসের সদস্য হতে সবচেয়ে বেশি আবেদন পশ্চিমবঙ্গে

আরএসএস সচরাচর সরাসরি রাজনৈতিক তৎপরতায় থাকে না এবং বিজেপির রাজনৈতিক অগ্রগতির কৃতিত্বও দাবি করে না। কিন্তু সামান্য ব্যতিক্রম বাদে সব রাজ্যে বিজেপির নেতৃত্বে আছেন তাদের তৈরি সংগঠকেরা।

স্থানীয় পর্যায়ে সংগঠনে সহসম্পাদক পর্যন্ত পদগুলো আরএসএসের জন্য সংরক্ষিত থাকে। গত লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির ৪২ জন প্রার্থীর অন্তত ২৯ জন ছিলেন আরএসএস-ঘনিষ্ঠ। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ আরএসএসে 'প্রচারক' জীবন শুরু করেছিল ১৯৮৪ সালে।

তবে বিজেপি অন্য দল থেকে জার্সি বদল করেও অনেক 'নেতা' এনেছে। এ রকম 'অধিগ্রহণ'-এর কারণ, তাদের সুপরিচিত মুখ কম। কিন্তু সাংগঠনিক শক্তি আছে। সেই শক্তির উৎস আরএসএস। সুপরিচিত কাউকে

টেনে এনে সহজে ভোটের অঙ্কে জিতিয়ে আনতে পারে বিজেপি। ভোটকেন্দ্র নিয়ে বিজেপিকে বেশি ভাবতে হয় না। অর্থ নিয়েও নয়। এ দুটো আরএসএসই সামলাতে সক্ষম।

আসামে আরএসএস কীভাবে বেড়েছে, সেটা বিজেপির নির্বাচনী সফলতা থেকে আঁচ করা কঠিন নয়। ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ১২৬ আসনের মধ্যে তারা ৬০টি পায়। ২০১১ সালে তাদের আসন ছিল মাত্র ৫টি। তাদের এই অচিন্তনীয় উত্থান আরএসএসের পরিশ্রমেরই ফসল।

২০১১ সালের নির্বাচনে বিজেপি এই রাজ্যে কোনো আসন পায়নি। ভোট পেয়েছিল মাত্র ৪ শতাংশ। পরের নির্বাচনে ভোট পায় ১০ ভাগ। আর এখন তারা মূল প্রতিদ্বন্দ্বী। তাদের ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা দেখছেন ওয়াকিবহাল অনেকে। ২০১৯-এর সর্বশেষ লোকসভায় তারা ভোট পেয়েছে ৪১ ভাগ। আসন পেয়েছে রাজ্যের প্রায় অর্ধেক। তাদের জনপ্রিয়তা ক্রমে বাড়ছেও।

একই দৃশ্য আসামে। ২০১১-এর চেয়ে ২০১৬-এর বিধানসভার নির্বাচনে বিজেপির ভোট বেড়েছে ৩০ ভাগ। ২০০৯-এর চেয়ে ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে ভোট বেড়েছে ২০ ভাগ।

আরএসএস-বিজেপিকে একসময় হিন্দি বলয়ের সংগঠন ভাবা হতো। কিন্তু ওই অঞ্চলের বহু রাজ্যের চেয়ে পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে আরএসএসের বিস্তার বেশি। সংগঠনের নেতারাই সেটা জানাচ্ছে। ২০১৯ সালে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য প্রিন্ট-এর এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে দেখা গেছে, অনলাইনে উত্তর প্রদেশের পর পশ্চিমবঙ্গ থেকে আরএসএসের সদস্য হতে বেশি আবেদন পড়েছে। ২০১৭ সালে এ রকম আবেদন ছিল ৭ হাজার ৪০০। ২০১৮ সালে ছিল ৯ হাজার। আর ২০১৯-এর প্রথম ছয় মাসে ছিল ৭ হাজার ৭০০। একই সময় কেবল উত্তর প্রদেশ থেকে আবেদন পড়েছিল ৯ হাজার ৩৯২। পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা উত্তর প্রদেশের অর্ধেক। এই হিসাবে আরএসএসের সদস্য হতে চাওয়া মানুষের হার পশ্চিমবঙ্গ থেকেই বেশি বলা যায়। আবেদনকারীদের মধ্যে ৭০ ভাগের বয়স ৩৫-এর মধ্যে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে আরএসএসের প্রতি তরুণদের এত আগ্রহের কারণ কী এবং বাংলাদেশের জন্য তার তাৎপর্য কী?

কাজে লাগানো হচ্ছে বাংলাদেশবিরোধী প্রচারণাও

পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম— দুই জায়গাতেই আরএসএসের মূলমন্ত্র 'ভারতমাতার সুরক্ষা'। এই সুরক্ষার বড় এক দিক ভারতকে 'বাংলাদেশি সন্ত্রাসী'দের 'আগ্রাসন' থেকে বাঁচানো। মিছিল-সমাবেশে, লেখনীতে এসব নিয়ে রাখঢাক দেখা যায় না। উত্তর ভারতে তাদের এ রকম 'বিদেশি' প্রতিপক্ষ নেই। আসাম-পশ্চিমবঙ্গে এ রকম কল্পিত শত্রু সহজে পাওয়া যায় বাংলাভাষী থাকা এবং সীমান্ত ঘেঁষে বাংলাদেশ থাকার কারণে।

বাংলাদেশ থেকে অবৈধ পথে মানুষ এসে আসাম-পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের হিস্যা কমিয়ে দিচ্ছে— এ রকম ভীতির আবহ ইতিমধ্যে এই দুই রাজ্যের মানুষের মধ্যে তৈরি করা গেছে। আসামে ২০১৬ সালের নির্বাচনে প্রধান

অ্যাজেন্ডাই ছিল 'অবৈধ বাংলাদেশি' তাড়ানোর প্রশ্ন। সেই ভীতির রাজনীতির সূত্রেই আসাম হয়ে এনআরসি কর্মসূচি পশ্চিমবঙ্গে আসি-আসি করছে। সঙ্গে নাগরিকত্ব আইনের সংশোধন করে অ-মুসলমানদের ভোটের হিস্যা বাড়ানোর কথাও ভাবা হচ্ছে। লক্ষ্য করার মতো ব্যাপার, আসামে এনআরসি শুরুর সময় অসমিয়াদের রক্ষার কথা বলা হয়। পশ্চিমবঙ্গে বলা হচ্ছে, বাঙলি হিন্দুদের রক্ষার কথা। দুই জায়গাতেই এসব নতুন উদ্যোগে ন্যায্যতা খোঁজা হয় উভয় রাজ্যের মুসলমানপ্রধান সীমান্তঘেঁষা কিছু জেলার শুমারি দলিল সামনে রেখে। তাতে পরোক্ষে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা হয়, এসব জেলায় 'বাংলাদেশি' আছে। আরএসএস সাহিত্যে দুই ধরনের 'অবৈধ বাংলাদেশি'র সন্ধান মেলে। মুসলমান বাংলাদেশিরা হলো 'অনুপ্রবেশকারী' আর হিন্দু বাংলাদেশিরা হলো 'শরণার্থী'।

আসামে বহুকাল এক কোটি অবৈধ 'বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী'র কথা বলে আরএসএস তুমুল রাজনীতি করে সংগঠন গুছিয়ে নিয়েছে। এনআরসি শেষে তার সত্যতা মেলেনি। এখন পশ্চিমবঙ্গে একইভাবে নতুন দফায় 'এক কোটি অনুপ্রবেশকারী'র রাজনীতি শুরু হয়েছে, যা মূলত এনআরসি করিয়ে নিতেই। অথচ উভয় রাজ্যে বাংলাদেশ থেকে কাজের সন্ধানে কারও যাওয়ার অর্থনৈতিক বাস্তবতা নেই। সীমান্তের এপারে বাংলাদেশের অর্থনীতি, অবকাঠামো ও সামাজিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি তুলনামূলক উন্নত। জীবনযাত্রার সূচকেও সীমান্তের উভয় পারের মধ্যে বাংলাদেশের জেলাগুলো এগিয়ে। তারপরও আরএসএসের নেতৃস্থানীয় এক সংগঠক জিষ্ণু বসুর এ রকম বক্তব্য দেখা গেল, 'পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিম বাংলাদেশ হয়ে যাচ্ছে ক্রমে।' এসব অদ্ভুত প্রচারণায় শক্তি জোগাতে বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িক দেশ হিসেবে তুলে ধরার সম্পূরক প্রচারণাও চলে নানান দিক থেকে। পুরোনো দিনের অনেক শরণার্থীকে সামনে এনে এ রকম প্রচারণাকে বিশ্বাসযোগ্যতা দেওয়া হয়।

কেন্দ্রে তারা দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় আছে নির্বিঘ্নে। ১৭টি রাজ্যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএর সরকার রয়েছে। মার্চ-এপ্রিলে আসামের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ দখলেও মরিয়া তারা।

সূত্র: সাউথ এশিয়ান মনিটর

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ১৪ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য হতাহত

সোমালিয়ায় দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর পৃথক ৩টি হামলার ঘটনায় কমপক্ষে ১৪ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজের সূত্র জানা গেছে, গত ১০ মার্চ বুধবার, সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর হারওয়া শহরে একটি সফল হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। মুজাহিদদের উক্ত হামলার টার্গেটে পরিণত হয় ইয়াকশাদ অঞ্চলের মেয়রের গাড়ি। এসময় মুজাহিদদের তীব্র গুলাগুলিতে মেয়রের গাড়িটি ঝাঁঝরা হয়ে যায়। এতে নিহত হয় তার ৪ প্রহরী এবং আহত হয় আরো ৩ প্রহরী। তবে এবারের মত কোনরকম প্রাণে বেঁচে যায় মেয়র।

একইদিন সোমালিয়ার আউদাকলী শহরে মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে আরো একটি সফল অভিযান চালান মুজাহিদগণ। যার ফলে ২ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং তৃতীয় এক মুরতাদ সৈন্য গুরুতর আহত হয়।

এর একদিন পর, রাজধানী মোগাদিশুর কারান জেলায় মুরতাদ বাহিনীর একটি কাফেলা লক্ষ্য করে বোমা হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে কমপক্ষে ৪ মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

অপরদিকে সোমালিয়ার পার্শ্ববর্তী দেশ কেনিয়াতেও গত ১০ মার্চ একটি সফল হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। সোমালিয়ার সীমান্তবর্তী কেনিয়ার দুবালি শহরে উক্ত অভিযানটি চালান মুজাহিদগণ। জানা যায় যে, এতে বেশ কিছু ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত হলে তারা ময়দান ছেড়ে পলায়ন করে। এসময় মুজাহিদগণ একটি সাঁজোয়া যান গনিমত লাভ করেন।

https://ibb.co/6BRN4L3

পাকিস্তান | পুলিশ ও সেনাবাহিনীর উপর টিটিপির হামলা, হতাহত ৪ এর অধিক

পাকিস্তানের বাজোর এজেন্সী ও খাইবার অঞ্চলে শরিয়তের দুশমন নাপাক বাহিনীর উপর ২টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে ১ পুলিশসহ কমপক্ষে ৪ মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

সূত্র অনুযায়ী, গত ৯ মার্চ মঙ্গলবার, পাকিস্তানের বাজোর এজেন্সির নওয়াগাই সীমান্তে নাওয়া-পাস এলাকায় পাকিস্তানী মুরতাদ সেনাবাহিনীর একটি পোস্টে হালকা ও ভারী অস্ত্র দিয়ে সফল হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে নাপাক বাহিনীর অন্ততপক্ষে ৩ সেনা নিহত ও আহত হয়েছে।

একইদিন রাত ৮টায়, খাইবার পাখতুনখুয়ার লাক্কি মারওয়াত জেলার একটি থানাতে হামলা চালান মুজাহিদগণ। এতে এক পুলিশ সদস্যের শরীরে গুলির আঘাতে লাগে।

কারিম-পুল 'টোল প্লাজার' কাছে অবস্থিত থানায় এ ঘটনা ঘটে, যেখানে মোস্তফা নামে এক পুলিশ সদস্য নিহত হয়।

দেশটির জনপ্রিয় ও শীর্ষস্থানীয় জিহাদী গ্রুপ তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ উভয় হামলার দায় স্বীকার করেছেন।

১১ই মার্চ, ২০২১

ট্রান্সজেন্ডার তথা লিঙ্গ পরিবর্তন: এক অভিশপ্ত সভ্যতা লালনের ইংগিত

মানব সম্প্রদায় আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টিকুলের সম্মানিত জাতি। আল্লাহ তায়ালা জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا

আমি তোমাদেরকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি। (সুরা নাবা: ৮)

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

"এবং তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল-পুরুষ ও নারী।" (সূরা নজম: ৪৫)

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তিনি মানুষকে নারী ও পুরুষ এই দুই প্রজাতিতে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু কিছু মানুষ শয়তানের ধোঁকায় পড়ে আল্লহ তায়ালার সৃষ্টির মাঝে পরিবর্তন করে। এ প্রসঙ্গে কুরআনের আয়াতে শয়তানের বক্তব্যটি উদ্ধৃত করা আছে-

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

'আমি অবশ্যই তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, মিথ্যা আশ্বাস দেব, তাদের নির্দেশ দেব, যার ফলে তারা পশুর কর্ণ ছেদ করবে এবং তাদের নির্দেশ দেব ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করবে।' (সুরা নিসা, আয়াত: ১১৯) আর ট্রান্সজেন্ডার মানে সেই লিঙ্গ পরিবর্তন। বৈশাখী টিভিতে ট্রান্সজেন্ডার সংবাদ পাঠিকা নিয়ে চলছে নানা আলোচনা। প্রগতিশীল নামের কুশীলরা এটাকে ব্যাপকভাবে হাইলাইট করছে। কিন্তু এটা অভিশপ্ত অসভ্যতা লালনের ইংগিত। ট্রান্সজেন্ডার একটি শয়তানী প্রজেক্ট। স্বয়ং শয়তান এবং তার পরিচালিত সংঘগুলো এর পেছনে কলকাঠি নাড়ছে।

উল্লেখ্য ইদানিং জেনেটিক মডিফিকেশনের মাধ্যমে মানবজাতির জেনেটিকস পরিবর্তনের ষড়যন্ত্রও জোরেসোরে শুরু হয়েছে।

আমেরিকার বাইডেন সরকারের চাপে এবং প্ররোচনায় বিশ্বব্যাপী এসব বদমাশী ব্যাপকভাবে বেড়ে যাবে। যদিও বলা হয় ট্রান্সজেন্ডার। প্রকৃতপক্ষে জেন্ডারের পরিবর্তন হয়না। অপারেশন এবং হরমোন ইনজেকশন প্রয়োগে যৌনাঙ্গে এবং দেহে কতগুলো অংশে কিছু বিকৃতি ঘটানো হয়। তারপর তথাকথিত ট্রান্সজেন্ডারগণ বিপরীত লিঙ্গের পোষাক পরিধান করে।

পুরুষ হয়ে নারীর আর নারী হয়ে পুরুষের বেশ ধারণকারীর উপর আল্লাহ তায়ালার লানত।

হাদিস শরীফে বর্ণিত,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

অর্থাৎ, প্রসিদ্ধ সাহাবী হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আল্লাহ্ তা’আলা সেই সব মহিলাদের উপর অভিশাপ করেন, যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে এবং সে সকল পুরুষদের উপর অভিশাপ, যারা মহিলাদের বেশ ধারণ করে। (বুখারী, মিশকাত হাদিস নং ৪৪২৯)

অন্য হাদিসে পাকে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ

وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ

পরিধান করে এবং সে মহিলার উপর অভিশাপ করেছেন যে পুরুষের পোষাক পরিধান করে। (আবূদাঊদ, মিশকাত হাদিস নং ৪৪৬৯)।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُخَنَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ .

হজরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, ‘নবী করিম সা. হিজড়ার বেশ ধারণকারী পুরুষের উপর অভিশাপ করেছেন এবং পুরুষ বেশ ধারণকারী নারীর উপর অভিশাপ করেছেন ‘ (বুখারী, মিশকাত হাদিস নং ৪৪২৮)।

সহিহ হাদিসে বর্ণিত,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنْ عَمْرِوعن النَبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثَةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ وَالدَّيُوثُ وَرَّجُلَة النِّسَاءِ .

হজরত আবদুল্লাহ বিন ইয়াসার রা. বর্ণিত, ইবনে ওমর রা. বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, ‘তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে যাবে না-

(১) পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান।

(২) বাড়িতে বেহায়াপনার সুযোগ প্রদানকারী।

(৩) পুরুষের বেশ ধারণকারী নারী’ (নাসাঈ শরীফ)।

প্রিয় নবীজির অমীয় বাণী,

عَنْ ابْن أَبِي مُلَيْكَة قَالَ قِيلَ لِعَائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِنّ امْرَأَةً تَلْبَسُ النَّعْلَ فَقَالَتْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَة مِنْ النِّسَاءِ

হজরত আবূ মুলায়কা রা. বলেন, একদা আয়েশা রা. কে বলা হল, একটি মেয়ে পুরুষের জুতা পরে। তখন আয়েশা রা. বললেন, ‘রাসূল সা. পুরুষের বেশধারী নারীর প্রতি অভিশাপ করেছেন।’ (আবূদাউদ, মিশকাত হাদিস নং ৪৪৭০)

আরেকটি ব্যাপার হল, হিজড়ার বিষয়টি। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে নারী ও পুরুষ এই দুই প্রজাতিতে সৃষ্টি করেছেন। তৃতীয় কোন লিঙ্গে নয়। সুতরাং হিজড়া বলে যাদের ডাকা হয় তারা হুকুমের দিক দিয়ে হয়ত পুরুষ কিংবা নারী হবে।

মৌলিকভাবে ইসলাম মানুষকে পুরুষ ও নারী হিসেবে গণ্য করে থাকে। যারা উভলিঙ্গ হয়ে থাকেন তারাও মূলতঃ হয় নারী কিংবা পুরুষ। তাই তাদের ব্যাপারে আলাদা কোনো বিধান আরোপ করা হয়নি। যে উভলিঙ্গের অধিকারী ব্যক্তির মাঝে যেটি বেশি থাকবে, তিনি সেই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত হবেন। পৃথিবীতে মোট চার ধরনের হিজড়া দেখা যায়। ক. পুরুষ (তবে নারীর বেশে চলে) তাদের আকুয়া বলা হয়। এরা মেয়েদের বিয়ে করতে পারে। খ. নারী (বেশেও তাই, তবে দাড়ি-মোঁচ আছে)। তাদের জেনানা বলা হয়। তারা ইচ্ছা করলে পুরুষের কাছে বিয়ে বসতে পারে। গ. লিঙ্গহীন (বেশে যাই হোক)। আরবিতে তাদের ‘খুনসায়ে মুশকিলা’ বলা হয়। এই শ্রেণির হিজড়া আসলে কারা, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেবেন বিজ্ঞ আদালত ও অভিজ্ঞ চিকিৎসক। ঘ. কৃত্রিমভাবে যৌন ক্ষমতা নষ্ট করে বানানো হিজড়া। তাদের খোঁজা বলা হয়। যৌন অক্ষমতার দরুণ তারা বিয়ে করতে পারে না বা বসতেও পারে না। উল্লেখিত চার ধরনের হিজড়ার মাঝে আকুয়া এবং জেনানাদের লিঙ্গ নির্ধারণ দৃশ্যতঃ সম্ভব হলেও এদের অনেকের লিঙ্গ কাজের বেলায় অক্ষম কিংবা প্রজননে ব্যর্থ। সেক্ষেত্রে তাদের জন্য বিয়ে হারাম।

হিজড়া কারা কিংবা কীভাবে নিধারিত হবে তাদের শ্রেণি এ প্রসঙ্গে হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, হজরত আলী (রা.) হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে প্রসূত বাচ্চা পুরুষ-নারী নির্ধারণ করতে না পারলে তার বিধান কি- জিজ্ঞাসা করলেন। হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) জবাব দিলেন, সে মিরাস পাবে যেভাবে প্রস্রাব করে। -সুনানে বায়হাকি কুবরা, হাদিস: ১২৯৪, কানজুল উম্মাল, হাদিস: ৩০৪০৩, মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক, হাদিস: ১৯২০৪ হিজড়াদের নারী-পুরুষের যে কোনো একটি শ্রেণিতে ফেলতে হবে। হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) এ ব্যাপারে একটি মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সেটা হলো- দেখতে হবে হিজড়ার প্রস্রাব করার অঙ্গটি কেমন? সে কি পুরুষদের গোপনাঙ্গ দিয়ে প্রস্রাব করে? না নারীদের মত গোপনাঙ্গ দিয়ে প্রস্রাব করে? গোপনাঙ্গ যাদের মতো হবে হুকুম তাদের মতোই হবে। অর্থাৎ গোপনাঙ্গ যদি পুরুষালী হয়, তাহলে পুরুষ। আর যদি নারীর মতো হয়, তাহলে সে নারী। আর যদি কোনোটিই বুঝা না যায়। তাহলে তাকে নারী হিসেবে গণ্য করা হবে। সে হিসেবেই তার ওপর শরিয়তের বিধান আরোপ করা হবে। এ হাদিসে স্পষ্ট বলা হয়েছে, যার যৌনাঙ্গ যেমন সে তেমন মিরাস পাবে।

এ বিষয়ে ফিকহের কিতাবাদিতে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সংগৃহীত ও কিছু পরিবর্তিত

নৈশপ্রহরীকে বেঁধে দোকানে ডাকাতি

নাটোরে দু'জন নৈশপ্রহরীকে বেঁধে কুদ্দুস অটোজ নামের একটি দোকানে দুর্ধর্ষ ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। ডাকাত দল প্রায় ১০ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে গেছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

দোকান মালিক ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত রাতে চক বৈদ্যনাথ গুড় পট্টি এলাকায় দু'জন নৈশপ্রহরীকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে মুখ, হাত ও পা বেঁধে ফেলে। এরপর কুদ্দুস অটোজ দোকানের তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে প্রায় ১০ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। পথে নাটোর রাজশাহী মহাসড়কের চাদপুর এলাকায় নৈশপ্রহরীদের হাত, মুখ বাঁধা অবস্থায় ফেলে যায়।

কুদ্দুস অটোজের মালিক আব্দুল কুদ্দুস জানানা, ৬০টি অটোর ব্যাটারি, খুচরা যন্ত্রাংশ এবং নগদ টাকাসহ প্রায় ১০ লাখ টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। আমাদের সময়

স্বেচ্ছাসেবক লীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ৩

বগুড়ায় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন স্বেচ্ছাসেবক লীগের দুই পক্ষের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। কেন্দ্রীয় নেতাদের বরণ করতে একই সময়ে পাল্টাপাল্টি দুই পক্ষের প্রস্তুতি সভা

ডাকাকে কেন্দ্র করে এই সংঘর্ষের সূত্রপাত। আজ বুধবার দুপুর ১২টার দিকে শহরের সাতমাথায় আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে সংঘর্ষ চলার সময় জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি সাজেদুর রহমানের সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এতে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক লীগের তিন নেতা-কর্মী আহত হয়েছে বলে দাবি করেছে জেলা সভাপতি-সমর্থিত অংশ।

সাজেদুর রহমান বলেন, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম এবং স্বেচ্ছাসেবক লীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি নির্মল রঞ্জন গুহ ও সাধারণ সম্পাদক আফজালুর রহমান ১৩ মার্চ বগুড়ার শেরপুরে 'শস্যচিত্রে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি' পরিদর্শনে আসবে বলে কথা রয়েছে। কেন্দ্রীয় নেতাদের বরণ করতে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক লীগের পক্ষ থেকে আজ প্রস্তুতি সভা ডাকা হয়।

কেন্দ্রীয় নেতাদের বরণ করতে একই সময়ে পাল্টাপাল্টি দুই পক্ষের প্রস্তুতি সভা ডাকাকে কেন্দ্র করে এই সংঘর্ষের সূত্রপাত।

স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি সাজেদুর রহমান বলেন, ২১টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত বগুড়া শহর কমিটির কর্মকাণ্ড সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার স্বার্থে বগুড়া শহর কমিটি (উত্তর) এবং শহর কমিটি (দক্ষিণ) দুই ভাগে ভাগ করে আলাদা কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়েছে। সেই অনুযায়ী সংগঠনের কর্মকাণ্ডও পরিচালিত হয়ে আসছে। এর ধারাবাহিকতায় কেন্দ্রীয় নেতাদের বগুড়া সফর উপলক্ষে আজ দুপুর ১২টায় স্বেচ্ছাসেবক লীগের উত্তর শাখার এবং বেলা তিনটায় দক্ষিণ শাখার প্রস্তুতি সভা ডাকা হয়েছিল। সেই অনুযায়ী উত্তরের নেতা মশিউর রহমানের নেতৃত্বে সভা শুরু হলেও সেখানে দক্ষিণের সভাপতি নাছিমুল বারীর নেতৃত্বে কয়েকজন বাধা দেন। একপর্যায়ে হট্টগোল বাধিয়ে কিছু নেতা-কর্মীর ওপর হামলা করেন।

সাজেদুর রহমান আরও বলেন, এই সংঘর্ষে ৬ নম্বর ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক সোহেল, উত্তর শাখার প্রচার সম্পাদক এনামুল এবং উত্তরের সদস্য সোহাগ আহত হয়েছেন। তাঁদের মোহাম্মদ আলী হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে। জড়িত ব্যক্তিদের সংগঠন থেকে বহিষ্কারের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে সুপারিশ পাঠানো হবে।

নাছিমুল বারী আরও বলেন, 'কেন্দ্রীয় নেতাদের সফর উপলক্ষে বগুড়া শহর কমিটির পক্ষ থেকে পূর্বনির্ধারিত প্রস্তুতি সভা শুরু হয় দুপুর ১২টায়। সভা চলার সময় সেখানে "উত্তর কমিটি"র নেতা-কর্মী দাবি করা ১৫ থেকে ২০ জন বাধা দেন। এ সময় দুই পক্ষ মিলেমিশে প্রস্তুতি সভা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু জেলা কমিটির সভাপতি সাজেদুর সেখানে গিয়ে নিজেই আমাদের ব্যানার নামিয়ে "উত্তর শাখা"র ব্যানার টাঙান। এ সময় তাঁর সঙ্গে থাকা একজন জেলার শীর্ষ এক নেতাকে গালিগালাজ করেন। এতে দুই পক্ষের মধ্যে হট্টগোল ও ধাক্কাধাক্কি হয়।প্রথম আলো

ছাত্রলীগের সমাবেশ ঘিরে ককটেল বিস্ফোরণ, ১৪৪ ধারা জারি

বগুড়ার ধুনট উপজেলায় ছাত্রলীগের দুই পক্ষের পাল্টাপাল্টি বিক্ষোভ সমাবেশকে কেন্দ্র করে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এর জের ধরে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত শহরের মুজিব চত্বর ও তার আশপাশের ৪০০ গজ এলাকায় এই আদেশ বলবৎ থাকবে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ বেলা ১১টার দিকে ধুনট শহরের মুজিব চত্বর এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ ডাকে উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আবু সালেহ। একই সময় একই স্থানে পৌর ছাত্রলীগের সাবেক সদস্য রাসেল খন্দকারও পাল্টা বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দেয়। ছাত্রলীগের দুই পক্ষের বিক্ষোভ সমাবেশকে কেন্দ্র করে ধুনট শহর এলাকায় উত্তেজনা দেখা দেয়। গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে মুজিব চত্বর এলাকায় ও তার আশপাশে বিকট শব্দে পরপর ৬টি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এ কারণে তাৎক্ষণিকভাবে রাত সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) আদেশে শহর এলাকায় মাইকিং করে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়।

ইউএনওর ফেসবুক পেজেও এ–সংক্রান্ত একটি গণবিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি অনুয়ায়ী, আজ মুজিব চত্বর ও তার আশপাশের এলাকায় সব ধরনের সভা, সমাবেশ, মিটিং, মিছিল ও গণজমায়েত নিষিদ্ধ করা হয়। এই আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ধুনটের ইউএনও সঞ্জয় কুমার মহন্ত বলেন, একই স্থানে দুই পক্ষের সমাবেশকে কেন্দ্র করে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির আশঙ্কায় জরুরিভাবে ঘটনাস্থলে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। প্রথম আলো

টিকা নিয়েও করোনায় আক্রান্ত ডিএমপি কমিশনার

করোনাভাইরাসের টিকা নেওয়ার পরও গত ৬ মার্চ করোনা আক্রান্ত হয়েছে ডিএমপি কমিশনার মোহা. শফিকুল ইসলাম।

বর্তমানে সে রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতালে ভর্তি আছে বলে তথ্য নিশ্চিত করেছেন রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতালের ডা. ইমদাদুল হক।

এর আগে, দেশব্যাপী করোনা ভ্যাকসিন প্রদানের প্রথম দিন গত ৭ ফেব্রুয়ারি ডিএমপি কমিশনারের ভ্যাকসিন নেয়ার মধ্য দিয়ে পুলিশ সদস্যদের মধ্যে করোনা ভ্যাকসিন কর্মসূচি শুরু হয়।

টিকা নেওয়ার ২৯ দিনের মাথায় করোনা শনাক্ত হয় ডিএমপি কমিশনারের। পুলিশ সদর দপ্তর সূত্র জানায়, মঙ্গলবার পর্যন্ত পুলিশের ১৯ হাজার ১১৪ জন করোনায় আক্রান্ত হন।

তাদের মধ্যে পুলিশ সদস্য ১৬ হাজার ৫৮৯ জন ও র‍্যাব ২ হাজার ৫২৫ জন। ডিএমপির ৩ হাজার ২১৫ জন সদস্য করোনায় আক্রান্ত হন।

এখন পর্যন্ত এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে পুলিশ-র‍্যাবের ৮৬ জন সদস্য মারা গেছেন। তাদের মধ্যে র‍্যাব সদস্য ৬ জন। পুলিশের আক্রান্ত সদস্যদের মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ১৮ হাজার ৯৫৮ জন।

যোগীরাজ্যে পুলিশের ছেলের 'গণধর্ষণ', থানায় অভিযোগের পর দুর্ঘটনায় বাবার মৃত্যু

ভারতের উত্তরপ্রদেশ কানপুরে ২ দিন আগে মেয়ের 'গণধর্ষণ' হয়েছে। কোনও রকমে সাহস জুগিয়ে থানায় অভিযোগ করতে গিয়েছিলেন বাবা। কিন্তু আর ফিরলেন না। পথ দূর্ঘটনায় মৃত্যু হল তাঁর। এর পিছনে চক্রান্ত আছে নাকি অন্য কোনও ঘটনা, এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।

জানা গিয়েছে, যারা 'গণধর্ষণ' মামলায় অভিযুক্ত, তাঁদের বাবা দীপু যাদব এবং সৌরভ যাদব কানপুর থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে কান্নুজ জেলায় উত্তরপ্রদেশ পুলিশের সাব ইনসপেক্টর পদে কর্মরত।

নির্যাতিতার পরিবার পুলিশের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলেছে। 'গণধর্ষণ' মামলা দায়েরের করার পর থেকেই অভিযুক্তদের পরিবারকে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল বলে জানানো হয়েছে পরিবারের তরফ থেকে। তাঁরা অভিযোগ জানিয়েছে, তাদের মেয়ের 'গণধর্ষণে "পুলিশ জড়িত"। কারণ, গলু যাদব বারবার করে হুমকি দেয়, "সাবধানে থাকুন। আমার বাবা পুলিশের সাব-ইনস্পেক্টর।"

নির্যাতিতার দাদু সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছন, 'তাঁর ছেলেকে খুন করা হয়েছে। ঘটনায় জড়িয়ে পুলিশ'।

ট্রাক দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছে নির্যাতিতার বাবা। ঘটনাস্থল থেকে কানপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে ডাক্তার।

সূত্র: জি নিউজ ২৪

আল আকসার সম্মানিত খতীবকে ইসরায়েলি সেনাদের গ্রেফতার

ইসলামের প্রথম কিবলা বাইতুল মুকাদ্দাসের খতীব 'শায়খ ইকরামা সাবরিকে' গ্রেপ্তার করেছে দখলদার ইসরায়েলি সেনারা। গতকাল (বুধবার ১০ মার্চ) সকালে তাকে গ্রেফতার করে।

পত্রিকার বিবৃতিমতে দখলকৃত জেরুজালেমের আল সুওয়ানা পাড়ায় বাইতুল মুকাদ্দাসের খতীব শায়খ ইকরামা সাবরির বাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় সেনারা।

স্থানীয় সূত্র জানায়, সকালের দিকে দখলদার বাহিনী শেখ সাবরির বাড়িতে হামলা করে। এবং ঘরে ঢুকে ব্যাপক তল্লাশী চালিয়ে তাকে আটক করে অজানা গন্তব্যের দিকে নিয়ে যায়।

সূত্র: আলকুদস ও আল-ওয়াফা নিউজ।

১০ই মার্চ, ২০২১

ফটো রিপোর্ট | যেই হামলায় রাশিয়ান ও নুসাইরী বাহিনীর ২৩ সৈন্য হতাহত

সিরিয়ার ইদলিব সিটির মারদিখ গ্রামে কুফফার বাহিনীর বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন আনসারুত তাওহীদ, গত ৯ মার্চ পরিচালিত উক্ত হামলায় ২৩ কুফফার সৈন্য হতাহত এবং বিভিন্ন ধরণের সাঁজোয়া যান ধ্বংস হওয়া ছাড়াও কুফফার বাহিনী ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

যার কিছু দৃশ্য প্রকাশ করেছে আনসারুত তাওহীদ

https://alfirdaws.org/2021/03/10/47732/

সিরিয়া | মুজাহিদদের মিসাইল হামলায় ২৩ রাশিয়ান ও নুসাইরী সৈন্য হতাহত

সিরিয়ায় দখলাদার রাশিয়ান ও কুখ্যাত নুসাইরী বাহিনীর অবস্থানে সফল আর্টেলারি হামলা চালিয়েছেন আনসারুত তাওহিদের মুজাহিদিন।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৯ মার্চ মঙ্গলবার, সিরিয়ার ইদলিব সিটির মারদিখ গ্রামে দখলদার রাশিয়ান কুফফার বাহীনি ও কুখ্যাত শিয়া নুসাইরী বাহিনীর অবস্থান লক্ষ্য করে ভারী মিসাইল, রকেট ও তীব্র আর্টিলারি হামলা চালানো হয়েছে। যা যা সরাসরি কুফফার বাহিনীর অবস্থানে আঘাত হানে।

যার ফলে দখলদার রাশিয়ান ও শিয়া মুরতাদ বাহিনীর কমপক্ষে ৮ সৈন্য নিহত এবং ১৫ এরও অধিক সৈন্য আহত হয়েছে। এছাড়াও কুফ্ফার বাহিনীর সামরিক ভবন, কয়েকটি ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া যানসহ অনেক সরঞ্জামাদি ধ্বংস হয়েছে।

আল-কায়েদা মানহাযের 'জামা'আত আনসারুত তাওহীদ' গ্রুপ এই বরকতময়ী সফল অভিযানের দায় স্বীকার করেছেন।

https://alfirdaws.org/2021/03/10/47729/

শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা রুখতে যুদ্ধে প্রেরণ করা হল তুরস্কের প্রশিক্ষিত ১৫০ সেনাকে

তুরস্কে প্রশিক্ষণ শেষে সোমালিয়ায় পৌঁছেছে ১৫০/দেড় শাতাধিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সোমালী স্পেশাল ফোর্সের সেনাসদস্য। যাদের লক্ষ্য শরীয়াহ প্রতিষ্ঠাকারী শাবাব মুজাহিদদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলা এবং দেশের সিংহভাগ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত শরীয়াহ'র আইন বিলুপ্ত করা।

সোমালিয়ায় আলকায়দা সমর্থিত আল-শাবাব মুজাহিদদের উত্থান এবং অগ্রযাত্রা ঠেকাতে পশ্চিমা এবং আফ্রিকার অনেক কাফের রাষ্ট্রের সাথে সম্মিলিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে তুরস্ক। মুরতাদ সোমালিয়া সেনাদের সামরিক ট্রেনিং, অস্ত্র সরবরাহ, গোয়েন্দা তথ্য প্রদানসহ সামরিক কৌশল প্রণয়নে এরদোয়ানের নেতৃত্বাধীন তুরস্ক কাজ করে যাচ্ছে অনেক বছর ধরেই।

তার অংশ হিসেবে গত ৯ মার্চ সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদেশুতে তুরস্ক থেকে বিমান যোগে অবতরণ করেছে প্রায় ১৫০ সোমালিয়া কমান্ডো সেনা। তুরস্কের সামরিক বিভাগের তথ্যা অনুযায়ী, এইসব মুরতাদ সোমালিয়ান সেনাকে তুরস্কের দক্ষিণের একটি প্রদেশ 'ইসপার্টা'য় একটি সামরিক সেন্টারে সেনা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

গতবছরের আগষ্ট মাসে সোমালিয়ার তুরস্কের রাষ্ট্রদূত বলেছিল যে, এইরকম আরো ১৫,০০০-১৬,০০০ সেনা প্রশিক্ষণের পথে রয়েছে।

https://ibb.co/4FN4qk1

https://ibb.co/jgm5dqc

সোমালিয়া | জাতিসংঘের কথিত শান্তিরক্ষী বাহিনীর ক্যাম্পে আল-কায়েদার মর্টার হামলা

সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর অন্তর্গত হালানে এলাকায় জাতিসংঘের কথিত শান্তিরক্ষী বাহিনীর ক্যাম্পে মর্টার হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা গেছে, রাজধানীর হালান এলাকায় AMISOM (African Union Mission in Somalia) এর একটি ক্যাম্পে মর্টার হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাবের জানবায মুজাহিদীন। এসময় মুজাহিদদের ছোড়া অন্তত ৬টি মর্টার শেল ক্যাম্পটির ভিতরে সরাসরি আঘাত হেনেছে। এই হামলায় AMISOM এর ২ সদস্য আহত হয়েছে বলে জানা গেছে। সোশাল মিডিয়ায় পাওয়া একটি ভিডিওতে মুজাহিদদের আক্রমণের শিকার হওয়া কথিত শান্তিরক্ষীদের একটি ঘরের ভিতর দাঁড়িয়ে বলতে শোনা গেছে: 'আমরা মোটেই নিরাপদ নই'

উল্লেখ্য, খুব শীঘ্রই এই ক্যাম্পটিতে সোমালি সরকারি প্রতিনিধি ও আঞ্চলিক নেতৃত্বের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল। এই হামলার কারণে তা পিছিয়ে যাবে বা বানচাল হয়ে যাবে।

সোমালিয়ার ভূমিতে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার জন্য হারাকাতুশ শাবাব এই বছর অত্যন্ত তৎপর ভূমিকা পালন করছে। বছরের শুরু থেকেই একের পর এক সরকারি স্থাপনাসমূহে হামলা, কারাগার থেকে মাযলুমদের মুক্ত করা, সরকারি প্ল্যান-প্রোগ্রাম হামলার মাধ্যমে বাতিল করে দেয়া এবং রাজধানী মোগাদিশুতে সরকারের পদলেহীদের উপর বড় ধরণের হামলার মাধ্যমে বেশ জোরেশোরে নিজেদের সামরিক সক্ষমতা প্রমাণ করছেন তারা।

https://ibb.co/cc9WKKC

‘ইস্টিশনে ঘুমাই আমাগোরে সরকার যদি একটা ঘর দিত’

‘প্লাটফর্মে ঘুমাই আমাগোরে, সরকার যদি একটা ঘর দিত! সুখে কদদুর ঘুমাইতে পারতাম। রাইতে ঘুমাইতে গেলে কত কষ্ট অয়। মশা কামড়ায়। তুফান আইয়ে। শীতে কুয়াশায় কত ঠাণ্ডা লাগে। আমার ছোট বোনডার কত কষ্ট হয়।’

এভাবেই মনের ভেতর জমে থাকা দুঃখের কথাগুলো বলছিল ১২ বছরের শিশু ফারজানা। জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই ভিক্ষা করে সংসার চালিয়ে যাচ্ছে ফারজানা। মাসহ তিন বোন ও দুই ভাই মিলে ৬ সদস্যের সংসার তার। বাবা থাকলেও খোঁজ নেন না।

ফারজানার অবস্থা কবি জসিম উদ্দীনের আসমানীর চেয়েও খারাপ। আসমানীর মাথা গোঁজার জন্য একটি ভেন্না পাতার ছাওনির ঘর থাকলেও ফারজানার তাও নেই।

সপরিবারে চাঁদপুরের ৪নং শাহ মাহমুদপুর ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডে অবস্থিত শাহতলী রেলওয়ে স্টেশনের প্লাটফর্মের একটি কোণকে বসত-ভিটা বানিয়ে ফেলেছে ফারজানার পরিবার।

গত ২০ বছর ধরেই এই প্লাটফর্মে বসবাস করে আসছে তার পরিবার।

ফ্ল্যাটবাসার শিশুরা শুনে অবাক হবে যে, জন্মের পর থেকে কখনো কোনো ঘরে ঘুমাতে পারেনি ফারজানা। জজ-ব্যারিস্টার হওয়া নয়; ছাদের নিচে পাতা বিছানায় ঘুমানোই ফারজানার স্বপ্ন। তবে কবে সেই স্বপ্ন এসে বাস্তবে ধরা দিবে তা জানাতে পারেন না মেয়েকে।

ফারজানার মা মুন্নী বেগমের (৪৫)। তিনি বলেন,'আমি গত ২০ বছর ধরে চাঁদপুরের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে থাকি। পোলাপান নিয়ে কত কষ্ট হয়। কাউরে কইতে পারি না। ওর বাবা কোথায় চলে যায় কোনো খোঁজ খবর নেয় নাহ। আমার মেয়েরা ভিক্ষা করে আনলে আমিসহ খাই। কোনো মতে বেঁচে আছি। চারিদিক থেকে শুনি সরকার আমাগো মতো গরীবগোরে ঘর দিতাছে। কিন্তু আমাগো কপাল তো খুলতাছে না।'

শাহতলী স্টেশনে দোকানদার এলাহির আর্জি, 'ওই পরিবারটির অসহায় অবস্থা রোজই দেখতে হয় আমাকে।

সূত্র: যুগান্তর

দুর্গম দ্বীপ ভাসানচর: 'সরকার কথা রাখেনি, আমরা ফিরে যেতে চাই'

বঙ্গোপসাগরের দুর্গম দ্বীপ ভাসানচরে বাংলাদেশ সরকার যে শরণার্থী শিবির নির্মাণ করেছে, সেখানে যাওয়া রোহিঙ্গাদের মধ্যে এরই মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। অনেকেই সেখান থেকে ফিরে আসতে চাইছেন। সম্প্রতি একদল শরণার্থী সেখানে জীবিকার দাবিতে প্রথমবারের মতো বিক্ষোভ করেছেন। আরেক দল শরণার্থী রেশন নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

ভাসান চরের প্রথম শিশু

হালিমার যখন প্রসব বেদনা উঠলো, তখন রাত প্রায় এগারোটা। বঙ্গোপসাগরের মাঝখানে নতুন জেগে উঠা দ্বীপটিতে তার মাত্র আগের দিন এসে নেমেছেন তিনি।

"প্রথম যেদিন এই দ্বীপে পা দেই, আমার কেমন যে লেগেছে আপনাকে বলতে পারবো না। এখানে মানুষ নেই, জন নেই। শুধু আমরা," বলছিলেন তিনি।

সন্ধ্যার পর ভাসানচর যেন এক মৃত-পুরী। তখন পর্যন্ত যে প্রায় সাত হাজার শরণার্থীকে এই দ্বীপে থাকার জন্য নিয়ে আসা হয়েছিল, রাতে ক্যাম্পে তাদের কোলাহল থেমে যাওয়ার পর নেমে এসেছিল ভুতুড়ে নিস্তব্ধতা।

হালিমা এর আগে আরও দুটি সন্তান জন্ম দেয়ার অভিজ্ঞতা থেকে জানেন প্রসব বেদনা শুরু হওয়ার পর কী ঘটতে যাচ্ছিল। ভাসানচরে অত রাতে ডাক্তার দূরে থাক, একজন নার্স বা প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্য কর্মী খুঁজে পাওয়াও মুশকিল।

"আমার তখন নিজেকে নিজেকে ভীষণ অসহায় লাগছিল। আতংকিত হয়ে আমি আল্লাহকে ডাকছিলাম।"

ক্যাম্পে নিজের রুমের মেঝেতে মাদুর পেতে বিছানা করে তাতে শুয়ে পড়লেন হালিমা। আর তার স্বামী এনায়েত দৌড়ে গেলেন তাদের ক্যাম্পেই এক রোহিঙ্গা নারীর কাছে, যার ধাত্রী হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে।

"সন্তান হতে সাহায্য করার কেউ না থাকলে আল্লাহ তাকে সন্তান দেবেন না, এমন কথা তো তিনি বলেননি," বলছিলেন হালিমা। "আল্লাহর হুকুম ছিল, তাই আমার বাচ্চা হয়ে গেল। আমার ভাগ্য ভালো।"

হালিমার ভাগ্য আসলেই ভালো। সেই রোহিঙ্গা ধাত্রী আরও তিন নারীকে সাথে নিয়ে হালিমার সন্তান প্রসবে সাহায্য করলেন।

এটি ছিল ভাসানচরের মাটিতে জন্ম নেয়া প্রথম শিশুদের একটি।

ঝুঁকিপূর্ণ যাত্রা

এখানে আসার আগে হালিমা বেগম ছিলেন কক্সবাজারের উখিয়ায় কুতুপালং ক্যাম্পে। এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় শরণার্থী শিবির। ২০১৭ সালে মিয়ানমারে সামরিক বাহিনী রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে এক নৃশংস অভিযান শুরুর পর যে প্রায় দশ লাখ শরণার্থী বাংলাদেশে পালিয়ে আসে, তাদের বেশিরভাগকেই আশ্রয় দেয়া হয়েছে এই শিবিরে।

গত ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে যেদিন ভাসানচরের উদ্দেশে হালিমা বেগম, তার স্বামী এবং দুই সন্তানকে গাড়িতে তোলা হয়, তার দুদিন আগেও তিনি জানতেন না, তাকে এখানে আনা হবে।

"আমার স্বামী আমাকে না জানিয়ে ভাসানচর যাওয়ার জন্য গোপনে নাম লিখিয়ে এসেছিল," বলছিলেন তিনি। "তার দুদিন পরই আমাদের এখানে আনার জন্য গাড়িতে তোলা হয়।"

যে কোন সময় প্রসব বেদনা উঠতে পারে এমন এক গর্ভবতী এক নারীর জন্য এটি ছিল এক কঠিন এবং ঝুঁকিপূর্ণ যাত্রা। তাদের প্রথম বাসে করে নেয়া হয় চট্টগ্রামে। পরদিন সকাল দশটায় তাদের তোলা হয় একটি জাহাজে। ডিসেম্বরের ৪ তারিখে তিনটি জাহাজে দেড় হাজারের বেশি রোহিঙ্গা এসে পৌঁছান ভাসানচরে।

যাত্রাপথে গাড়িতে এবং জাহাজে বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন হালিমা। প্রচণ্ড মাথা ব্যথা, তার সঙ্গে বমি শুরু হলো । বমি থামাতে জাহাজের কর্মীরা তাকে ট্যাবলেট এনে দিলেন।

শেষ পর্যন্ত তাদের জাহাজ এসে ভিড়লো ভাসানচরে।

নতুন জীবনের প্রতিশ্রুতি

হালিমার ক্ষেত্রে ভাসানচরে যাওয়ার সিদ্ধান্তটা নিয়েছিলেন তার স্বামী, এনায়েত।

তার স্ত্রীর গর্ভাবস্থায় কী ভেবে তিনি এই সিদ্ধান্ত নেন?

"আমাদের বলা হয়েছিল পরিবার পিছু আড়াই কানি (এক একর) জমি দেবে, চাষবাস করে জীবন চলবে। এক জোড়া গরু-মহিষ দেবে। যতদিন চাষবাস করতে না পারছি, ততদিন সরকার খাওয়াবে। তারপর বলেছিল ঋণ দেবে, যাতে ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারে।"

এনায়েতের ভাষ্য অনুযায়ী ক্যাম্পের দুজন মাঝি (রোহিঙ্গাদের দলনেতা) তাকে প্রথম ভাসানচরে আসার প্রস্তাব দেয়। তারাই এসব কথা জানিয়েছিল।

"ওরা আমাদের বলে, আমাদের কথা তোমাদের বিশ্বাস না হলে উখিয়ায় আমাদের মিটিং এ আসো। উখিয়ার মিটিং এ গেলাম। সেখানে সরকারের মোট তিনজন লোক ছিল। মাঝিরা আমাদের যা যা বলেছিল, ওরাও সেটাই বললো। আমরা এক সঙ্গে দশজন লোক সেখানে গিয়েছিলাম। তার মধ্যে আটজন ভাসানচরে আসার জন্য নাম লেখাই, দুই জন রাজী হয়নি।"

"আমার স্ত্রীর যে বাচ্চা হবে, সেটা সরকারি লোকজন জানতো। আমার স্ত্রীর অবস্থা জেনে ওরা বলেছিল, কোন সমস্যা নেই। তাকে আমরা আরামে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেব।"

সেই যাত্রায় হালিমা একা নন, তার মতোই এরকম আরও অন্তত তিনজন অন্তঃসত্ত্বা নারীকেও ভাসানচরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে জানিয়েছেন তার স্বামী। তার ভাষ্য অনুযায়ী, এদের মধ্যে একজনের শারীরিক অবস্থা এতটাই গুরুতর ছিল যে, তাকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত নেয়া হয়েছিল একটি অ্যাম্বুলেন্সে করে।

বিতর্কিত প্রকল্প

স্যাটেলাইট থেকে তোলা ছবিতে ভাসানচর এবং সেখানে নির্মিত ক্যাম্প। দ্বীপটি কতটা মানববসতি স্থাপনের উপযোগী তা নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন।

ভাসানচরের এই শরণার্থী শিবির শুরু থেকেই এক বিতর্কিত প্রকল্প। বাংলাদেশ সরকার যখন কক্সবাজারের শিবিরগুলো থেকে এক লাখ রোহিঙ্গাকে ভাসানচরে নিয়ে আসার জন্য পরিকল্পনা নিয়েছিল, তখন তার বিরোধিতা করেছিল জাতিসংঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক ত্রাণ সংস্থা।

তাদের মূল আপত্তি এই দ্বীপ কতটা মানব বসতির উপযোগী তা নিয়ে। ভাসানচর জেগে উঠেছে মাত্র গত দেড় দশকে, সেখানে বাংলাদেশ সরকার বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ করে এক লাখ শরণার্থীর জন্য বিরাট স্থাপনা গড়ে তোলার আগে পর্যন্ত কোন মানববসতিই ছিল না।

বঙ্গোপসাগরের যে স্থানে এই দ্বীপটি, সেখানে ঝড়, জলোচ্ছ্বাস বা বন্যা থেকে শরণার্থীরা কতটা নিরাপদ সেটা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিশেষজ্ঞরা।

কিন্তু তারপরও সরকার গত বছরের মে মাস হতে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ভাসানচরে স্থানান্তর শুরু করে। শরণার্থীদের জন্য এই আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের তত্ত্বাবধান করেছেন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কমোডোর আবদুল্লাহ আল মামুন চৌধুরী।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল সহ আরও কিছু মানবাধিকার সংস্থা দাবি করেছিল, অনেক শরণার্থীকে তাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে এই শিবিরে নেয়া হয়েছে।

বাড়ছে অসন্তোষ

সরকারের তরফ থেকে ভাসানচরের শরণার্থীদের জীবনের যে ছবি তুলে ধরা হয়, সেটা সেখানে গিয়ে স্বাধীনভাবে যাচাই করার কোন সুযোগ এখনো পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ত্রাণ সংস্থা বা মানবাধিকার কর্মীরা পাননি।

তবে এক সপ্তাহ ধরে ভাসানচরের রোহিঙ্গাদের সঙ্গে কথা বলে বিবিসি যে চিত্র পেয়েছে তা বহুলাংশেই সরকারের দাবির বিপরীত। রোহিঙ্গারা বলেছেন:

ক্যাম্পের বাসিন্দাদের মধ্যে নানা কারণে অসন্তোষ বাড়ছে, বিভিন্ন দাবিতে ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে ভাসান চরে শ'খানেক রোহিঙ্গা প্রথম কোন বিক্ষোভ করেছেন।

রেশন বিতরণে অনিয়মের প্রতিবাদেও কিছু শরণার্থী সম্প্রতি রেশন নিতে অস্বীকৃতি জানান

জীবিকার ব্যবস্থা করা হবে বলে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের এই দ্বীপে আনা হয়েছিল, তার কিছুই রক্ষা করা হয়নি।

সেখানে তারা আর থাকতে চান না, সুযোগ পেলে আগের জায়গায় ফিরে যেতে চান।

অনেকে তাদের পরিবারের বাকী সদস্যদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন, জীবনে আর কখনো তারা এক হতে পারবেন, এমন সম্ভাবনা তারা দেখছেন না।

দ্বীপটিতে সবচেয়ে বেশি অসুবিধায় পড়েছেন অসুস্থ শরণার্থীরা। তাদের চিকিৎসা এবং ঔষধ-পথ্যের ন্যূনতম সুযোগও সেখানে নেই বলে জানিয়েছেন তারা।

প্রথম প্রতিবাদ

শরণার্থীদের মধ্যে ভাসান চরের পরিস্থিতি নিয়ে যে ক্ষোভ বাড়ছে তার প্রথম প্রকাশ দেখা গেছে দু সপ্তাহ আগে।

একজন শরণার্থী জানিয়েছেন, প্রতি মাসের জন্য নির্ধারিত রেশনে যে পরিমাণ খাবার দাবার দেয়ার কথা ছিল, সেদিন তার চেয়ে কম দেয়ায় কিছু মানুষ এর প্রতিবাদ জানায়।

"রেশন নিয়েই গণ্ডগোল হয়েছে। প্রথম দিচ্ছিল ১৩ কেজি করে চাল। এখন দিচ্ছে ৮ কেজি করে। এটা নিয়ে গণ্ডগোল। কিছু লোক বলেছে, আমরা রেশন খাব না, দরকার হলে উপোষ থাকবো। এরপর ওরা রেশন না নিয়ে চলে এসেছে।"

ক্যাম্পের জীবনকে অনেকে তুলনা করেছেন পুরো পরিবার নিয়ে জেলখানায় থাকার মতো অভিজ্ঞতা বলে।

এ ঘটনার কয়েকদিন পর ভাসান চরে প্রায় শখানেক শরণার্থী আরেকটি প্রতিবাদে অংশ নিয়েছেন তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করার দাবিতে। বিক্ষোভের একটি ভিডিও চিত্র বিবিসির হাতে এসেছে, যাতে দেখা যাচ্ছে রোহিঙ্গা নারী এবং পুরুষরা উত্তেজিত ভঙ্গীতে কোথাও যাচ্ছেন। তাদের কয়েক জনের হাতে লাঠি। তাদের সঙ্গে অনেক শিশু কিশোরও রয়েছে। তবে নিরপেক্ষভাবে এই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

শরণার্থীদের অভিযোগ, সরকারের তরফ থেকে রেশনের নামে যে চাল-ডাল-তেল-লবণ দেয়া হয়, কেবল সেটি খেয়ে বাঁচা যায় না। তাদের কাঁচা তরিতরকারি, মাছ-মাংসের দরকার হয়। সংসারে আরও টুকি-টাকি অনেক কিছু কিনতে হয়। তার জন্য টাকা লাগে। কিন্তু সেখানে তাদের আয়-উপার্জনের কোন ব্যবস্থাই নেই, যা করে তারা এই অর্থ জোগাড় করতে পারেন।

একজন শরণার্থী বলেন, "আমাদের এখানে আনার সময় মাথাপিছু ৫ হাজার করে টাকা দিয়েছিল। সেই টাকা এখানে প্রথম ধাক্কাতেই ফুরিয়ে গেছে। এটা কেনা লাগছে, ওটা কেনা লাগছে। এখন এখানে কেউ কেউ আন্দোলন করছে, আমাদের জন্য কাজের ব্যবস্থা করো, নইলে আমাদের ফেরত পাঠাও।"

'কোয়ারেন্টিনের নামে নির্বাসন'

গত বছরের মে মাসে ভাসানচরে প্রথম যাদের নিয়ে আসা হয়েছিল, তাদের একজন দিলারা। এই রোহিঙ্গা তরুণী তার পরিবারের আরও দুই সদস্যের সঙ্গে সমুদ্রপথে অবৈধভাবে মালয়েশিয়া যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।

কিন্তু প্রায় তিনশো রোহিঙ্গাকে বহনকারী নৌকাটি মালয়েশিয়ায় পৌছাতে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। বঙ্গোপসাগর থেকে মে মাসে এই শরণার্থী বোঝাই নৌকাটি উদ্ধারের পর বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষ তাদের কোয়ারেন্টিনে রাখার কথা বলে নিয়ে যায় ভাসানচরে। কিন্তু দিলারার এখন মনে হচ্ছে তাকে যেন এখানে সারাজীবনের মত নির্বাসন দেয়া হয়েছে।

সে বলেছে করোনাভাইরাসের কারণে ১৪ দিনের জন্য কোয়ারেন্টিনে রাখার জন্য আমাদের এখানে আনা হচ্ছে, ১৪ দিন পর বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু আনার পর থেকে এই ক্যাম্পে ঢুকিয়ে দিয়েছে। এখান থেকে কোথাও যেতে দিচ্ছে না। তারপর থেকে এখানেই আছি।"

দিলারা আগে থাকতেন কক্সবাজারের বালুখালি ক্যাম্পে। তার বাবা-মা এবং পরিবারের বাকী সদস্যরা সেখানেই আছেন। দিলারা অবিবাহিতা, ক্যাম্পে যে ঘরে তাকে থাকতে দেয়া হয়েছে, সেখানে থাকতে তিনি নিরাপদ বোধ করেন না। বিশেষ করে যখন রাতের অন্ধকার নেমে আসে।

দিলারার মতে, ভাসান চরে এসে তার জীবনটা এমন এক ফাঁদে আটকে পড়েছে, যেখান থেকে মুক্তির কোন উপায় তিনি দেখছেন না।

শরণার্থীরা তাদের সাক্ষাৎকারে ক্যাম্প জীবনের যে চিত্র তুলে ধরেছেন, তাতে বোঝা যায়, সেখানে তাদের জীবন সাংঘাতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত।

হালিমা জানান, "আমরা ক্যাম্পের বাইরে যেতে পারি না, নিষেধ আছে। সাগর তীরে যেতে পারি না। পুলিশ পাহারা দেয়। এখানে কিছু নোয়াখালির মানুষ আছে। ওদের গলায় কার্ড ঝোলানো। যাদের কার্ড আছে তারা যেখানে খুশি যেতে পারে। আমাদের কার্ড নাই, আমরা পারি না।"

আরেকজন শরণার্থী সালাম বলেছেন, "আমার জীবনে এরকম দ্বীপে আমি কোনদিন থাকিনি। এখানে একেবারে নিঝুম জায়গা। কোন আওয়াজ নেই। চারিদিকে রাতে-দিনে পাহারা দেয়। যারা বেপারি, জিনিসপত্র বিক্রি করতে আসে, তাদেরকেও সন্ধ্যার আগে বাইরে চলে যেতে হয়।"

"রাস্তায় মাথায় মাথায় পুলিশ আছে। ওরা রাস্তায় চেয়ার নিয়ে বসে থাকে। আমাদের জিজ্ঞেস করে, আমরা কোথায় যাচ্ছি। আমাদের ভাসান চরের বাইরে যাওয়ার অনুমতি এখনো দেয়নি।"

শরণার্থীদের দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করার অভিযোগ নাকচ করে দিয়ে শাহ রেজওয়ান হায়াত বলেন, তারা এমন কোন প্রতিশ্রুতি তাদের দেননি যে যেটা রাখা হয়নি।

''শরণার্থীদের হালচাষের জন্য কৃষি জমি দেয়া হবে, এমন প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়নি। তবে তারা যদি হাঁসমুরগি-গবাদিপশু পালন করতে চায়, সেই সুযোগ আছে। যদি মাছ চাষ করতে চায়, অনেক পুকুর আছে, সেগুলোতে তারা করতে পারবে।"

''কৃষিকাজের জন্য সবাইকে জমি দেয়া হবে, সেটা তো সম্ভব না।

ভাসান চরে যাওয়ার জন্য শরণার্থীদের পাঁচ হাজার টাকা করে দেয়ার কথাও অস্বীকার করেন তিনি। ''যে টাকার কথা বলা হচ্ছে সেটা তাদের কিছু কাজের বিনিময়ে মজুরি, এটা সেরকম কিছু। তাদের সেখানে যাওয়ার সময় পাঁচ হাজার টাকা করে দেয়া হয়েছে, এরকম কোন ঘটনা ঘটেনি।"

'ফিরে যেতে চাই'

ভাসানচরে আসা রোহিঙ্গাদের জীবনের আরেকটি বড় সমস্যা হচ্ছে পরিবারের বাকী সদস্যদের কাছ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া।

দ্বীপে প্রথম দলে আসা রোহিঙ্গাদের একজন দিলারা বলছেন, ১৪ দিনের কথা বলে এনে তাকে যেন এখানে সারাজীবনের জন্য বন্দী করে ফেলা হয়েছে।

"আমি ভাসান চরে থাকতে চাই না, আগে যেখানে ছিলাম সেখানে যেতে চাই। এখানে থাকতে চাই না বলেই আমার বাবা-মাকে এখানে আনিনি। যদি থাকতে চাইতাম, আমার বাবা-মাকে এখানে চলে আসতে বলতাম। এখানে দরকার হলে আমরা একা একাই বৃদ্ধ হবো, মারা যাব, তারপরও ওদেরকে এখানে আসতে বলবো না।"

হালিমাও তার বাবা-মাকে এই ভাসানচরে আনার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয়ে একে একে তার পরিবারের বেশিরভাগ সদস্যকে এখানে চলে আসতে হয়েছে।

সন্তান জন্ম দেয়ার পর যখন তিনি খুবই অসুস্থ, তখন দ্বীপে কোন ঔষধ পথ্য পাওয়া যাচ্ছিল না। বাধ্য হয়ে কক্সবাজারের কুতুপালং শিবির থেকে তার বড় ভাই সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি ভাসানচরে যাবেন বোনের জন্য ঔষধ-পথ্য নিয়ে। গত সোমবার হালিমার আরও দুই বোনও তাদের পরিবার নিয়ে চলে এসেছেন ভাসানচরে। সাথে বাধ্য হয়ে এসেছেন তাদের বাবা-মা।

সবাইকে কাছে পেয়ে হালিমা খুশি।

"শুধু একটা জিনিসই ভালো লাগে না, এখানে আমাদের কোন আয়-উপার্জন নেই। আমার স্বামী যদি কোন দিনমজুরি করতে পারতো, কোন কাজ করতে পারতো, কোন চাকুরি পেত, তাহলে এখানে নিশ্চিন্তে থাকতাম। আমার স্বামী কোন কাজ-কর্ম করতে পারছে না, বাচ্চাদের খাওয়াবে কেমন করে, বউ-বাচ্চাকে পালবে কেমন করে?

ভাসানচরের ক্যাম্পে আসা অনেকে এখন আবার ফিরে যেতে চাইছেন।

দ্বীপে আসার পরদিনই হালিমা যে শিশুটির জন্ম দিয়েছিলেন, সেটির বয়স এখন আড়াই মাস। প্রথম দুই সপ্তাহ তিনি বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াতে পেরেছিলেন, কিন্তু তারপর বুকের দুধ শুকিয়ে গেলে টিনের দুধ খাওয়াতে শুরু করেন।

"বাচ্চাকে প্রথম যেদিন টিনের দুধ খাওয়াই, ওর পেটে অসুখ হয়েছে, বদ হজম হয়েছে। ডাক্তার বলেছে তিন বা ছয় মাসের কম বয়সী বাচ্চার জন্য যে টিনের দুধ, সেটা খাওয়াতে। কিন্তু সেটা এখানে পাওয়া যায় না।"

তার নিজের এবং সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি শঙ্কিত, তবে বেশি ভয় সাইক্লোন নিয়ে।

"আমার সবচেয়ে ভয় ঝড়-তুফান নিয়ে। এরকম জায়গায় আমি কোনদিন থাকিনি।"

"আমাকে যেতে দিলে চলে যাবো। কিন্তু যেতে না দিলে তো যেতে পারবো না। কারণ আমরা তো আসলে এখানে একরকম বন্দী হয়ে আছি, কোনদিকে যেতে পারি না।"

হালিমার স্বামী এনায়েতেরও একই মত।

"কেউ যখন আমার কাছে জানতে চায় এখানে আসবে কীনা, আমি তাদেরকে আসতেও বলি না, নিষেধও করি না। আমি সবাইকে বলি, পুরো পরিবার নিয়ে একটা বিরাট জেলখানায় থাকলে যেরকম জীবন হবে, এখানকার জীবনটা সেরকম।"

সূত্র: বিবিসি(শরণার্থীদের নিরাপত্তার স্বার্থে এই প্রতিবেদনে তাদের ছদ্মনাম ব্যবহার করা হয়েছে)।

ভারতের রোহিঙ্গা মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান, হামলা দিল্লির ক্যাম্পেও

ভারতের জম্মুতে বসবাসকারী কয়েক হাজার রোহিঙ্গা শরণার্থীর বিরুদ্ধে স্থানীয় মালাউন পুলিশ প্রশাসন ঢালাও তল্লাসি অভিযান ও ধরপাকড় শুরু করেছে।

উপযুক্ত পরিচয়পত্র নেই, এই অভিযোগে প্রায় পৌনে দুশো রোহিঙ্গা নারী-পুরুষকে তারা হীরানগরের বন্দী শিবিরে আটক করার পর অনেক রোহিঙ্গা শিশুই বাবা-মার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

ওদিকে দিল্লির একটি রোহিঙ্গা শিবিরে সোমবার রাতে দুষ্কৃতীরা এসে আগুন ধরিয়ে দিয়ে যাওয়ার পর রাজধানীর রোহিঙ্গাদের মধ্যেও চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

বস্তুত গোটা ভারতে যে প্রায় হাজার চল্লিশেক রোহিঙ্গা শরণার্থী আছে বলে ধারণা করা হয়, তার প্রায় এক-চতুর্থাংশই থাকেন জম্মু শহর ও তার আশেপাশের নানা বস্তিতে।

রোহিঙ্গারা সেখানে দিনমজুরি করেন, মাছ ধরেন বা অটো চালিয়ে পেট চালান, জম্মুতে তাদের একটি 'বার্মা মার্কেট'-ও গড়ে উঠেছে।

রাজ্যের বিজেপি নেতৃত্বরও তাতে প্রবল সমর্থন আছে, বিজেপি নেতারাও সেখানে 'রোহিঙ্গা খেদাও'য়ের ডাক দিচ্ছে।

ফ্রান্সে শাতেমে রাসূল শিক্ষককে হত্যা: হয়রানি করতে ১৩ বছরের মুসলিম স্কুলছাত্রীকে আসামী

মহানবীর (সা.) ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শন করায় ফ্রান্সের এক স্কুল শিক্ষককে হত্যা করা হয়েছিল গত অক্টোবরে। সেই ঘটনায় হত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার মিথ্যা অভিযোগ এনে স্কুলটির মাত্র ১৩ বছরের এক মুসলিম ছাত্রীকে আসামি করা হয়েছে।

নিহত শিক্ষকের আইনজীবী জানান, গত বছরের অক্টোবরে শিক্ষক স্যামুয়েল প্যাতি ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শন করার আগে ক্লাসে কেউ থাকতে না চাইলে চলে যাওয়ার অনুমতি দেন। এ সময় মুসলিম ছাত্রীটি ক্লাস থেকে বের হয়ে যায়।

পুলিশের ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদে ছাত্রীটি বলেছে, বাড়ি গিয়ে আমি আমার বাবা-মাকে বিষয়টি বলি। এরপর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শনের কথাটি জানিয়ে পোস্ট দিলে তা মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে যায়।

এ ঘটনায় শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা করেন ছাত্রীটির বাবা এবং ফেসবুকে ছড়িয়ে দেন ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শনের বিষয়টি।

এদিকে, রাসূল প্রেমিক আব্দুল্লাখ আজোরোভ নামে ১৮ বছরের এক চেচেন বংশোদ্ভূত সাহসী যুবক গলা কেটে ওই কুলাঙ্গার শিক্ষককে হত্যা করেন। সন্ত্রাসী পুলিশও ওই যুবককে গুলি করে শহিদ করে দেয়। মুসলিম ছাত্রীটির আইনজীবী বেকো টাবুলা গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শনের সময় সে ক্লাসে ছিল না।

সূত্র: বিবিসি

যাকে দেখব, তাকেই গুলি করব: ভিডিওতে মিয়ানমার জান্তা বাহিনীর হুমকি

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্র মিয়ানমারের সেনারা টিকটক অ্যাপ ব্যবহার করে ভিডিওতে প্রতিবাদকারীদের হুমকি দিচ্ছে। জান্তাবিরোধী বিক্ষোভ রক্তক্ষয়ী হয়ে উঠেছে।

টিকটক অ্যাপ ব্যবহার করে ভিডিওতে প্রতিবাদকারীদের হুমকি দিচ্ছে মিয়ানমারের সেনারা। সেই সাথে ব্যবহার করছেন কুরুচিপূর্ণ ভাষা।

সম্পতি দেখা যায়, মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর এক সদস্য টিকটকে পোস্ট করা একটি ভিডিওতে ক্যামেরার দিকে অ্যাসল্ট রাইফেল তাক করে বলছেন, ‘আমি তোমাকে দেখামাত্র গুলি করব, আমি সত্যিকারের বুলেট ব্যবহার করব।

আজ সারা শহর আমি টহল দেব, যাকে দেখব, তাকেই গুলি করব, যদি তুমি শহীদ হতে চাও, তবে আমি তোমার ইচ্ছা পূরণ করে দেব।’ মিডোর নির্বাহী পরিচালক এইচটেইক অং বলেন, ‘আতঙ্ক ছড়িয়ে দিতে উর্দিপরা সেনা ও পুলিশের শত শত ভিডিও রয়েছে টিকটকে।’

ডিজিটাল অধিকার গোষ্ঠী মিয়ানমার আইসিটি ফর ডেভেলপমেন্ট (মিডো) থেকে জানা যায়, বিক্ষোভকারীদের আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলতে পোস্ট করা সামরিক বাহিনীর ৮০০ ভিডিও পেয়েছে তারা।

উল্লেখ্য, মিয়ানমারের এই জান্তা সন্ত্রাসীরাই রোহিঙ্গা মুসলিমদের গণহারে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে দেশত্যাগে বাধ্য করেছিল। তখন সে দেশের বৌদ্ধরা তাদের কোন প্রতিবাদ করে নি।

ফটো রিপোর্ট | তালেবানের বিজয় বাহিনী-২, শীগ্রই আসছে ভিডিও

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের আল-ফাতাহ সামরিক ক্যাম্প থেকে স্নাতক অর্জন করেছেন কয়েক শতাধিক ইস্তেশহাদী মুজাহিদিন।

তালেবানের আল-হিজরাহ স্টুডিও ৯ মার্চ, ইমারতে ইসলামিয়ার ইস্তেশহাদী ব্যাটালিয়নের নতুন এবং সমরিক প্রশিক্ষণের ফটো অ্যালবাম প্রকাশ করেছে। এটি তালেবানদের এমন একটি বাহিনী, যারা দীর্ঘ কয়েকমাস যাবৎ সামরিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি আক্বিদা ও চিন্তাধারা, বুদ্ধি ও নৈতিকতা এবং শরিয়তের স্পষ্ট নির্দেশনার উপর জ্ঞান লাভ করেছেন।

তালেবান পরপর তাদের স্পেশাল ফোর্সের কয়েকটি সামরিক ইউনিটের প্রশিক্ষণের দৃশ্যগুলো এমন সময় প্রকাশ করছেন, যখন ক্রুসেডার আমেরিকা, জার্মানি এবং ন্যাটোর উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তারা দোহা চুক্তি ভঙ্গ করে মে মাসের মধ্যে আফগানিস্তান ছেড়ে না যাওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানাচ্ছে। অপরদিকে তালেবানের ডিপুটি (উপপ্রধান) শাইখ সিরাজুদ্দিন হক্কানী হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছিলেন যে, মহান আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে এখন আমরা পূর্বের তুলনায় অনেক সুসংগঠিত ও শক্তিশালী, আমাদের কাছে এখন অত্যাধুনিক ড্রোন প্রযুক্তি, বিমান বিধ্বংসী অস্ত্র রয়েছে, পাশাপাশি আমরা, নিজস্ব প্রযুক্তিতে উন্নতমানের দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র, মিসাইলসহ অত্যাধুনিক অনেক সামরিক সরঞ্জামাদি উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছি। সুতরাং এখন যদি কেউ লড়াই করতে চায় তবে এটি এমন লড়াই হবে, যা আগে কেউ দেখেনি এবং আমাদের থেকে কল্পনাও করেনি।

তালেবান জানিয়েছে, খুব শীগ্রই তাঁরা 'বিজয়ী বাহিনী-২'এর দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশ করতে যাচ্ছেন। ইতিপূর্বে আল-হিজরাহ স্টুডিও থেকে 'বিজয়ী বাহিনী-২'এর প্রথম পর্ব প্রকাশ করা হয়েছিল।

https://alfirdaws.org/2021/03/10/47703/

০৯ই মার্চ, ২০২১

এসআইয়ের স্ত্রী কোটিপতি

১৯৯২ সালে কনস্টেবল পদে যোগ দেন নওয়াব আলী। তিনি দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত টাকার মালিক সাজিয়েছেন স্ত্রী গোলজার বেগমকে। মাছ চাষ থেকে ১ কোটি ১০ লাখ টাকা আয় করেছেন বলে কাগজপত্রে দেখালেও বাস্তবে মাছ চাষের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। তারপরও মাছ চাষ করা হয় মর্মে কর কর্মকর্তারা প্রতিবেদন দিয়েছেন।

এসআই নওয়াব আলী, তাঁর স্ত্রী গোলজার বেগম, কর অঞ্চল-১ চট্টগ্রামের অতিরিক্ত সহকারী কর কমিশনার (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) বাহার উদ্দিন চৌধুরী ও কর পরিদর্শক দীপংকর ঘোষকে আসামি করে আদালতে দুদক অভিযোগপত্র দিয়েছে।

এসআই নওয়াব আলী দাবি করেন, তাঁকে হয়রানি করতে দুদক মিথ্যা মামলা করেছে। স্ত্রীর মাছ চাষের আয়ে তাঁর সব অর্জন।

দুদক তদন্তে পেয়েছে, নওয়াব আলীর গ্রামের বাড়ি গোপালগঞ্জ সদরের কেকানিয়া এলাকায়। সেখানে ২০১৩ সালে ৬ দশমিক ৯০ শতাংশ জমির ওপর একটি দোতলা বাড়ি নির্মাণ করেছেন নিজের নামে। স্ত্রী গোলজারের নামে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার ছলিমপুরে ৩৫৪ শতক জমি, চট্টগ্রাম শহরের লালখান বাজার এলাকায় পার্কিংসহ ১ হাজার ১০০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট, একই এলাকায় ৪ শতক জমি রয়েছে। গোলজারের নামে একটি মাইক্রোবাসও রয়েছে।

দুদকে জমা দেওয়া হিসাববিবরণীতে গোলজার দাবি করেছেন, তিনি মিরসরাইয়ের পশ্চিম ইছাখালীর মদ্দারহাটে হারেস আহমদ, আমিনুল হক, জাহাঙ্গীর আলম, শওকত আকবরসহ সাতজনের সঙ্গে চুক্তি করে একটি জলমহাল ইজারা নিয়ে মাছ চাষ করেছেন। কিন্তু তদন্তে উঠে আসে, হারেস আহমদসহ যেসব ব্যক্তির সঙ্গে চুক্তি দেখানো হয়েছে, তাঁরা ২০ বছর আগে মারা গেছেন। প্রথম আলো

স্কুলছাত্রী ধর্ষণ পুলিশের এএসআইর

রংপুরের হারাগাছে সংঘবদ্ধভাবে দশম শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনায় গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) সাময়িক বরখাস্ত সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) রাহেনুল ইসলামসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই) পরিদর্শক ও এই মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম অভিযোগপত্র দাখিল করেন। এ সময় উপস্থিত ছিল পিবিআই রংপুরের পুলিশ সুপার (এসপি) এ বি এম জাকির হোসেন।

অভিযোগপত্র জমা দেওয়ার পর এসপি এ বি এম জাকির হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, রংপুর চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ৩৬৭ পৃষ্ঠার পৃথক দুটি প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়। সন্তানের জনক রাহেনুল হারাগাছ থানায় কর্মরত অবস্থায় গত বছরের ১৮ অক্টোবর ওই ছাত্রীকে ধর্ষণ করেন রাহেনুল। পরের দিন সুমাইয়া ও সুরভি আক্তার নামের দুজনের সহযোগিতায় আবুল কালাম আজাদ ও বাবুল হোসেন সংঘবদ্ধভাবে ওই ছাত্রীকে ধর্ষণ করে। এ ঘটনায় ওই বছরের ২৬ অক্টোবর এই পাঁচজনকে আসামি করে মামলা হয়।

পিবিআইয়ের এসপি এ বি এম জাকির হোসেন আরও বলেন, রিমান্ডে এএসআই রাহেনুল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেন। আসামিদের দেওয়া তথ্য ও ডিএনএ পরীক্ষা শেষে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনাটি প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

প্রথম আলো

দুদক কর্মকর্তার ঘুষ দাবি

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদকের) এক সহকারী পরিচালকের বিরুদ্ধে ঘুষ দাবির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এ সম্পর্কিত কল রেকর্ড এবং কল লিস্ট বিটিআরসি (বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন) এবং গ্রামীণ ফোনকে (জিপি) দিতে বলেছেন হাইকোর্ট।

ওই সহকারী পরিচালক (এডি) আলমগীর হোসেন ঢাকা সদরের সাবেক সাব রেজিস্ট্রার এবং বর্তমানে পিরোজপুরের জেলা রেজিস্ট্রার হিসেবে কর্মরত মো. আবদুল কুদ্দুস হাওলাদার ও তার স্ত্রী মাহিনুর বেগমের বিরুদ্ধে দুদকের করা একটি মামলার তদন্ত করছে। কিন্তু ওই জেলা রেজিস্ট্রারের ভাইয়ের মোবাইলে ফোন দিয়ে ঘুষ দাবি করছে এমন অভিযোগ তুলে তদন্ত কর্মকর্তা পরিবর্তনের দাবিতে রিট করেন আবদুল কুদ্দুস হাওলাদার।

গত আদেশে আগামী ১৪ মার্চ অথবা তার আগেই রিট আবেদনকারী জেলা-রেজিস্ট্রার মো. আবদুল কুদ্দুস হাওলাদারের ভাইয়ের মোবাইল নাম্বার ০১৭২১৬২২৭২০ এবং দুদকের ওই সহকারী পরিচালক আলমগীর হোসেনের মোবাইল নম্বর ০১৮১৯৩৩৫৭৩৯-এর মধ্যে ২০১৯ সালের জুলাই থেকে ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কথোপকথনের রেকর্ড এবং কল লিস্ট আদালতে দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এর আগে গত মঙ্গলবারের আদেশ অনুযায়ী এদিন রিটকারী পক্ষকে ওই ঘুষ দাবির অডিও-ভিডিও রেকর্ড দাখিল করার কথা ছিল। কিন্তু গত শুনানিতে অংশ নিয়ে রিটকারী পক্ষের আইনজীবী মো. কামাল হোসেন আদালতে বলেন, আমরা ওই ঘুষ দাবির কথোপকথনের অডিও রেকর্ড চেয়ে বিটিআরসি ও জিপির কাছে পৃথক আবেদন করেছি। কিন্তু তারা বলেছে, আদালত যদি আদেশ দেন সে ক্ষেত্রে আমরা এ রেকর্ড দিতে পারব। অন্যথায় দেওয়া যাবে না।

এ সময় দুদকের আইনজীবী আসিফ হাসান আদালতে বলেন, তারা সরাসরি একজন তদন্ত কমকর্তা পরিবর্তনের দাবিতে রিট করেছেন। আসামি পক্ষ এ রিট করতে পারে না। এ কারণে গত তারিখ শুনানিকালে তারা বলেছিল ঘুষ দাবির অডিও ও ভিডিও রেকর্ড তাদের হাতে আছে। এ জন্য সেটি দাখিলের নির্দেশনা ছিল। কিন্তু এখন তারা বিটিআরসি ও জিপির প্রতি আদেশ চাচ্ছে। এটা একটা অস্পষ্টতা দেখা দিল। দুদক একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এভাবে দুদকের একজন সহকারী পরিচালকের বিরুদ্ধে আদালতে সাবমিশন করলে কোটি কোটি টাকার ক্ষতি হয়ে যায়।

এসময় তিনি আরও বলেন, সেদিন এক রকম আজ আরেক রকম সাবমিশন করছে। আর যদি ঘুষ দাবির অভিযোগ প্রমাণিত না হয়, তা হলে ১০ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আদালতও এ সময় বলেন, প্রমাণ করতে না পারলে ১০ কোটি টাকা দিতে হবে। রিটকারী পক্ষের আইনজীবী বলেন, বিটিআরসি ও জিপির কাছ থেকে রেকর্ড আসার পর যদি দেখা যায় প্রমাণিত হয়নি, তখন পিটিশনার ক্ষতিপূরণ দেবে।

এ সময় দুদকের এডির পক্ষে আইনজীবী মো. আবদুর রশিদ শুনানিতে অংশ নিয়ে বলেন, মামলার বিচার বিলম্বিত করার জন্য তারা এখানে রিট করেছে। একজন সরকারি কর্মকর্তা তার বউয়ের নামে কতশত বিঘা জমি কিনেছে। ৩৪টি দলিলে ৩০ একর জমি বউয়ের নামে করেছে। তার দাম কত দেখিয়েছেন? তিনি এডির ব্যক্তিগত হাজিরা থেকে অব্যাহতি এবং আগামী সপ্তাহে এফিডেভিট দেওয়ার আবেদন জানান।

এ সময় রাষ্ট্রপক্ষের আইন কর্মকর্তা ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল একেএম আমিন উদ্দিন মানিক আদালতে বলেন, যে প্রশ্ন উঠেছে, তাতে বিটিআরসি ও জিপিকে নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে। কারণ তারা কোন ভুয়া আবেদন করে থাকে তা হলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রশ্নটির সুরাহা দরকার। কারণ দুদক একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান, স্বতন্ত্র সংস্থা। প্রশ্নটি অমীমাংসিত রাখাটা ঠিক হবে না। পরে আদালত কল রেকর্ড তলব করে ওই আদেশ দেন।

জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের তথ্য জানাতে ২০১৯ সালের ৩ মার্চ জেলা রেজিস্ট্রার মো. আবদুল কুদ্দুস হাওলাদার ও তার স্ত্রী মাহিনুর বেগমকে নোটিশ পাঠায় দুদক। দুদকের (ঢাকা-১) উপপরিচালক মোহাম্মদ ইব্রাহিমের পাঠানো নোটিশের উপযুক্ত জবাব না পেয়ে ২০২০ সালের ২২ অক্টোবর ওই দম্পতির বিরুদ্ধে ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিচারিক আদালতের বিচারক কেএম ইমরুল কায়েশের আদালতে মামলা করে দুদক। মামলায় ২৪ লাখ ৭০ হাজার ৫৪৩ টাকার সম্পদের তথ্য গোপন, ৯০ লাখ ১২ হাজার ৭৯৬ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনপূর্বক দখল রাখার অভিযোগ আনা হয়।

এদিকে মামলা দায়েরের পর তদন্তে নামেন দুদকের সহকারী পরিচালক মো. আলমগীর হোসেন। তদন্তের সময়ে তিনি আসামিদের অনৈতিক লেনদেনের প্রস্তাব দিতে থাকেন। এ অবস্থায় ২০২০ সালের ১৭ নভেম্বর এবং চলতি বছরের গত ১ ফেব্রুয়ারি তদন্ত কর্মকর্তার পরিবর্তন চেয়ে দুদকের কাছে আবেদন জানান মামলায় অভিযুক্ত মো. আবদুল কুদ্দুস হাওলাদার ও তার স্ত্রী মাহিনুর বেগম। তাদের এ আবেদনে দুদক কোনো সাড়া না দেওয়ায় হাইকোর্টে রিট দায়ের করেন তারা।

আমাদের সময়

ইরান | সেনাবাহিনীর উপর আক্রমণ বাড়িয়েছে জাইশুল-আদল

ইরানের বালুচিস্তান অঞ্চলে দেশটির মুরতাদ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে জাইশুল-আদল-এর আক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে ইরান সরকার বিরোধী উত্তেজনা পূর্ব থেকেই অব্যাহত রয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ৪ মার্চ রাতে সুন্নি জিহাদী গ্রুপ জাইশুল-আদল বেলুচিস্তানের জাহদানের নিকটবর্তী কালেবিড অঞ্চলে সামরিক বাহিনীর ঘাঁটিগুলিতে আক্রমণ করেছে। এতে শত্রুবাহিনীর জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি হয়।

স্থানীয় সূত্রমতে, মুজাহিদগণ রকেট দিয়ে এসব হামলাগুলো চালিয়েছেন, তবে এসব রকেট হামলায় কত শত্রু সেনা হতাহত বা কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনও তথ্য এখনো পাওয়া যায়নি।

এর আগে গত ২ মার্চ, জাইশুল-আদল ইরানের সিস্তান ও বেলুচিস্তান প্রদেশের সেরওয়ান শহরের নিকটবর্তী বেম পশত অঞ্চলে ইরানী সামরিক বাহিনীর একটি কাফেলার উপর হামলা করা হয়। যার ফলে কমপক্ষে ৫ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং ৩ মুরতাদ সৈন্য মুজাহিদদের হাতে বন্দী হয়।

গতকাল সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত এক বিবৃতিতে এই গ্রুপটি জোর দিয়ে বলেছে যে, যুদ্ধ এবং প্রতিরোধই এই অঞ্চলে মুসলিমদের মুক্তির একমাত্র উপায়।

https://ibb.co/Srs8LNj

নিজেদের মধ্যেই আ.লীগের দুই পক্ষের বিশৃংখলায় ১৪৪ ধারা জারি

বগুড়ার সোনাতলা উপজেলায় একই স্থানে ও একই সময়ে আওয়ামী লীগের দুই পক্ষের সমাবেশ ডাকায় সহিংসতার আশঙ্কায় ১৪৪ ধারা জারি করেছে উপজেলা প্রশাসন।

সোমবার সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত উপজেলার দিগদাইর ইউনিয়নের মহিচরণ বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয় মাঠে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। আজ সকাল ১০টায় সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়েছিল।

সোনাতলা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সাদিয়া আফরিন প্রথম আলোকে বলেন, ১৩ মার্চ সোনাতলা উপজেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন। এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে উপজেলার মহিচরণ বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়

মাঠে আজ দিগদাইড় ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ব্যানারে পাল্টাপাল্টি সমাবেশ অহবান করা হয়। কর্মসূচি থেকে সরে আসার জন্য উভয় পক্ষকে বোঝানো হয়েছে। এতে তারা রাজি হয়নি। এ কারণে বিশৃঙ্খলা এড়াতে আজ সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত মহিচরণ বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয় মাঠে ও আশপাশ এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে সব ধরনে সভা, সমাবেশ ও গণজমায়েত নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

সহকারী পুলিশ সুপার আরিফুল ইসলাম সিদ্দিকী বলেন, পরিস্থিতি পুলিশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। দুই পক্ষের কাউকে সমাবেশস্থলে আসতে দেওয়া হয়নি।

উপজেলা আওয়ামী লীগের বিবাদমান দুই পক্ষের মধ্যে এক পক্ষে নেতৃত্বে দিচ্ছেন বগুড়া-১ (সারিয়াকান্দি-সোনাতলা) দলীয় সাংসদ সাহাদারা মান্নানের ছোট ভাই ও সোনাতলা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মিনহাদুজ্জামান লীটন। তিনি সম্মেলনে উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতির পদপ্রত্যাশী।

অপর পক্ষে আছেন সাংসদ সাহাদারা মান্নানের আরেক ভাই সারিয়াকান্দি ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ সাইদুজ্জামান, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম ও জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য আছালত জামান। তাঁরাও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি পদপ্রত্যাশী।

এ বিষয়ে জানার জন্য সাংসদ সাহাদারা মান্নানের মুঠোফোনে কল করা হলে তা বন্ধ পাওয়া যায়। প্রথম আলো

ফটো রিপোর্ট | তালেবান নিয়ন্ত্রিত আরো ১টি মাদ্রাসা থেকে দাওরা সমাপ্ত করল ১২০ জন ছাত্র

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান নিয়ন্ত্রিত খোস্ত প্রদেশের জামিয়া মাজহার-উল-উলূম নিয়াজি মাদ্রাসা থেকে এবছর ধর্মীয় পাণ্ডিত্য বা দাওরায়ে হাদিস সমাপ্ত করেছেন ১২০ জন তালিবুল ইলম। মাদ্রাসার অন্যান্য বিভাগ থেকেও আরো কয়েক শতাধিক ছাত্র তাদের বিভাগীয় দরস সমাপ্ত করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ্।

এই উপলক্ষ্যে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ একটি গ্রাজুয়েশন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে প্রদেশটির হাজার হাজার ছাত্র, সাধারণ জনগণ এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এসময় বিদায়ী ছাত্রদের পাগড়ী ও সনদ প্রদান করা হয়।

https://alfirdaws.org/2021/03/09/47677/

ফিলিস্তিনি কৃষকদের উপর অবৈধ বসতি স্থাপনকারী ইহুদিদের আক্রমণ, ৩০ টি জলপাই গাছ কর্তন

গতকাল পূর্ব বেথেলহামের একটি গ্রামে ইসরায়েলি অবৈধ বসতি স্থাপনকারীদের একটি দল ফিলিস্তিনি কৃষকদের আক্রমণ করে তাদের জমি ছেড়ে দিতে বাধ্য করেছে। অন্যদিকে, ইহুদিদের আরেকটি দল অন্য একটি গ্রামের ১৫ টি ফলদার জলপাই গাছ কেটে দিয়েছে। খবর ওয়াফা নিউজের।

গ্রামের উপ-প্রধান আহমদ গজালের বরাত দিয়ে ওয়াফা নিউজ জানায়, আইয়ুব ওবায়াত নামক একজন ফিলিস্তিনির জমিতে কাজ করার সময় কৃষকরা আক্রমণের শিকার হন। এ সময় দখলদার ইসরায়েলি সেনাবাহিনী ও অবৈধ ইহুদি বসতি স্থাপনকারীদের একটি দল সম্মিলিতভাবে কৃষকদের উপর আক্রমণ চালায়।

সম্মিলিত দলটি কৃষকদের লক্ষ্য করে কাঁদানে গ্যাস ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। পাশাপাশি বন্দুক তাক করে কৃষকদের জোরপূর্বক জমি ত্যাগে বাধ্য করে।

অন্যদিকে আরও একটি গ্রামে ১৫ টি ফলদার জলপাই গাছ কেটে ফেলেছে অবৈধ ইহুদি বসতি স্থাপনকারীরা।

ফিলিস্তিন | গ্রেপ্তারের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা বর্ণনা দিলেন যমজ দুই কিশোর

১৭ বছর বয়সী দুই ফিলিস্তিনি যমজ কিশোর নাসারুল্লাহ ও নাসের আদ্দিন আল শায়ের। গত মাসে তারা ইসলাম ও মুসলিমদের চির শত্রু ইহুদি সেনাবাহিনী কর্তৃক গ্রেপ্তার হয়। তাদের গ্রেফতার ও পরবর্তী কারাগারে নির্যাতনের ভয়াবহ তথ্য উঠে আসে কুদুস নিউজ নেটওয়ার্ক এর এক প্রতিবেদনে।

দ্য কমিশন অফ ডিটেইন্স অ্যাফিয়ার্সের বরাতে ফিলিস্তিনি সংবাদ মাধ্যম কুদুস নিউজ নেটওয়ার্ক জানায়, গত ফেব্রুয়ারি রাত ৩টায় তাদেরকে নিজ বাসা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

কিশোররা জানায়, 'ইসরায়েলি সেনারা আমাদের বাড়ির প্রধান গেইট প্রচণ্ড আওয়াজের বিস্ফোরক দ্বারা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে। এর পর বাড়ির বাইরে এনে হাতকড়া পরিয়ে চোখ বেঁধে ফেলা হয়। তারপর আমাদের একটা সামরিক জিপে করে নিকটস্থ ইহুদি ক্যাম্পে নিয়ে যায়।'

কিশোরদ্বয় জানায়, 'ক্যাম্পে ১৫ মিনিট রাখার পর আমাদের নাবলুসের হুওয়ারাহ বন্দী শিবিরে নিয়ে যায়। সেখানে ১৬ দিন পর্যন্ত আমাদের খুব ছোট একটি সেলে রাখা হয়, এটিকে জাহান্নামের মতো মনে হতো। যেখানে আমাদের জীবন ছিল অসহনীয়। খুব বাজে খাবার দেওয়া হতো। গোসল দেওয়ার কোন সুযোগ দেয়নি তারা। ১৬ দিন পর্যন্ত একই কাপড় পরে রয়েছি।'

তারা আরও জানায়, 'এই দিনগুলোতে আমাদের জেলচত্বরেও আসতে দেয়া হয়নি। সেলে খুবই শীত লাগত কিন্তু তারা আামাদের দুর্গন্ধযুক্ত একটা কম্বল দিয়েছিল শুধু। সেলের দেয়াল ও মেঝে ময়লায় পরিপূর্ণ ছিল এবং সম্পূর্ণ সেলটাই দুর্গন্ধময় ছিল। আমরা আমাদের জীবনের সবচেয়ে ভয়াবহ সময় সেখানে পার করেছি। অতঃপর সেখান থেকে আমাদের 'শালেম মিলিটারি ক্যাম্পে' নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আমাদের পরপর আধ ঘন্টা করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আমাদের অন্য একটি কারাগারের ১০ নম্বর সেকশনে নিয়ে যায়। সেখানে আমাদের সাত দিনের মতো আটকে রাখা হয়।'

ইসরায়েল প্রতি বছর প্রায় ৫০০ থেকে ৭০০ ফিলিস্তিনি শিশুকে আটক করে। পরে দখলদার সামরিক আদালতে তাদের বিচার করা হয়। প্রায় সবারই সাধারণ অপরাধ হল 'পাথর নিক্ষেপ'। আর এর জন্য সর্বোচ্চ সাজা ২০ বছর পর্যন্ত জেল হয়।

কিশোরদ্বয় আরো বলেন, 'বর্তমানে ১৯০ জনের বেশি ফিলিস্তিনি শিশু দখলদার ইসরায়েলের কারাগারে বন্দী রয়েছেন। যাদের বেশিরভাগকেই কোনো অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়নি।'

পরিসংখ্যানে থেকে জানা যায়, ২০১৫ সাল থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ৭ হাজার ফিলিস্তিনি শিশুকে গ্রেপ্তার করেছে সন্ত্রাসবাদী অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলের সেনাবাহিনী।

উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে শিশুদের দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড ও অনেক ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদানে বৈধ ঘোষণা করে নতুন আইন পাস করেছে ইসরায়েল।

খোরাসান | তালেবান মুজাহিদদের হামলায় ৫৮ কাবুল সৈন্য হতাহত

আফগানিস্তানের ২টি এলাকায় মুরতাদ কাবুল বাহিনীর উপর তীব্র হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন, এতে ৩৮ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং ২০ এরও অধিক সৈন্য আহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৮ মার্চ সোমবার রাতে, তালেবান নিয়ন্ত্রিত আফগানিস্তানের খোস্ত প্রদেশের স্পিরা জেলায় মুরতাদ কাবুল সরকারের বর্বর সৈন্যরা অভিযান চালায়, এসময় মুজাহিদদের তীব্র জবাবি হামলার শিকার হয় কাবুল বাহিনী। মুজাহিদদের তীব্র জবাবি হামলার ফলে ২৫ কাবুল সৈন্য নিহত এবং আরো ২০ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে। এছাড়াও মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ বাহিনীর বিভিন্ন ধরণের ১১টি সাঁজোয়া যান ধ্বংস হয়েছে। তবে এ লড়াইয়ের সময় ৪ জন মুজাহিদও (ইনশাআল্লাহ্) শাহাদাত বরণ করেছেন।

একই রাত ৭ টার দিকে, হেলমান্দ প্রদেশের নাহর-সিরাজ জেলার দুটি স্থানে মুরতাদ বাহিনীর সাথে লড়াই হয় তালেবান মুজাহিদদের। যার ফলে কাবুল বাহিনীর ১৩ সৈন্য নিহত এবং ২টি গাড়ি ধ্বংস হয়েছে। এসময় মুরতাদ বাহিনীর গুলিতে আহত হয়েছেন একজন তালেবান মুজাহিদ।

মালি | মুজাহিদদের হামলায় ৭ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

মধ্য মালিতে দেশটির সামরিক বাহিনীর উপর পরিচালিত এক বোমা হামলার ঘটনায় দেশটির ৭ মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

আঞ্চলীক সূত্রে জানা গেছে, গত ৭ মার্চ রবিবার, পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালির মোপটি রাজ্যের কেন্দ্রীয় বুনি শহরে, দেশটির মুরতাদ সেনাবাহিনীর একটি টহল দলকে লক্ষ্য করে সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের জানবাজ মুজাহিদিন।

দেশটির সামরিক বাহিনীর দেওয়া তথ্যমতে, জিএনআইএম-এর জানবাজ মুজাহিদদের পরিচালিত এই হামলায় তাদের ৭ সৈন্য আহত হয়েছে। যাদের মাঝে ৪ সৈন্যের অবস্থা সংকটাপন্ন।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ৮ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার রাজধানীতে সামরিক বাহিনীর উপর একাধিক হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা, এতে এক কর্নেলসহ কমপক্ষে ৮ মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজের সূত্রে জানা গেছে, গত ৮ মার্চ সোমবার, সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর বারিরী শহরে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর সফল হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে মুরতাদ বাহিনীর কমপক্ষে ৫ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

এমনিভাবে রাজধানীর কারান শহরে অপর একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন মুজাহিদগণ। যার ফলে এক কর্নেলসহ ২ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে। একইভাবে এদিন রাজধানীর আলীশা শহরে মুরতাদ গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদের টার্গেট করে অপর একটি অভিযান চালিয়েছেন মুজাহিদগণ, যার ফলে এক গোয়েন্দা সদস্য নিহত হয়।

০৮ই মার্চ, ২০২১

চাকরিতে যোগদান করতে না পেরে যোগ্য প্রার্থীদের মানববন্ধন

গোপালগঞ্জে চাকরিতে যোগদানের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা পদে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীরা। আজ সোমবার সকালে সুপারিশপ্রাপ্ত উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা ২০২০ আঞ্চলিক সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে গোপালগঞ্জে প্রেসক্লাবের সামনে এই মানববন্ধন করা হয়। মানববন্ধন থেকে সুপারিশপ্রাপ্ত ১ হাজার ৬৫০ জন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাকে দ্রুত কাজে যোগদানের জন্য জোরালো দাবি জানানো হয়।

কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটির সভাপতি মেহেদী হাসানের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য দেন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা পদে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থী সাইফুল ইসলাম, ইমাম হাসান রনি, সঞ্জয় বিশ্বাস প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, দেশের ক্রমবর্ধমান খাদ্যের চাহিদা মেটানো ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৮ সালের ২৩ জানুয়ারি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অধীনে সারা দেশে বিপুলসংখ্যক শূন্য পদের বিপরীতে ১ হাজার ৬৫০ জন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। সে অনুযায়ী, ২০১৯ সালের ২ আগস্ট প্রিলিমিনারি পরীক্ষা, ১৩ সেপ্টেম্বর লিখিত পরীক্ষা ও ১৮ ডিসেম্বর থেকে ২০২০ সালের ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত মৌখিক পরীক্ষায় তাঁরা অংশ নেন। ১৭ জানুয়ারি যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত ১ হাজার ৬৫০ জনের নাম প্রকাশ করে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীরা আরও বলেন, নির্বাচিত প্রার্থীরা নিজ নিজ অঞ্চল ভিত্তিতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়ে প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্রের অনুলিপি জমা দেন এবং পুলিশ যাচাই কার্য সম্পন্ন করেন। তালিকা প্রকাশের এক বছর পার হলেও অদৃশ্য কারণে চাকরিতে তাঁদের যোগদান করতে দেওয়া হচ্ছে না। এতে তাঁরা সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে দুঃসময় পার করছেন।

মানববন্ধনে খুলনা, যশোর ও ফরিদপুর অঞ্চলের ১১টি জেলা থেকে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা পদে সুপারিশপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা অংশ নেন।

প্রথম আলো

পাকিস্তান | টিটিপির হামলায় উচ্চপদস্থ ২ অফিসারসহ ৫ মুরতাদ সৈন্য নিহত

পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে মুরতাদ পুলিশ ও সেনাবাহিনীর উপর একাধিক হামলা চালিয়েছে টিটিপি। এতে ৩ মুরতাদ সদস্য নিহত এবং আরো ২ সৈন্য আহত হয়েছে।

স্থানীয় গণমাধ্যমের সূত্রে জানা গেছে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও পুলিশের উপর গত ৭ মার্চ ২৪ ঘন্টার মাথায় পরপর ৩টি হামলা চালিয়েছে দেশটির শীর্ষস্থানীয় জিহাদী গ্রুপ তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান।

এরমধ্যে পাঞ্জাবের রাওয়ালপিন্ডির কাচেরি চৌকের কাছে রেসকোর্স থানার গুরুত্বপূর্ণ পুলিশ অফিসার এসএইচও মিয়া ইমরান আব্বাসকে লক্ষ্য করে বন্দুকধারী মুজাহিদগণ গুলি চালান। গুলির ফলে গুরুতর আহত হয় উক্ত পুলিশ অফিসার, এসময় হাসপাতালে নেওয়ার পথেই সে মারা যায়।

অন্যদিকে, খাইবার পাখতুনখার বানু জেলায় বন্দুকধারী মুজাহিদগণ ছুটিতে থাকা গুলজালি নামে এক সেনা অফিসারকে টার্গেট করে গুলি চালান, এতে উক্ত সেনা সদস্য ঘটনাস্থলেই নিহত হয়।

একই রাতে ইসলামাবাদের G13 এলাকায় নাপাক বাহিনীর টহল দলকে টার্গেট করে মোটরসাইকেল থেকে গুলি চালান মুজাহিদগণ। এ ঘটনায় নাপাক বাহিনীর ১ হেড কনস্টেবল নিহত এবং ২ মুরতাদ সদস্য গুরুতর আহত হয়েছে। অপরদিকে প্রতিটি অভিযান শেষেই মুজাহিদগণ নিরাপদে ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছেন।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ এই হামলাগুলোর দায় স্বীকার করেছেন।

https://ibb.co/GcsMSgw

https://ibb.co/B3YVk8P

মুসলিম নারীদের হিজাব নিষিদ্ধ করে নতুনভাবে ইসলামভীতি ছড়াচ্ছে সুইজারল্যান্ড

মানবতা আর প্রগতিশীলতার বুলি আওড়ানো ইউরোপের কথিত সুশীল রাষ্ট্র সুইজারল্যান্ড ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অংশ হিসেবে মুসলিমদের ধর্মীয় পোশাক নিক্বাব নিষিদ্ধ করেছে।

এ উপলক্ষে গত রবিবার দেশটি একটি গণভোটের আয়োজন করে, যেখানে ৫১.২% ভোটে জনসমাগম স্থলে মুসলিম নারীদের পোশাক নিক্বাব পরিধানের নিষিদ্ধকরণ বিল পাশ করা হয়। সুইজারল্যান্ডের ডানপন্থী দল সুইস পিপলস পার্টির "মৌলবাদ দমন করো" ক্যাম্পেইনের অংশ হিসাবে এই গণভোটের আয়োজন হয়।

ইসলাম ধর্ম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে নিক্বাব ইস্যুতে সুইজারল্যান্ডে এই ধরণের গণভোট প্রথম নয়। এর আগে ২০০৯ সালে সুইস পিপলস পার্টির ইন্ধনে সুইস জনগণ মসজিদের মিনার নির্মাণের বিরুদ্ধে গণভোট দেয়। মিনার নির্মাণকে তখন দেশটিতে ইসলামাইজেশনের মূর্ত প্রতীক হিসাবে তুলে ধরা হয়।

তিস্তার পানি বন্টন নিয়ে মমতার নীতি, 'আমি খাব, তারপরে তো দেব

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বলেছে, তিস্তার পানি আগে তারা রাখবে তারপর বাংলাদেশকে দিবে।

বিধানসভা নির্বাচনের আগে রবিবার একটি জনসভায় বক্তব্য দিতে দিতে হঠাৎ তিস্তা প্রসঙ্গ তোলে মমতা।

এ সময় হিন্দিতে বলেছে 'তিস্তা উত্তরবঙ্গকা হিস্যা। বাংলাকা হিস্যা। আমি তো বলিনি জল দেব না। কিন্তু আমি খাব, তারপরে তো দেব। আমার ঘরে থাকবে, তারপরে তো আমি দেব।'

মোদি ভবিষ্যতে যেন এভাবে তিস্তার পানি দেয়ার কথা না বলেন, সে বিষয়েও তাকে সতর্ক করে দেন মমতা, 'আগে আমাকে জিজ্ঞেস করে নেবেন।'

তিস্তার পানিবণ্টন নিয়ে ভারতের সঙ্গে দীর্ঘদিন আলোচনা চলছে বাংলাদেশের। ভারত সরকার প্রায়ই এই সংকট নিরসনের প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না।

বরিশালে ইসলাম গ্রহণ করায় অধ্যাপককে হত্যা, বিচার চাইলেন স্ত্রী

বরিশালের উজিরপুরে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিরু রায়হান হত্যার বিচার দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছে নিহতের স্ত্রী সৈয়দা শাহিন আক্তার। রোববার দুপুরে বরিশাল রিপোর্টার্স ইউনিটি কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এমন অভিযোগ করেন তিনি। জমিজমা বিরোধের ছুতায় ইসলাম গ্রহণের কারণে ভাইদের হাতে স্বামী খুন হন বলে তিনি দাবী করেন।

এসময় দায়েরকৃত মামলার আসামীদের দ্রত শাস্তির দাবি জানান স্ত্রী শাহিন আক্তার।

নিরু ২০০১ সালে তিনি ইসলাম ধর্মগ্রহণ করে সৈয়দা শাহিন আক্তারকে বিয়ে করেন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর নিরু বরিশালের উজিরপুর উপজেলার ধামুরা গজেন্দ্র গামের মৃত যোগেশ শীলে পুত্র।

তিনি আরো বলেন, পৈত্রিক সম্পত্তি ভাগ করে না দেয়ায় তিন ভাইয়ের সাথে নিরুর দ্বন্দ্ব ছিলো। এর প্রেক্ষিতে ২০১৮ সাল থেকে ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত মোট ৬ বার নিরু তার নিজ বাড়ী উজিরপুরে আসা যাওয়া করে। এসময় ভাইদের সাথে ঝগড়াসহ হাতাহাতির ঘটনাও ঘটে।

স্ত্রী জানান, ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ফের বাড়িতে গিয়ে তার পাওনা সম্পত্তি দাবি করে শালিস বৈঠকে বসার হুমকি দেয়। এরপর প্রায় কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তি তার ভাইয়েরা কিস্তিতে কিনে নেয়ার প্রস্তাব দেয়। চুক্তি অনুযায়ী জমির মূল্যের প্রথম কিস্তির ২২ লক্ষ নিয়ে আসতে ২০১৯ সালের ১৭ এপ্রিল নিরু পৈত্রিক ভিটায় ভাইদের কাছে যায়। এর কয়েক দিন পর ২১ এপ্রিল বিকেল পৌনে ৪টায় নিহত নিরুর ছোট ভাই

মনোরঞ্জন শীল ফোন করে তার মৃত্যুর খবর জানান। স্ত্রী শাহিন আক্তার তার শশুর বাড়িতে পৌঁছানোর আগেই দাফন সম্পন্ন করা হয়।

এই ঘটনার ৮ মাস পরে স্বামীর সম্পত্তি বুঝে নিতে স্ত্রী শাহিন আক্তার শ্বশুর বাড়ি গেলে তাকে ও তার সন্তানকে অস্বীকার করেন নিহতের ভাইয়েরা। এর পেক্ষিতে উজিরপুর থানায় ২০২০ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারী একটি সাধারণ ডায়েরী করা হয়।

অধ্যাপক নিরু রায়হান হত্যায় দোষীদের সুষ্ঠু বিচার ও সম্পত্তি বুঝে পাওয়ার দাবিতে স্ত্রী সৈয়দা শাহিন আক্তার সকলের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

গণতন্ত্র নিয়ে শাইখ খালিদ হাক্কানী শহীদ (রহঃ) এবং মুফতী আবুযর আযযাম হাফিজাহুল্লাহর চমৎকার সংলাপ

পাকিস্তান ভিত্তিক অন্যতম জিহাদী জামা'আত তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের অফিসিয়াল 'উমর মিডিয়া' গত ৭ মার্চ, গণতন্ত্র বিষয়ে দীর্ঘ ৪৩ মিনিটের চমৎকার একটি ভিডিও সংলাপ প্রকাশ করেছে।

সংলাপটিতে উপস্থিত ছিলেন তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের শরিয়াহ্ বোর্ডের প্রধান শহিদ শাইখ খালিদ হাক্কানী (রহঃ) এবং ইলমী জগতের অনেকের কাছেই পরিচিত মুখ মুফতী আবুযর আযযাম হাফিজাহুল্লাহ্।

https://alfirdaws.org/2021/03/08/47638/

শরিয়ার ছায়াতলে | ৫ মার্কিন ও সোমালি গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যের উপর হদ কায়েম

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় মুজাহিদদের প্রতিষ্ঠিত একটি ইসলামিক আদালত ৫ ব্যক্তির উপর শরয়ী হদ মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, বেশ কিছুদিন পূর্বে আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাবের নিরাপত্তা বিভাগের সদস্যরা গুপ্তচরবৃত্তির কারণে ৫ ব্যক্তিকে বন্দী করেছেন। পরে তাদেরকে মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত যুবা রাজ্যের একটি ইসলামি আদালতের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

শাহাদাহ্ নিউজের সূত্রে জানা গেছে, অতঃপর উক্ত ৫ ব্যক্তির ব্যাপারে ক্রুসেডার মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা ও সোমালী মুরতাদ সরকারী গোয়েন্দা সংস্থার হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করার অভিযোগ প্রমাণিত হয়। সর্বশেষ গত ৭

মার্চ রবিবার রাজ্যটির বুয়ালী শহরের ইসলামি আদালত উক্ত ৫ গুপ্তচরের উপর শরয়ী হদ মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে।

ফটো রিপোর্ট | হযরত উমর ফারুক (রাঃ) সামরিক ক্যাম্প- খোরাসান

ইমারতে ইসলামিয়া আফহানিস্তানের নিয়ন্ত্রিত পাকিতিয়া প্রদেশে 'হযরত উমর ফারুক' (রাঃ) সামরিক ক্যাম্প। ক্যাম্পটি থেকে গত ৭ মার্চ উচ্চতর সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের পাশাপাশি ইসলামী আক্বিদা ও বিশুদ্ধ মানহায বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেছেন কয়েক ডজন তালেবান মুজাহিদ।

ক্যাম্পটিতে নতুন প্রশিক্ষিত তালেবান মুজাহিদদের শারীরিক প্রশিক্ষণে কিছু দৃশ্য দেখুন...

https://alfirdaws.org/2021/03/08/47632/

পাকিস্তান | মুজাহিদদের হামলায় এক মুরতাদ সৈন্য নিহত

পাকিস্তানের বাজৌর এজেন্সিতে সেনাবাহিনীর উপর পরিচালিত হামলায়, ঘটনাস্থলেই এক সেনা সদস্য নিহত হয়েছে।

'উমর মিডিয়া' তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী (হাফিজাহুমুল্লাহ)র বরাত দিয়ে জানিয়েছে, গত ৬ মার্চ শনিবার, তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) জানবায মুজাহিদিনরা পাকিস্তানের বাজোর এজেন্সির ওয়ারা ম্যামন্ড সীমান্তে অবস্থিত নাপাক বাহিনীর একটি চৌকিতে হামলার পজিশন নিয়ে অপেক্ষায় ছিলেন।

পূর্ব থেকেই মুজাহিদগণ টার্গেট ঠিক করে অপেক্ষা করতে থাকেন। যখনই মুরতাদ বাহিনীর সদস্যরা কাছে আসতে শুরু করে, সাথে সাথে মুজাহিদগণ তাদের উপর গুলি ছোড়েন। ফলে ঘটনাস্থলেই এক নাপাক সেনা কর্মকর্তা নিহত হয়।

ইয়ামান | হুথী বিদ্রোহীদের অবস্থানে আল-কায়েদার হামলা, নিহত ৩

মধ্য প্রাচ্যের দেশ ইয়ামানে ইরান সমর্থিত মুরতাদ শিয়া হুথী বিদ্রোহীদের অবস্থানে বোমা হামলা চালিয়েছে আলকায়দা।

আল-মালাহিম মিডিয়া সূত্রে জানা গেছে, গত ৬ মার্চ শনিবার, ইয়ামানের বায়দা রাজ্যের তৈয়ব অঞ্চলে মুরতাদ শিয়া হুথীদের লক্ষ্য করে একটি বিস্ফোরক ডিভাইস দিয়ে হামলা চালানো হয়েছে। আঞ্চলিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত এক ভিডিওতে দেখা যায়, মুজাহিদদের এই বোমা হামলার শিকার হয় ৩ মুরতাদ সৈন্য।

আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখা জামা'আত আনসারুশ শরিয়াহ্ এই হামলার দায় স্বীকার করেছেন।

ফিলিস্তিন | ৩ জেলেকে খুন করল সন্ত্রাসবাদী ইসরায়েল

দক্ষিণ গাজার পানিসীমায় ফিলিস্তিনিদের মাছ ধরার একটি ট্রলারে মর্টার হামলা চালিয়েছে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী। এর ফলে তিন ফিলিস্তিনি জেলে নিহত হয়।

গতকাল সকালে খান ইউনুস এলাকার পানিসীমায় মাছ ধরার সময় তারা শিকার হন। নিহতরা হলেন ইয়াহিয়া লাহাম, হামদি লাহাম এবং জাকারিয়া লাহাম। খবর ওয়াফা নিউজ।

এর আগেও বহুবার গাজার নিরীহ জেলেদের ওপর হামলা হামলা চালিয়েছে সন্ত্রাসবাদী ইসরায়েল নৌবাহিনী। এ ধরণের হামলায় এ পর্যন্ত বহু ফিলিস্তিনি জেলে হতাহত হয়েছেন।

গত গ্রীষ্ম থেকে দখলদার বাহিনী ফিলিস্তিনি জেলেদের মাছ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। দীর্ঘ ১৪ বছরের কঠোর অবরোধের কারণে এমনিতেই গাজার মানুষ অর্থনৈতিক সংকটে রয়েছেন।

সেখানকার অনেক পরিবার বংশানুক্রমে মাছ ধরার ওপর নির্ভরশীল। সাগরে মাছ শিকার ও তা বিক্রি করেই তারা জীবন নির্বাহ করে থাকেন।

ফিলিস্তিনি জেলেদের অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করতেই এসব হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে ইসরায়েল।

০৭ই মার্চ, ২০২১

প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ইসলামবিদ্বেষ ভয়াবহ হচ্ছে জাতিসংঘে

ইসলামবিদ্বেষের মোড়কে মুসলিমদের ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের উপর চাপিয়ে দেয়া সীমাহীন নির্যাতন, নিপীড়ন, সহিংসতা ও বৈষম্যকে চিরস্থায়ী ও স্বাভাবিকরণের প্রক্রিয়া চলছে।

জাতিসংঘের ধর্ম পালণের স্বাধীনতা ও বিশ্বাস বিষয়ক বিশেষ প্রতিবেদক আহমেদ শাহেদ জাতিসংঘের কথিত মানবাধিকার অধিদপ্তরকে সতর্ক করে বলেন,"মুসলমানদের উপর জাতিসংঘের ক্রমবর্ধমান এই প্রাতিষ্ঠানিক সন্দেহ ও বিদ্বেষ ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে।" কতিপয় রাষ্ট্র, ধর্মীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠনকেও তিনি এর জন্য দোষারোপ করেন।

রাষ্ট্রগুলো সুরক্ষা নীতির আড়ালে এমন সব পদক্ষেপ নিয়েছে যা মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষের বহি:প্রকাশ।

রাষ্ট্রগুলোর এই নীতি মুসলিমদের দৈনন্দিন ধর্মীয় বিশ্বাস, সাম্প্রদায়িক নিরাপত্তা, নাগরিক হিসাবে সুযোগ লাভের অধিকার ব্যহত করে মুসলিমদের আর্থসামাজিকভাবে বর্জন ও কলঙ্কের লক্ষবস্তুতে পরিণত করে।

খালিদ বিন ওয়ালিদ সামরিক ক্যাম্পের ৫০০ তালেবানের স্নাতকোত্তর অর্জন

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের খালিদ বিন ওয়ালিদ(রাঃ) সামরিক প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের ২টি বিভাগে নতুন করে পাঁচ শাতাধিক (৫০০) তালেবান মুজাহিদ স্নাতক এবং উচ্চতর সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এসব মুজাহিদরা দু-মাস সময়কালে সামরিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ইসলামী আক্বিদা ও বিশুদ্ধ চেতনা, হানাফী আইনশাস্ত্র এবং বুদ্ধিমত্তার গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।

এই শিবির থেকে মুজাহিদদেরকে ভারি ও হালকা অস্ত্র যেমন ক্লাশিনকোভ, ভারি মেশিনগান, আরপিজি-২ (রকেট) কামান, মর্টার, জিকোভেকসহ অন্যান্য ব্যবহারিক অস্ত্রের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন বিস্ফোরক, ট্যাঙ্ক, লেজার, ড্রোন এবং বিভিন্ন আধুনিক রাইফেল সম্পর্কিত তথ্য এবং ব্যবহারিক পদ্ধতি হাতে কলমে শিখানো হয়। বর্তমানে নতুন করে এই ক্যাম্পটিসহ তালেবানদের স্পেশাল ফোর্সের জন্য নির্ধারিত পেশাদার ৭টি ক্যাম্পে বিমান, ক্ষেপণাস্ত্র, মিসাইল, বিমান বিধ্বংসী অস্ত্র ও নিত্যনতুন সকল সামরিক প্রশিক্ষণ দিতেও শুরু করেছেন।

তালেবানদের বিশেষ ইউনিটের জন্য নির্ধারিত ৭টি ক্যাম্প ছাড়াও আফগানিস্তান জুড়ে তালেবান যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের জন্য আরো ২৭টি প্রশিক্ষণ শিবির রয়েছে।

গত ৬ মার্চ রাতে তালেবান খালিদ বিন ওয়ালিদ প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে নতুন প্রশিক্ষিত তালেবান মুজাহিদদের বেশ কিছু ছবি প্রকাশ করেছে।

https://alfirdaws.org/2021/03/07/47618/

ফটো রিপোর্ট | তালেবান নিয়ন্ত্রণ মাদ্রাসায় দাওরা শেষে পাগড়ী পেলেন ২০৯ জন ছাত্র

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত খোস্ত প্রদেশের "ইমদাদুল উলুম" মাদ্রাসার দাওরা জামাত থেকে এবছর ফারেগ হয়েছেন ২০৯ জন তালিবুল-ইলম। এছাড়াও অন্যান্য বিভাগ ও হিফজ বিভাগ থেকেও এবছর ফারেগ হয়েছেন আরো কয়েক শাতাধিক তালিবুল ইলম।

এই উপলক্ষ্যে গত ৬ মার্চ, গ্রাজুয়েশন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ। অনুষ্ঠানে প্রদেশটির হাজার হাজার মাদ্রাসার ছাত্র, সাধারণ জনগণ এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এসময় বিদায়ী ছাত্রদের পাগড়ী ও ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

https://alfirdaws.org/2021/03/07/47615/

আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হয়েও নৌকায় ভোট দেওয়ায় ১০ কর্মচারীকে ছাঁটাই

আওয়ামী লীগের দলীয় প্রতীক নৌকায় ভোট দেওয়ায় রাজশাহীর তানোর উপজেলার মুন্ডুমালা পৌরসভার নব-নির্বাচিত মেয়র সাইদুর রহমান দায়িত্ব গ্রহণের ১ দিনের মাথায় ১০ জন কর্মচারীকে ছাঁটাই করেছে। এ ঘটনায় গতকাল শুক্রবার রাতে কাউসার আলী রয়েল নামের পরিষদের এক কর্মচারী বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। পরে তাকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে তানোর উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করেন।

এ নিয়ে পরিষদের সাবেক ও বর্তমান মেয়রসহ ছয়জনকে অভিযুক্ত করে তানোর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

থানার অভিযোগ ও ভুক্তভোগী পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মুন্ডুমালা পৌরসভার প্রকাশনগর গ্রামের বাসিন্দা আবু বাক্কারের ছেলে কাউসার আলী রয়েল (৩০) প্রায় ১০ বছর ধরে পৌরসভায় রোডলাইট ইলেকট্রিশিয়ান পদে কর্মরত ছিলেন। ওই চাকরির জন্য মেয়র গোলাম রাব্বানীকে বিভিন্ন সময়ে সাড়ে ৩ লাখ টাকা দিতে হয়। এত টাকা জোগাড় করতে তাকে ভিটেমাটি ও এমনকি গোরস্থানের জায়গাও বিক্রি করতে হয়। এভাবে টাকা নিয়ে হয়রানি হলে ২০১৮ সালের দিকে মৌখিকভাবে তাকে নিয়োগ দিয়ে সান্ত্বনা দেওয়া হয়।

পরে রয়েলকে নিয়মিত অফিস ও তার কাজকর্ম করিয়ে নেন মেয়র রাব্বানী। কিন্তু বেতন ভাতা নিয়মিত দেওয়া হয়নি। এরপরও রয়েল তার চাকরি স্থায়ীকরণের আশায় নিয়মিত ডিউটি করেন। সম্প্রতি ৩০ জানুয়ারি পৌর পরিষদ নির্বাচনের আগে নিয়োগ পরীক্ষার নামে আবারও ২০ হাজার টাকা নেওয়া হয়।

পরে তাকে চাপ দিয়ে বলা হয়, তার আস্থাভাজন জগ প্রতীকের প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার জন্য। কিন্তু তিনি নৌকা প্রতীকের পক্ষে কাজ করে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে আর তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়নি।

রয়েল, দুরুল হুদা, জাকারিয়া মাহমুদ উজ্জলসহ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ১০ ভুক্তভোগী বলেন, গত ৩০ জানুয়ারি নৌকাপ্রার্থী আমির হোসেন আমিরের পক্ষে তারা পৌরসভার ১০ জন কাজ করেন। এতে বর্তমান মেয়র আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী সাইদুর রহমান ক্ষুব্ধ হয়ে তাদের দেখে নেওয়ার হুমকি দেন। সম্প্রতি সাইদুর রহমান নির্বাচিত হয়ে তাদের পরিষদে আসতে নিষেধ করেন।

এদিকে, ক্ষোভে ও অভিমানে অভুক্ত অবস্থায় আত্মহননের জন্য বিষপান করেন রয়েল। আজ শনিবার রাত ৮টায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন বলে জানান রয়েলের বাবা আবু বাক্কার।

আবু বাক্কার বলেন, 'আমি পাড়ার এক মসজিদে মোয়াজ্জেম হিসেবে কাজ করি। বর্তমানে আমাকেও মসজিদে আসতে নিষেধ করা হয়েছে।'

তবে এ বিষয়ে মুন্ডুমালা পৌরসভার সাবেক মেয়র ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম রাব্বানী টাকা নেওয়ার কথা অস্বীকার করে বলেন, 'রয়েল পাড়ার ছেলে বলে তাকে দিয়ে পরিষদের ইলেকট্রিশিয়ানের কাজ করানো হয়। পরে রোডলাইট ইলেকট্রিশিয়ান পদে মাস্টাররোল কর্মচারী হিসেবে তাকে ৯ হাজার টাকা বেতন ভাতা দেওয়া হয়েছে। বর্তমান মেয়র এসে তাকে চাকরিচ্যুত করলে আমার কী করার আছে?'

এ নিয়ে মেয়র সাইদুর রহমান বলেন, 'পৌর পরিষদ থেকে কাউসার আলী রয়েল ছাড়াও ১০ জনকে নিয়োগ দেওয়া আছে বলে আমার জানা নেই। তাই রয়েলকে পরিষদে আসতে নিষেধ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, পৌর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হলেও দলের সিদ্ধান্তের বাইরে প্রার্থী হয়ে গত ৩০ জানুয়ারি পৌরসভা নির্বাচনে মাত্র ৬১ ভোটের ব্যবধানে আওয়ামী লীগ প্রার্থী আমির হোসেনকে হারিয়ে রাজশাহীর মুন্ডুমালা পৌর মেয়র হয়েছেন সাইদুর রহমান। মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পর সম্প্রতি তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এর এক দিন পরই তিনি ১০ কর্মচারীকে ছাটাই করলেন। আমাদের সময়

কিশোরগঞ্জ কারাগারে কয়েদির মৃত্যু

কিশোরগঞ্জ কারাগারে শাহীন মিয়া (৫০) নামে এক কয়েদি মারা গেছেন। কারাগারে অসুস্থ হওয়ার পর শনিবার বেলা ১১টায় কিশোরগঞ্জের শহিদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তিনি জেলার ভৈরব পৌরসভার জগন্নাথপুর মধ্যপাড়ার শাহজাহান মিয়ার ছেলে। কিশোরগঞ্জ কারাগারের সুপারিনটেনডেন্ট মো. বজলুর রশিদ বলেন, কিশোরগঞ্জ ও নরসিংদী জেলায় পৃথক দুটি হত্যা ও ডাকাতির মামলায় তার ৬০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল। কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারে সাজা খাটা অবস্থায় ২০ জানুয়ারি তাকে কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগারে পাঠানো হয়। কিশোরগঞ্জ কারাগারের জেলার নাশির আহমেদ বলেন, শনিবার সকালে কয়েদি শাহীন মিয়া বুকে ব্যথা অনুভব করেন। সকাল ১০টা ১০ মিনিটে তাকে কারাগার থেকে বের করে দ্রুত শহিদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম

মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে বেলা ১১টায় কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কয়েদি শাহীন মিয়ার মৃত্যু হয়েছে বলেই চিকিৎসকের বরাত দিয়ে জেলার নাশির আহমেদ জানিয়েছেন।

অপরদিকে, শহিদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. সন্দীপন সাহা বলেন, রোগীকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছিল।

চট্টগ্রাম কারাগার থেকে হত্যা মামলার আসামি নিখোঁজ

চট্টগ্রাম কারাগার থেকে এক হত্যা মামলার হাজতিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কোতোয়ালী থানার ওসি মো. নেজাম উদ্দিন বলেন, শনিবার সকাল থেকে ফরহাদ হোসেন রুবেল নামে হাজতিকে কারাগারে পাওয়া যাচ্ছে না উল্লেখ করে থানায় সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে। ডায়েরিতে উল্লেখ করা হয়েছে সকালে কারাগারের সব তালা খোলার পর কারাগারের বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও রুবেলকে পাওয়া যায়নি।' নিখোঁজ হাজতি রুবেল সদরঘাট থানার একটি হত্যা মামলার আসামী। গত ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে কারাগারে রয়েছেন রুবেল। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার ও জেলারকে একাধিক বার ফোন করলেও তারা রিসিভ করেনি।

সদরঘাট থানার পুলিশ জানায়, গত ৬ ফেব্রুয়ারি সহপাঠীকে ছুরিকাঘাত করে হত্যার অভিযোগে ফরহাদ হোসেন রুবেলকে গ্রেফতার করা হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ সদরঘাট থানার এসআরবি রেলগেইট এলাকায় ৫ ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে আবুল কালাম আবু নামে এক ভাঙ্গারি ব্যবসায়ীকে ছুরিকাঘাত করেন রুবেল। পরের দিন সকালে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় কালাম। এই ঘটনায় কালামের মা মর্জিনা বেগম বাদি হয়ে সদরঘাট থানায় মামলা দায়ের করেন। এই মামলায় রুবেলকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয়।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের শহিদী হামলায় ৬২ এরও অধিক মুরতাদ সেনা অফিসার হতাহত

আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলীয় দেশ সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে সেনা অফিসারদের একটি রেস্তোঁরা লক্ষ্য করে গাড়ি বোমা হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন।

শাহাদাহ্ নিউজের সূত্রে জানা গেছে, গত ৬ মার্চ শনিবার সন্ধ্যায়, সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশু বন্দরের কাছে 'লুউল ইয়েমেনিয়ান' নামক রেস্তোঁরায় একটি গাড়ি বোমা হামলার দ্বারা শহিদী হামলা চালিয়েছেন এক আশ-শাবাব মুজাহিদ। এরপর আরো কয়েকজন মুজাহিদ ভিতরে ঢুকেন, যার ফলে ভিতরে বন্দুকযুদ্ধের শব্দ

শুরু হয়। হামলাটি এমন সময় চালানো হয়েছে, যখন মুরতাদ সরকারের অনেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, সেনা অফিসার ও সেনা সদস্যরা কোন একটি বিষয়ে আলোচনার জন্য একত্রিত হয়েছিল।

সূত্রটি জানিয়েছে যে, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের বরকতময়ী এই সফল শহিদী হামলায় কমপক্ষে ২৫ সেনা সদস্য মারা গেছে এবং ৩৭ এরও অধিক আহত হয়েছেন। যাদের মাঝে উচ্চপদস্থ অনেক কর্মকর্তাও রয়েছে।

ফটো রিপোর্ট | তালেবান কর্তৃক পুরোদমে চলছে বড় বড় সড়ক নির্মাণের কাজ

আফগানিস্তানের সার-ই-পুল প্রদেশের কোহিস্তান জেলা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দহমদী জেলার গঞ্জা অঞ্চল থেকে শুরু করে কোহিস্তান জেলা পর্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বড় একটি সড়ক নির্মাণ কাজ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চালিয়ে নিচ্ছেন ইমারতে ইসলামিয়ার তালেবান মুজাহিদিন। সড়কটি তৈরি করতে ছোট বড় অনেক টিলা ও পাহাড় কেটেও সমতল করতে হচ্ছে। মুজাহিদদের জনকল্যাণমূলক এই কাজে সাথে সহযোগিতা করছেন স্থানীয় অনেক জনগণ।

এই সড়কটির কিনার ঘেসেই খনন করা হবে বিশাল খাল ও বিভিন্ন স্থানে নির্মাণ করা হবে কালভার্ট। এর ফলে এই অঞ্চলের মানুষের সমস্যা অনেকাংশেই সমাধান হবে, ইনশাআল্লাহ্।

সড়কটি নির্মাণ কাজের বেশ কিছু দৃশ্য দেখুন...

https://alfirdaws.org/2021/03/07/47598/

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ১২ মুরতাদ সৈন্য নিহত, ১টি গাড়ি ধ্বংস

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর ২টি পৃথক হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা। এতে ৮ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো ৪ সৈন্য আহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৬ মার্চ শনিবার, সোমালিয়ার বে-বুকুল রাজ্যের বাইদাউয়ে শহরে সোমালীয় মুরতাদ সরকারি বাহিনীর উপর সফল হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে মুরতাদ বাহিনীর ১টি গাড়ি ধ্বংস হওয়া ছাড়াও ৪ সৈন্য নিহত এবং আরেক সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছে। মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেছেন কয়েকটি ক্লাশিনকোভ।

এর আগে, রাজধানী মোগাদিশুর দিনাইলী শহরে মুরতাদ বাহিনীর একটি কাফেলাকে টার্গেট করে বোমা হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। যার ফলে ৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরেক সৈন্য আহত হয়েছে। একইভাবে দক্ষিণ মোগাদিশুতে মুজাহিদদের অপর একটি বোমা হামলায় কমপক্ষে ৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

বাংলাদেশে মোবাইল ইন্টারনেটের গতি ইথিওপিয়া-সোমালিয়ার চেয়েও কম

বাংলাদেশ মোবাইল ইন্টারনেটের গতির দিক দিয়ে ভারত কিংবা পাকিস্তানের থেকে পিছিয়ে। দক্ষিণ এশিয়ায় প্রায় সব দেশেই বাংলাদেশের চাইতে বেশি গতির ইন্টারনেট রয়েছে। এমনকি বাংলাদেশের মোবাইল ইন্টারনেটের গতি আফ্রিকার দরিদ্র দেশ ইথিওপিয়া ও সোমালিয়ার চাইতেও খারাপ অবস্থা।

অনলাইনে ইন্টারনেটের গতি দেখা যায়, এমন একটি জনপ্রিয় ওয়েবসাইট স্পিডটেস্ট'র গ্লোবাল ইনডেক্সের গত জানুয়ারি মাসে প্রকাশ করা সূচকে এমন তথ্য পাওয়া গেছে। অথচ বাংলাদেশে মোবাইল অপারেটরগুলো অনেকদিন ধরেই ফোরজি গতির ইন্টারনেট সেবা দিয়ে আসছে বলে দাবি করছে।

এমনকি খুব শিগগিরই তারা ইন্টারনেটের নব প্রযুক্তি ফাইভজি সেবা দেবে এমন কথাও বলছে। আনুষ্ঠানিক বক্তব্য না দিলেও বড় একটি মোবাইল সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা তাদের ইন্টারনেটের গতি কম থাকার কথা অস্বীকার করেছেন।

টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী বলেছে, 'মোবাইল সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর যে পরিমাণে ইন্টারনেট গ্রাহক রয়েছে তার চাইতে স্পেকট্রাম বা তরঙ্গের পরিমাণ কম। ফলে ইন্টারনেটের গতি কম হচ্ছে।'

বাংলাদেশের গ্রাহক অভিজ্ঞতা

বাংলাদেশের যেসব মানুষ স্মার্টফোন ব্যবহার করেন তাদের একটি বড় অংশই যোগাযোগ, ব্রাউজিং বা বিনোদনের ক্ষেত্রে মোবাইল ইন্টারনেটের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু এই মোবাইল ইন্টারনেটের গতি নিয়ে মানুষের অভিযোগের শেষ নেই।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা মাইমুনা সুলতানা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বেশ সক্রিয়। তার নিজের একটি ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেল আছে, যেখানে তিনি লাইভ স্ট্রিম করেন, ছবি বা ভিডিও আপলোড করেন। কিন্তু সম্প্রতি ইন্টারনেট গতি না পেয়ে মোবাইলের অপারেটর বদলেছেন। কিন্তু তেমন কোনো লাভ হয়নি তার।

দুটি অপারেটর তাদের বিভিন্ন বিজ্ঞাপন ও প্রচারণায় দেশব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগের দাবি করলেও মাঝে মাঝে ঢাকার ভেতরেই সংযোগ পেতে ঝামেলা পোহাতে হয় মাইমুনা সুলতানাকে। বিশেষ করে কোনো ভবনের আন্ডারগ্রাউন্ড কিংবা ১২তলার ওপরে গেলে তিনি তার অপারেটর থেকে আর নেটওয়ার্ক পান না।

ঢাকার বাইরে অনেক জেলাতেও একই জটিলতার মুখে পড়তে হয় তাকে। এভাবে যখন তখন সংযোগ চলে যাওয়া বা ইন্টারনেট স্পিড কমে যাওয়ার কারণে তিনি যে প্যাকেজগুলো কেনেন তার বেশিরভাগই অপচয় হয়ে যায়।

মাইমুনা সুলতানা বলেন, 'আমরা গত মাসে শ্রীমঙ্গলে ঘুরতে গিয়েছিলাম। জায়গাটা এমন দুর্গম কোথাও না, শহরের কাছেই। কিন্তু আমার দুটো অপারেটরের একটাতেও ইন্টারনেট কানেক্ট করতে পারিনি। অথচ দুটোতেই আমি সাত দিনের প্যাকেজ কিনে রেখেছিলাম। আমার পুরো টাকাটাই অপচয়।'

তিনি বলেন, 'আমার অফিস ঢাকাতেই একটা বহুতল ভবনের ১২তলার ওপরে। সেখানেও নেটওয়ার্ক পেতে ঝামেলা হয়। ওয়াইফাই থাকায় কাজ চালিয়ে নিতে পারি।

মোবাইল অপারেটরগুলো ফোরজি ইন্টারনেট দেয়ার দাবি করলেও সেটার সাথে পারফর্মেন্সের কোনো মিল নেই বলে অভিযোগ করেছেন সাদিয়া হক।

তিনি অনলাইনে ব্যবসা পরিচালনা করছেন, সেক্ষেত্রে দিন-রাত তাকে ইন্টারনেট সংযোগের ওপর নির্ভর করতে হয়।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, 'ওরা দাবি করে ফোরজি স্পিড, কিন্তু আমি লাইভ করতে গেলে কিছুক্ষণ পরেই ফুটেজ এতো খারাপ আসে। ফোরজিতে তো এমন হওয়ার কথা না। মাঝে মাঝে ইউটিউবে বাফারিং হয়। অথচ টাকা তো কম নিচ্ছে না। অন্য দেশের চাইতে বেশিই নিচ্ছে।'

স্পিডটেস্ট'র সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান

প্রতিষ্ঠানটি মোট ১৪০টি দেশের মোবাইল ইন্টারনেটের গতি জরিপ করেছে, সেখানে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৬তম। যা গত বছরের চাইতে এক ধাপ পিছিয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে আছে মালদ্বীপ। দেশটির অবস্থান ৪৫তম। ৮৮তম অবস্থানে রয়েছে মিয়ানমার। নেপালের অবস্থান ১১৪তম। এর চার ধাপ পিছিয়ে ১১৮তম অবস্থানে রয়েছে পাকিস্তান। ১২০তম অবস্থানে শ্রীলঙ্কা। ভারত ১৩১তম অবস্থানে।

মোবাইলের ইন্টারনেটের গতিতে সবচেয়ে এগিয়ে আছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। দেশটির মোবাইল ইন্টারনেটের গতি ১৮৩ এমবিপিএসের বেশি। তার পরেই রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া, কাতার, চীন, সৌদি আরব, নরওয়ে, কুয়েত ও অস্ট্রেলিয়া।

এই প্রতিটি দেশের মোবাইল ইন্টারনেটের গতি ১০০-১৭০ এমবিপিএসের বেশি। সে হিসেবে ১৩৬তম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের মোবাইল ইন্টারনেটের গতি ১০.৫৭ এমবিপিএস। যেটা কিনা ভারতে ১২.৪১ এমবিপিএস এবং পাকিস্তানে প্রায় ১৮ এমবিপিএস।

মোবাইল ইন্টারনেটের গতি বাড়াতে কী করা হচ্ছে

ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছে, 'বাংলাদেশের মোবাইল অপারেটরগুলোর যে পরিমাণ গ্রাহক রয়েছে, সে হিসেবে তাদের স্পেকট্রাম বা বেতার তরঙ্গ ব্যবহারের পরিমাণ কম। ধরুন, একটি অপারেটরের গ্রাহকের সংখ্যা ৮ কোটি। কিন্তু তাদের স্পেকট্রাম বরাদ্দ আছে মাত্র ৩৭ মেগাহার্টজ। যেখানে গ্রাহক হিসেবে তাদের থাকার কথা ছিল ১০০ মেগাহার্টজের মতো। এই বেতার তরঙ্গই হলো মোবাইল নেটওয়ার্কের মেরুদণ্ড। এটি ঠিক না থাকলে, কোনোটাই ঠিক থাকবে না।'

সূত্র : বিবিসি।

০৬ই মার্চ, ২০২১

গাইবান্ধায় খুনের মামলায় জামিন পেয়ে নিহতের মেয়েকে বেঁধে ধর্ষণ

গাইবান্ধায় খুনের মামলায় জামিন পেয়ে নিহতের মেয়েকে হাত-পা-মুখ বেঁধে ধর্ষণ ও বাড়িতে লুটপাট করেছে। গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার কাবিলপুর চরের ভুট্টা ক্ষেত থেকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধারের পর নির্যাতিতাকে ভর্তি করা হয়েছে জেলা হাসপাতালে।

এমন ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা। তবে সন্ত্রাসী পুলিশ বলছে এখনো তারা লিখিত কোন অভিযোগ পায়নি। অভিযোগ পেলে পরে ব্যবস্থা নেবে।

নির্যাতিতার অভিযোগ, বৃহস্পতিবার দুপুরে কাবিলপুর চরে ভুট্টার পাতা ছিঁড়তে গেলে তার বাবাকে হত্যার মামলার আসামি হাসমত দেওয়ানের বোন চায়না বেগমসহ কয়েকজন যুবক তার মুখ বেঁধে একটি বাড়িতে নিয়ে যায়। সেখানে বেঁধে তাকে ধর্ষণ করা হয়।

নির্যাতিতার স্বজনদের অভিযোগ, নির্যাতিতার বাবাকে প্রকাশ্যে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করা হয়েছে। এঘটনায় প্রতিপক্ষ হাসমত দেওয়ানসহ ২৬ জনের নামে থানায় মামলা করে তার পরিবার। হাসমতসহ আসামিরা আদালত থেকে জামিনের পর বুধবার লালমিয়ার বাড়িতে হামলা চালিয়ে ঘরের জিনিসপত্র ভাঙচুর ও লুটপাট চালায়। এরপর বৃহস্পতিবার দুপুরে তার মেয়েকে ধর্ষণ করে।

গাইবান্ধা জেলা হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মেডিকেল অফিসার ডা. ইমরান হোসাইন জানান, নির্যাতিতার শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বিস্তারিত বলা যাবে।

ফুলছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান জিএম সেলিম পারভেজ বলেন, খুনের আসামি জামিন নিয়ে বের হয়ে নিহতের ছোট মেয়েকে এভাবে ধর্ষণ করবে, এটা নজিরবিহীন ঘটনা। এ কাজের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানাই।

উল্লখ্য, পারিবারিক বিরোধের জেরে গত ৯ ফেব্রুয়ারি প্রতিপক্ষের হামলায় নিহত হন লাল মিয়া।

কথিত আন্তর্জাতিক আদালতে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধ তদন্তের বিপক্ষে বাইডেন প্রশাসন

দখলদার ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনি ভূমিতে যুদ্ধাপরাধ সংঘটনের অভিযোগে তদন্ত করতে চায় কথিত আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি)। কিন্তু, কথিত এই তদন্তেরও বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে মানবতার ফেরিওয়ালা বিশ্ব সন্ত্রাসী ক্রুসেডার আমেরিকা। মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস নিজেই দখলদার প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর কাছে ফোন করে তাকে এ বিষয়ে আশ্বস্ত করেছে। খবর রয়টার্সের।

বাইডেনের সহযোগী হিসেবে হোয়াইট হাউসে দায়িত্বগ্রহণের পর বৃহস্পতিবার প্রথমবারের মতো ঘনিষ্ঠ মিত্র ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছে হ্যারিস। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত আনুষ্ঠানিকভাবে ইসরায়েলের যুদ্ধাপরাধ তদন্তের ঘোষণা দেওয়ার একদিন পরেই নেতানিয়াহুর কাছে ফোন করে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভাইস প্রেসিডেন্ট।

হোয়াইট হাউস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, নেতানিয়াহু ও হ্যারিস উভয়েই তাদের সরকারের পক্ষ থেকে ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের ওপর আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের বিচারিক প্রচেষ্টার বিরোধিতার কথা উল্লেখ করেছে।

দেশটি বলছে, ইসরায়েলের নিরাপত্তা রক্ষায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি অটল রাখায় গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে কমলা হ্যারিস। পাশাপাশি অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়েও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে সম্মত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের যুদ্ধাপরাধ তদন্তে গভীর 'উদ্বেগ ও হতাশা' প্রকাশ করে যুক্তরাষ্ট্রে বলেছে , ইসরায়েল আইসিসির সদস্য না হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে তদন্তের এখতিয়ার নেই আদালতের।

বাইডেন প্রশাসনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিনকেনও এক বিবৃতিতে বলেছে, ইসরায়েল আইসিসির কোনও পক্ষ নয় এবং আদালতের এখতিয়ারে সম্মতিও দেয়নি। ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের ওপর আইসিসির এখতিয়ার প্রয়োগের প্রচেষ্টায় আমাদের গুরুতর উদ্বেগ রয়েছে।

বিজেপি অপশাসিত গুজরাটে গড়ে প্রতিদিন ২ খুন, ৪ ধর্ষণ

ভারতের বিজেপি শাসিত গুজরাটে গত দুই বছরে দৈনিক গড়ে ২টি খুন এবং ৪টি করে ধর্ষণ হয়েছে। এছাড়া অপহরণের ঘটনা ঘটেছে দৈনিক গড়ে ৬টি। গুজরাটে রাজ্য সরকার বিধানসভায় এ তথ্য প্রকাশ করেছে। খবর আনন্দবাজারের।

বুধবার (৩ মার্চ) রাজ্য বিধানসভায় অপরাধের এ হিসাব দেয়া হয়। সেখানে দেখা যায়, গত দুই বছরে রাজ্যে ১৯৪৪টি খুন, ৩০৯৫টি ধর্ষণ, ৪৮২৯টি অপহরণ এবং ১৮৫৩টি খুনের চেষ্টার ঘটনা পুলিশের কাছে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

এছাড়া এ সময় ওই রাজ্যে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে প্রায় ১৪ হাজার।

রাজ্যে অপরাধের তথ্য জানতে চেয়ে বিরোধী বেশ কয়েকজন কংগ্রেস বিধায়কদের প্রশ্নের জবাবে সরকার এই খতিয়ান পেশ করেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, এসব অপরাধের সঙ্গে জড়িত ৪০৪৩ জন অপরাধী এখনও পুলিশের নাগালের বাইরে।

আনন্দবাজার আরও জানিয়েছে, এই সময়ের মধ্যে ৬৮ কোটি টাকারও বেশি নিষিদ্ধ মাদক উদ্ধার হয়েছে রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে। উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণ ভারতে তৈরি বিদেশি মদও।

কাশ্মীরে একদিনেই ৩ ভারতীয় মালাউন সেনার আত্মহত্যা

কাশ্মীরে ২৪ ঘণ্টায় একজন লেফটেনেন্ট কর্নেলসহ তিন ভারতীয় সেনা আত্মহত্যা করেছে বলে বৃহস্পতিবার দেশটির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শ্রীনগরের বাদামিবাগ সেনানিবাস এলাকায় সিলিংয়ে ফাঁস দেওয়া অবস্থায় অনুপ কুমার (২৮) নামে এক সেনা সদস্যের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। খবর আনাদোলুর।

তার আত্মহত্যার কারণ জানা যায়নি। এ ছাড়া বুধবার কাশ্মীরের খনমোহ এলাকায় সুদ্বীপ বাঘাত সিং নামে এক লে. কর্নেল নিজের অস্ত্র দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

জম্মু-কাশ্মীরের রাজৌরি জেলায় ২৪ বছর বয়সি আরও এক সেনা সদস্য বুধবার নিজের অস্ত্র দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। হাসপাতালে নেওয়ার পথেই গুলিবিদ্ধ দুই সেনার মৃত্যু হয়।

এর আগে গত ১৮ জানুয়ারি কুপওয়ারা জেলায় দক্ষিণ কাশ্মীর সীমান্তে ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক মেজর মাথায় অস্ত্র ঠেকিয়ে আত্মহত্যা করে।

এ নিয়ে এ পর্যন্ত চলতি বছরে কাশ্মীরে চার ভারতীয় সেনা আত্মহত্যা করে। ২০২০ সালে জম্মু-কাশ্মীর অঞ্চলে ৩৫ সেনা সদস্য আত্মহত্যা করেছিল। কিন্তু কেনা তারা আত্মহত্যা করছে তা জানাতে পারেনি কর্তৃপক্ষ।

সোমালিয়া | দুর্দান্ত বিজয়ের মাধ্যমে ৪০০ কারাবন্দীকে মুক্ত করল আল-কায়েদা

সোমালিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় বারি রাজ্যের পুটল্যান্ড প্রশাসনের কেন্দ্রীয় কারাগারে অতর্কিত হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এসময় তাঁরা প্রায় ৪০০ বন্দিকে মুক্ত করে নিয়েছেন।

শাহাদাহ্ নিউজ থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, গত ৪ মার্চ বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে এগারটা নাগাদ, সোমালিয়ার বোসাসো শহরে মুরতাদ পুটল্যান্ড প্রশাসনের কেন্দ্রীয় কারাগারে ভারি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অতর্কিত হামলা চালাতে শুরু করেন আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এসময় কারাগারে নিযুক্ত পুটল্যান্ড প্রশাসনের মুরতাদ বাহিনীর সাথে তীব্র লড়াই শুরু হয় মুজাহিদদের, যা দীর্ঘ ২৪ ঘন্টা যাবৎ স্থায়ী হয়েছিল। এসময় মুজাহিদদের হামলায় দিশেহারা হয়ে পড়ে কারারক্ষী মুরতাদ সদস্যরা। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর মুজাহিদগণ কারাগারটি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিতে সক্ষম হন, সেই সাথে কারাবন্দী ৪০০ মুজাহিদ ও নিরপরাধ বন্দীদের মুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করেন মুজাহিদগণ। সূত্রটি আরো জানিয়েছে যে, কারাবন্দীদের মুক্ত করার প্রক্রিয়া শেষে মুজাহিদগণ তাদেরকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ এলাকায় স্থানান্তর করেছেন।

মুক্ত করে আনা বন্দিদের মধ্যে কয়েকজন মুসলিম নারীও আছেন বলে জানা গেছে। আবার অনেকেই দীর্ঘ ১০ বছর বা তারও বেশি সময় যাবৎ মুরতাদ বাহিনীর কারাগারে বন্দি ছিলেন।

কয়েকটি গণমাধ্যম জানিয়েছে, এই অভিযানে মুরতাদ বাহীনির ৮ কারারক্ষী নিহত ও অন্তত ৫ কারারক্ষী আহত হবার খবর পাওয়া গেছে। কারারক্ষী প্রধান এই হামলায় আহত হয়েছে। তবে আল-শাবাব হতাহতের নির্দিষ্ট কোন পরিসংখান প্রকাশ না করে কয়েক ডজন সৈন্য হতাহত হওয়া এবং ৩টি সাঁজোয়া যান ধ্বংস হওয়ার কথা জানিয়েছে।

উল্লেখ্য, বোসাসো শহরের এই কারাগারটিকে আঞ্চলিক পুটল্যান্ড প্রশাসনের অন্যতম বৃহত্তম কারাগার হিসাবে বিবেচিত করা হত। উচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্বলিত এই কারাগারে হামলা করা নিঃসন্দেহে মুজাহিদীনদের দুর্দান্ত বিজয়, যা মুজাহিদদের অসীম সাহস, মহান আল্লাহর উপর গভীর তাওয়াক্কুল ও রণবিদ্যায় পারদর্শীতাকে নির্দেশ করে।

এটি লক্ষ করা উচিত যে, কারাবন্দীদের মুক্তি করাকে সবসময়ই আল-কায়েদা তাদের একটি অগ্রাধিকার লক্ষ্য হিসাবে বিবেচিত করে। যার প্রমাণ আমরা ইতিপূর্বে মালি, ইয়ামান, সিরিয়া ও আফগানিস্তানে দেখেছি। সাম্প্রতিককালে হারাকাতুশ শাবের আমির শাইখ আবু উবাইদা আহমদ ওমর (হাফিজাহুল্লাহ্) ঘোষণা করেছিলেন, যিনি তার বার্তা 'শরিয়া বা শাহাদাত' শিরোনামের ভাষণে বলেছিলেন, সর্বত্র বন্দি আমার মুসলিম ভাইরা! আপনারা কারাগারে বছরের পর বছর যেই বেদনা অনুভব করছেন তা আমরাও অনুভব করি, তাই ধৈর্য ধরুন এবং সহ্য করুন, আপনাদের মুক্ত করা আপনার মুজাহিদিন ভাইদের ঘাড়ে এক বড় দায়িত্ব। আমি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মুজাহিদিনকে বলছি, আপনারা মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করা আপনাদের লক্ষ্যগুলির শীর্ষে রাখুন।

https://ibb.co/HnKtVZK

https://ibb.co/y0WBn2m

https://ibb.co/hVsmL38

https://ibb.co/7SZRvVx

০৫ই মার্চ, ২০২১

জিনজিয়াংয়ে উইঘুর মুসলিমদের সংখ্যা কমাতে চীনের অভিনব পন্থা

চীনের জিনজিয়াং প্রদেশের হাজার হাজার উইঘুর মুসলিম এবং আরও নানা জাতিগত সংখ্যালঘুদের সংখ্যা কমাতে অভিনব পন্থা অনুসরণ করছে চীন। এসব সংখ্যালঘুদের নিজেদের বাড়ি থেকে অনেক দূরে কাজের জন্য পাঠিয়ে দিচ্ছে চীনা কর্তৃপক্ষ। ফলে উইঘুর এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুদের আদি আবাসভূমিতে তাদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। খবর বিবিসির।

চীনে উচ্চ পর্যায়ের একটি জরিপ থেকে এসব তথ্য জানতে পেরেছে বিবিসি। এর মধ্যে দিয়ে চীনের পশ্চিমাঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্যে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর অনুপাত বদলে দেবার চেষ্টা হচ্ছে কিনা এমন প্রশ্ন করা হলে সরকার তা অস্বীকার করছে।

চীন সরকারের দাবি, গ্রামীণ এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা বেকারত্ব এবং দারিদ্র দূর করার লক্ষ্যে মানুষের আয় বাড়াতেই এসব চাকরি ও বদলির পরিকল্পনা করা হয়েছে।

কিন্তু বিবিসির পাওয়া সাক্ষ্যপ্রমাণে আভাস পাওয়া গেছে যে, এই নীতিতে জোর খাটানোর এবং গত কয়েক বছরে জিনজিয়াং প্রদেশ জুড়ে যেসব শিবির গড়ে তোলা হয়েছে তার পাশাপাশিই এসব চাকরিগুলোর পরিকল্পনা করা হয়েছে মুসলিমদের জীবনধারা ও চিন্তাভাবনায় পরিবর্তন আনার জন্য।

এই জরিপটি আসলে শুধু চীনের শীর্ষ কর্মকর্তাদেরই দেখার কথা ছিল। কিন্তু দুর্ঘটনাবশত তা অনলাইনে প্রকাশ হয়েছে। চীনের প্রপাগাণ্ডা রিপোর্ট, সাক্ষাতকার এবং বিভিন্ন কারখানা পরিদর্শনের ওপর ভিত্তি করে বিবিসি যে অনুসন্ধান চালাচ্ছে -তার একটি অংশ হচ্ছে এই জরিপ।

উইঘুর শ্রমিকদের বদলির সাথে দুটি বড় পশ্চিমা ব্র্যান্ডের সংযোগ নিয়ে বিবিসি প্রশ্ন তুলেছে। কারণ এ ব্যাপারটা ইতোমধ্যেই বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থার সাথে এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যে তা নিয়ে আন্তর্জাতিক উদ্বেগ বাড়ছে।

২০১৭ সালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত টিভি চ্যানেলে একটি ভিডিও রিপোর্ট প্রচারিত হয়। ওই রিপোর্টটি ২০১৭ সালে প্রচারিত হলেও এখন পর্যন্ত কোন আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে এটি দেখানো হয়নি।

এতে দক্ষিণ জিনজিয়াংয়ের একটি গ্রামের কেন্দ্রস্থলে একদল সরকারি কর্মকর্তাকে একটি লাল ব্যানারের সামনে বসে থাকতে দেখা গেছে।ব্যানারে দেখা যাচ্ছে -আনহুই প্রদেশে কিছু চাকরির বিজ্ঞাপন। আনহুই প্রদেশ জিনজিয়াং থেকে চার হাজার কিলোমিটার দূরে।

পুরো দু’দিন পার হওয়া পরই এই গ্রাম থেকে একজনও এসব চাকরির ব্যাপারে আগ্রহ দেখায়নি। তখন কর্মকর্তারা বাড়ি বাড়ি যেতে শুরু করেন।

এরপর একটি ভিডিওটিতে দেখা গেছে কিভাবে চীনের উইঘুর কাজাখ ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ব্যাপকভাবে শ্রমিক হিসেবে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বেশির সময়ই তাদের বাড়ি থেকে বহু দূরে নিয়ে যাওয়া হয়।

ভিডিওতে কর্মকর্তারা কথা বলছেন একজন বাবার সাথে যিনি স্পষ্টভাবেই চান না যে তার মেয়ে বুজায়নাপ এতো দূরে চাকরি করতে যাক। তিনি বলেন, ‘নিশ্চয়ই এমন অন্য কেউ আছে যে যেতে চায়। আমরা তো এখানেই উপার্জন করতে পারছি । আমাদের এই জীবন নিয়েই থাকতে দিন।’

তখন কর্মকর্তারা সরাসরি ১৯ বছর বয়স্ক বুজায়নাপের সাথে কথা বলেন। তাকে বলা হয়, সে যদি এখানে রয়ে যায়, তাহলে কয়েকদিন পরেই তার বিয়ে দিয়ে দেয়া হবে এবং আর কখনো সে এ জায়গা ছাড়তে পারবে না।

চীনা কর্মকর্তারা তাকে বলেন, চিন্তা করে দেখুন, আপনি কি যাবেন? রাষ্ট্রীয় টিভির সাংবাদিক এবং সরকারি কর্মকর্তাদের তীক্ষ্ম নজরের সামনে বুজায়নাপ মাথা নাড়লেন। তার পর বললেন, 'আমি যাবো না।'

কিন্তু তারপরও চাপ দেয়া হতে থাকল এবং শেষ পর্যন্ত বুজায়নাপ কাঁদতে কাঁদতে রাজি হলেন। বললেন, 'আমি যাবো যদি অন্যরাও যায়।'

ভিডিওটি শেষ হচ্ছে মা'র কাছ থেকে মেয়ের অশ্রুভেজা বিদায় নেবার মধ্যে দিয়ে। বুজায়নাপ এবং অন্যরা তাদের পরিবার এবং সংস্কৃতি পেছনে ফেলে রেখে অন্যত্র চলে যাচ্ছেন।

গ্রাম থেকে বিদায়ের তিন মাস পর বুজায়নাপকে আরেকটি টিভি অনুষ্ঠানে দেখা গেছে। সরকারি টিভির ওই রিপোর্টে দেখা গেছে তিনি আনহুইতে হুয়াফু টেক্সটাইল কোম্পানিতে কাজ করছেন।

একটি ভিডিওতে বুজায়নাপকে তার ভুলের জন্য বকাঝকা করা হচ্ছে এমন একটি দৃশ্য দেখানো হয়েছিল। তবে পরে তার সম্পর্কে বলা হয়, 'এই ভীতু মেয়েটি আগে মাথা তুলে কথা বলতে পারতো না, কিন্তু এখন কাজে সে কর্তৃত্ব দেখাতে পারছে। জীবনধারা পাল্টাচ্ছে, চিন্তাতেও পরিবর্তন আসছে।'

মানবাধিকার ও সমকালীন দাসত্ব বিষয়ক বিশেষজ্ঞ হলেন শেফিল্ড হাল্যাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লরা মার্ফি। তিনি ২০০৪ থেকে শুরু করে বহুবার জিনজিয়াংয়ে গেছেন এবং কিছুদিন থেকেছেন।

তিনি বলেন, 'ভিডিওটা সত্যি চমকপ্রদ। চীনা সরকার সবসময়ই বলছে যে, লোকেরা স্বেচ্ছায় এসব কর্মসূচিতে যোগ দিচ্ছে। কিন্তু এই ভিডিওতে স্পষ্টভাবে বেরিয়ে এসেছে যে, এটা এমন এক পদ্ধতি যেখানে জোর খাটানো হচ্ছে এবং কাউকে এতে বাধা দিতে দেয়া হচ্ছেনা।'

তার মতে, এই ভিডিতে অন্য যে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা হলো অসাধু উদ্দেশ্য । যদিও বলা হচ্ছে মানুষের দারিদ্র মোচনের কথা, কিন্তু এখানে মানুষের জীবনকে বদলে দেয়া হচ্ছে, পরিবারগুলোকে বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে, জনগোষ্ঠীকে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে নানা জায়গায়, বদলে দেয়া হচ্ছে তাদের ভাষা, ধর্ম, পরিবারকাঠামো - যা আসলে দারিদ্র কমানোর চাইতে বরং বাড়িয়ে দিতে পারে।

বেইজিংয়ে ২০১৩ সালে এবং কুনমিংয়ে ২০১৪ সালে পথচারী ও পরিবহনে যাত্রীদের ওপর দুটি নৃশংস আক্রমণের ঘটনা ঘটেছিল। এসব হামলার জন্য উইঘুর ইসলামপন্থী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দায়ী করা হয়।

সেই থেকেই জিনজিয়াংয়ে চীনা নীতির পরিবর্তনের সূচনা। চীনা প্রতিক্রিয়ার একদিকে ছিল বন্দীশিবির প্রতিষ্ঠা, অন্যদিকে চাকরির বদলি কর্মসূচি।

এর মূল কথা ছিল, উইঘুরদের সংস্কৃতি ও ইসলামিক বিশ্বাসকে পরিবর্তন করে তার জায়গায় আধুনিক বস্তুবাদী পরিচয় এবং কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি আনুগত্য চাপিয়ে দেয়া। এর চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে উইঘুরদের চীনা হ্যান সংস্কৃতির অংশ করা।

চীনা রিপোর্টটি ২০১৯ সালে ভুলবশত অনলাইনে প্রকাশ করে দেয়া হয়। তবে কয়েক মাস পরে আবারও মুছে দেয়া হয়। নানকাই বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষাবিদের লেখা প্রতিবেদনে গণহারে শ্রমিকদের বদলিকে- উইঘুরদের চিন্তায় পরিবর্তন আনা এবং তাদের প্রভাব বিস্তার করে বাকি সমাজের সাথে যুক্ত করাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়।

উইঘুরদের চীনের অন্যত্র নিয়ে গেলে জনঘনত্ব কমবে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে ওই প্রতিবেদনে। ভিক্টিম অব কমিউনিজম মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনের ড. এ্যাড্রিয়ান জেঞ্জ এই প্রতিবেদনটি বিশ্লেষণ করেছেন।

তিনি একে নজিরবিহীন বলে বর্ণনা করেছেন। তার বিশ্লেষণে আইনী মতামত দিয়েছেন এরিন ফ্যারেল রোজেনবার্গ। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের হলোকস্ট মিউজিয়ামের সাবেক উপদেষ্টা। তিনি বলছেন, নানকাই রিপোর্টটি জেরপূর্বক উচ্ছেদ ও নিপীড়নের মত মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের বিশ্বাসযোগ্য ভিত্তি তৈরি করেছে।

এ ব্যাপারে এক প্রতিক্রিয়ায় চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে, এই প্রতিবেদনে লেখকদের নিজস্ব মতামত প্রতিফলিত হয়েছে এবং এর সারবস্তুর অনেক কিছুই 'বাস্তবসম্মত নয়।'

প্রকৃতপক্ষে এই প্রতিবেদনের সর্বত্রই কড়া নিয়ন্ত্রণের চিহ্ন দেখা গেছে। নতুন চাকরিপ্রাপ্তরা শুরু থেকেই কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাপনার অধীনে চলে যায়। কখনো কখনো পূর্ব চীনের স্থানীয় পুলিশ ট্রেন ভর্তি উইঘুরদের দেখে এতই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে যে তাদের ফেরত পাঠানো হয়।

প্রতিবেদনের কোথাও কোথাও সতর্ক করা হয়েছে যে, জিনজিয়াংয়ের ক্ষেত্রে চীনের নীতি হয়তো বেশি কঠোর হয়ে গেছে- যা মানবাধিকারের আওতায় পরে না।

অনুসন্ধানের সময় সাংবাদিকরা কিছু কারখানায় উইঘুর শ্রমিকদের ওপর কিছু বিধিনিষেধের তথ্য পেয়েছেন।একটি কারখানার উইঘুর শ্রমিকদের একেবারেই বেরোতে দেয়া হয় না।

মাদরাসায় প্রতিদিন জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ

মাদরাসার প্রতিদিনের কাজ শুরু করার আগে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করেছে সংসদীয় কমিটি।

পাশাপাশি যেকোনো মাদরাসা প্রতিষ্ঠার আগে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন নেওয়া বাধ্যতামূলক করার কথা বলেছে সংসদীয় কমিটি।

বৃহস্পতিবার (৪ মার্চ) একাদশ জাতীয় সংসদের 'সরকারি প্রতিষ্ঠান' কমিটির বৈঠকে এ সুপারিশ করা হয়। কমিটির সভাপতি আ স ম ফিরোজের সভাপতিত্বে সংসদ ভবনে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়।

কমিটির সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান, নারায়ণ চন্দ্র চন্দ, মাহবুব উল আলম হানিফ, মুহিবুর রহমান মানিক এবং নাহিদ ইজাহার খান বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন।

বৈঠকে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের দাখিল পরীক্ষার বাংলা, ইংরেজি এবং গণিত বিষয়ের খাতা মাদরাসা শিক্ষক ব্যতিত অন্য ধারার শিক্ষকদের মাধ্যমে মূল্যায়ন করার জন্য সুপারিশ করা হয়।

গভর্নিং বডির সভাপতি মনোনয়নে স্থানীয় সংসদ সদস্যের সুপারিশ গ্রহণের নীতিমালা কঠোরভাবে অনুসরণ এবং এডহক কমিটি গঠনের প্রবণতা বন্ধ করার জন্য কমিটি সুপারিশ করে।

কাশ্মীর | স্বাধীনতাকামীদের হামলায় ৭ ভারতীয় মুশরিক সৈন্য হতাহত

ভারত দখলকৃত কাশ্মীরে মুশরিক সৈন্যদের উপর হামলা চালিয়েছেন স্বাধীনতাকামীরা। এতে ৩ ভারতীয় মুশরিক সৈন্য নিহত এবং অপর ৪ সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছে।

আঞ্চলিক সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, গত ৪ মার্চ বৃহস্পতিবার, হিন্দুত্ববাদী ভারতের জবরদখলকৃত কাশ্মীরে দেশটির মুশরিক সৈন্যদের সাথে সংঘর্ষ হয়েছে কাশ্মীরী স্বাধীনতাকামীদের।

কাশ্মীরের ঝাড়খণ্ড জেলার পশ্চিম সিংভূম এলাকায় এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে ভারতীয় মুশরিক বাহিনীর কমপক্ষে ৩ সৈন্য নিহত এবং ৪ সৈন্য আহত হয়েছে। তবে এখনো পর্যন্ত কোন মুজাহিদের হতাহত হবার খবর পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য যে, ঐদিন ২৪ ঘন্টারও কম সময়ে কাশ্মীরের বিভিন্ন এলাকায় ভারতীয় মুশরিক বাহিনীর ৩ সৈন্য আত্মহত্যা করেছে।

https://alfirdaws.org/2021/03/05/47559/

পাকিস্তান | টিটিপির হামলায় গুরুত্বপূর্ণ এক সেনা গুপ্তচর নিহত

পাকিস্তানের বান্নু জেলায় দেশটির এক সেনা গুপ্তচরকে টার্গেট করে সফল হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে সে ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছে।

উমর মিডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে, গত ৪ মার্চ বৃহস্পতিবার, পাকিস্তানের বান্নু জেলার বাকাখাইল সীমান্তে 'লুন্দর খান' নামক এক ব্যক্তিকে টার্গেট করে হামলা চালানো হয়েছে। হামলায় লোকটি ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছে বলে জানানো হয়।

নিহত লোকটির সম্পর্কে জানা গেছে যে, সে পাকিস্তানী মুরতাদ সেনাবাহিনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ সেনা গুপ্তচর ছিল, এছাড়াও বিভিন্ন সময় পাক-মুজাহিদদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। যার ফলে সে পাকিস্তানী মুজাহিদদের টার্গেটে পরিণত হয়।

পাকিস্তানের জনপ্রিয় জিহাদী গ্রুপ তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ এই হামলার দায় স্বীকার করেছেন।

ইয়ামান | মুজাহিদদের হামলায় ৩ হুথী সৈন্য নিহত

ইয়ামানে হুথী বিদ্রোহীদের উপর একটি বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে, এতে অন্তত ৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ইয়ামানের কেন্দ্রীয় বায়দা রাজ্যে গত ৪ মার্চ বৃহস্পতিবার, ইরান সমর্থিত মুরতাদ হুথী বিদ্রোহীদের উপর একটি সফল বোমা বিস্ফোরণ করা হয়েছে। এতে শিয়া হুথী বিদ্রোহীদের কমপক্ষে ৩ সৈন্য নিহত হয়েছে।

আল-কায়েদা সমর্থক 'সাবাত নিউজ' জানিয়েছে, আরব উপদ্বীপ ভিত্তিক আল-কায়েদা শাখা জামা'আত আনসারুশ শরিয়াহ্'র মুজাহিদগণ উক্ত সফল বোমা হামলাটি চালিয়েছেন।

https://ibb.co/K5WJ7vy

সিরিয়া | রুশ সমর্থিত আল-কুদুস ব্রিগেডের মাইক্রোবাসে মুজাহিদদের হামলা

কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া আসাদ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন আলেপ্পো শহরের কেন্দ্রস্থলে রুশ সমর্থিত আল-কুদুস ব্রিগেডের মাইক্রোবাসে হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ।

আঞ্চলিক সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, গত ৩ মার্চ রাতে, আলেপ্পো সিটির মাসাকিন হানানো অঞ্চলে দখলদার রাশিয়ান বাহিনীর দ্বারা প্রশিক্ষিত কুখ্যাত আসাদ সরকারের আল-কুদস ব্রিগেডের মাইক্রোবাসে অতর্কিত হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। যার ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই মুরতাদ সেনাদের মাইক্রোবাসটিতে আগুন ধরে যায়। জানা গেছে যে, হামলার সময় মুরতাদ বাহিনী বাসটিতে করে বিভিন্ন রসদপত্র আনার কাজ করছিল। এসময় বাসটিতে আগুন ধরায় মুরতাদ বাহিনীর জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

শাবাবুল হলব (আলেপ্পোর যুবকরা) নামক একটি মুজাহিদ গ্রুপ এই সফল হামলার দায় স্বীকার করেছে। দলটির নাম প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে এসেছে।

উল্লেখ্য যে, তাহরিরুশ শামের কারণে আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা প্রকাশ্যে সিরিয়ায় তাদের কার্যক্রম অনেকক্ষেত্রে বন্ধ করার পর থেকে সিরিয়ায় এধরণের নতুন নতুন অনেক জিহাদী গ্রুপ গেরিলা যুদ্ধের পথ বেঁচে নিয়েছে।

https://ibb.co/hBQNS5S

https://ibb.co/rvHzsFx

https://ibb.co/1MFHDKs

০৪ঠা মার্চ, ২০২১

ভারত-বাংলাদেশে পণ্য আনার ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত জটিলতা তৈরি করে লাখ লাখ টাকার চাঁদাবাজি

দেশের সর্ববৃহৎ স্থলবন্দর বেনাপোলের ওপারে ভারতের পেট্রাপোল বন্দরে বাংলাদেশে প্রবেশের অপেক্ষায় আমদানি পণ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাড়ে পাঁচ হাজারের বেশি ট্রাক। ফলে দুই দেশের আমদানি-রফতানি বাণিজ্য এবং রাজস্ব আয়ে বড় ধরনের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে।

অভিযোগ উঠেছে, বেনাপোল বন্দর দিয়ে ভারত-বাংলাদেশে পণ্য আমদানি-রফতানির ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত জটিলতা তৈরি করে ট্রাক থেকে প্রতিদিন আদায় করা হচ্ছে লাখ লাখ টাকার চাঁদা। আমদানিকারক, সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টসহ অন্য ব্যবসায়ীরা পণ্য আমদানিতে দীর্ঘসূত্রতার অভিযোগ তুলেছেন। এ কারণে বেনাপোল বন্দর দিয়ে পণ্য আমদানি কমিয়ে দিয়েছেন তারা।

বেনাপোল বন্দর সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, এই বন্দর দিয়ে প্রতি বছর ভারতের সঙ্গে অন্তত ২৪ হাজার কোটি টাকার বাণিজ্য হয়। বছরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ১০ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব আয় করে থাকে বেনাপোল কাস্টমস হাউজ। দেশের অত্যন্ত সম্ভাবনাময় বেনাপোল বন্দর দিয়ে সাধারণত প্রতিদিন ৭০০ থেকে ৮০০ ট্রাক পণ্য আমদানি হতো ভারতে থেকে। বর্তমানে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩০০ থেকে ৪০০ ট্রাকে।

ব্যবসায়ীরা জানান, সীমান্তের ওপারে বনগাঁ পৌরসভার মেয়র শংকর আঢ্য (ডাকু) 'কালিতলা পার্কিং' নামে একটি ব্যক্তিমালিকানাধীন পার্কিং তৈরি করেছেন। সরকারি পার্কিংয়ের চেয়ে এটি আকারে বড়। তার লোকজন মোটামুটি জোর করেই আমদানির পণ্যবোঝাই ট্রাকগুলো সেখানে প্রবেশ করাচ্ছে। প্রতিদিন ট্রাকপ্রতি পার্কিং খরচ নেওয়া হচ্ছে দুই হাজার টাকা করে। বর্তমানে একটি ট্রাক বাংলাদেশে প্রবেশ করতে ভারতে প্রায় ১৫/২০ দিন সময় লাগছে। আর অপেক্ষায় থাকার সময় পার্কিংয়ের নামে চাঁদার এই পুরো অর্থ বাংলাদেশি আমদানিকারকদের পরিশোধ করতে হচ্ছে। ফলে মোটা অঙ্কের লোকসানের কথা ভেবে আমদানিকারকদের অনেকেই বেনাপোল বন্দর থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছেন।

বেনাপোল কাস্টম ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরোয়াডিং এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা জানান, দেশের ৭৫ ভাগ শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাঁচামালের পাশাপাশি বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য আসে এই বন্দর দিয়ে। ওপারে পণ্য আমদানিতে দীর্ঘসূত্রতার কারণে অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানের ওপর এর প্রভাব পড়ছে। পাশাপাশি ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রেও।

এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার (২ মার্চ) সকালে বেনাপোল কাস্টমস কমিশনার আজিজুর রহমান আমদানিকৃত ট্রাকের সংখ্যা বৃদ্ধি ও রাজস্ব আয় বাড়াতে ভারতীয় ব্যবসায়ী ও কাস্টমস কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন।

বেনাপোল সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট স্টাফ কর্মচারী অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান জানান, 'বেনাপোলের ওপারে এখন ভয়াবহ পণ্যজট লেগে রয়েছে। প্রায় পাঁচ হাজার ট্রাক আমদানি পণ্য নিয়ে বন্দরের ওপারে বাংলাদেশে আসার অপেক্ষায় রয়েছে। পেট্রাপোলের কালিতলা পার্কিং থেকে বেনাপোল বন্দরে প্রবেশ করতে এখন প্রায় ১৫ দিন লেগে যাচ্ছে। ফলে আমদানিকারক ও সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টদের যেমন দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে, তেমনি বেড়ে যাচ্ছে আমদানি ব্যয়।'

ভারত-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের ডাইরেক্টর মতিয়ার রহমান জানান, 'বেনাপোল বন্দর দিয়ে স্থলপথে পণ্য আমদানি করতে বেনাপোলের ওপারে ভারতের পেট্রাপোল বন্দরে গড়ে উঠেছে একটি শক্তিশালী চাঁদাবাজ সিন্ডিকেট। বনগাঁ পৌরসভার মেয়র শংকর আঢ্য (ডাকুর) নেতৃত্বে তার লোকজন প্রতিটি পণ্যবোঝাই ট্রাক থেকে প্রতিদিন দুই হাজার টাকা করে চাঁদা আদায় করছে। পণ্যবোঝাই একটি ট্রাক ২০ দিন ওপারে আটকে থাকলে তাকে ৪০ হাজার রুপি পরিশোধ করতে হচ্ছে। ফলে আমদানিকারকরা মোটা অঙ্কের আর্থিক লোকসানে পড়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছেন।'

বেনাপোল কাস্টম ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরোয়ার্ডিং এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মফিজুর রহমান সজন জানান, 'দেশের ৭৫ ভাগ শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাঁচামালের পাশাপাশি বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য আসে এই বন্দর দিয়ে।

আমদানিতে জটিলতার কারণে এসব পচনশীল পণ্য নষ্ট হচ্ছে এবং অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানের ওপর এর প্রভাব পড়ছে। রাজস্ব আদায়ও কমে যাচ্ছে।'

বেনাপোল কাস্টমস কমিশনার মো. আজিজুর রহমান জানান, 'ভারতীয় পেট্রাপোল কালিতলা পার্কিংয়ে বর্তমানে ৫৫০০ পণ্যবোঝাই ট্রাক আটকা আছে।

সূত্র: বাংলা ট্রিবিউন

পাকিস্তান | টিটিপির হামলায় ৬ নাপাক সৈন্য হতাহত

পাকিস্তানের মোহাম্মদ এজেন্সিতে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর পৃথক ২টি হামলা চালিয়েছে দেশের শীর্ষস্থানীয় জিহাদী গ্রুপ তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান। এতে এক অফিসারসহ ৪ সৈন্য নিহত এবং ২ সৈন্য আহত হয়েছে।

উমর মিডিয়া সূত্রে জানা গেছে, গত ৩ মার্চ বুধবার, পাকিস্তানের মাহমান্দ এজেন্সির বাইজাই সীমান্তে সশস্ত্র মুজাহিদিনরা পাকিস্তানী মুরতাদ সেনাদের উপর সফল আক্রমণ চালিয়েছেন।

নাপাক সেনাবাহিনীর একটি পদাতিক বাহিনী যখন উক্ত এলাকায় টহল দিচ্ছিল তখনই মুজাহিদগণ সেনাদের লক্ষ্য করে হামলা চালান। যার ফলে ৩ মুরতাদ সেনা নিহত এবং অপর ২ সেনা গুরুতর আহত হয়।

অপরদিকে, একই অঞ্চলের পান্ডাইলাই সীমান্তের ড্যানিশকোল এলাকায় সরকারের নিরাপত্তা কমিটির অফিসার আবদুল হামেদকে বাড়ি ফেরার পথে টার্গেট করে হামলা চালানো হয়, এতে সে ঘটনাস্থলেই নিহত হয়।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) সম্মানিত মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী (হাফিজাহুল্লাহ্) উভয় হামলার দায় স্বীকার করেছেন।

https://ibb.co/c1RfYbb

খোরাসান | তালেবানের হাতে নারী ও শিশু অপহরণকারী কাবুল সেনা অফিসার আটক

নারী ও শিশুদের অপরহরণকালে হাতেনাতে তালেবানদের হাতে বন্দী হয়েছে কাবুল সরকারের প্রাদেশিক এক সেনা অফিসার।

তালেবান জানিয়েছে যে, তারা আজ (৪/০৩/২১) সকালে জবুল প্রদেশের কলাত এলাকায় একজন সরকারী সেনা অফিসারকে আটক করেছেন। যখন সে একজন মহিলা ও তার দু'টি বাচ্চাকে তাদের এলাকা থেকে অপহরণ করে কাবুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল।

একজন তালেবান মুখপাত্র ক্বারী ইউসুফ আহমদী (হা.) উক্ত সেনা অফিসারের নাম "লালাম" হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, এবং বলেছেন যে, সে বর্তমানে কলাতের একটি স্কুলে ডেপুটি হিসাবে কর্মরত আছে। আহমদী বলেছেন, সে কাবুল সরকারের একটি প্রাইভেট গাড়িতে কলাত বাজার থেকে বিবাহিত উক্ত মহিলা ও তার দুই বাচ্চাকে অপহরণ করে। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় তালেবানদের নিরাপত্তা বিভাগের সদস্যরা উক্ত মহিলা ও বাচ্ছাদেরকে নিরাপদে উদ্ধার করে এবং আপহরণকারীকে জীবন্ত আটক করে।

স্থানীয়রা বলছেন, কমান্ডার লালামের বিরুদ্ধে আগে ওই এলাকায় নৈতিক ও ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগ ছিল।

এটি লক্ষণীয় যে, তালেবানরা তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলগুলি ছাড়াও কাবুল সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলগুলিতেও দুর্নীতি রোধে কাজ করে চলছেন, তবে কাবুল সরকারী মিলিশিয়ারা বর্তমানে বিভিন্ন হত্যাকান্ড ও অপহরণের মাধ্যমে পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে।

https://ibb.co/9s3NFMs

মুসলিমদের বিচ্ছিন্ন দ্বীপে কবর দেওয়ার সিদ্ধান্ত শ্রীলঙ্কা সরকারের

শ্রীলঙ্কা সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সংখ্যালঘু মুসলিম ও খ্রিস্টানদের কেউ করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে তাদের কবর দেয়া হবে বিচ্ছিন্ন এক দ্বীপে। কলম্বো গেজেট জানিয়েছে যে, সরকারের মুখপাত্র কেহেলিয়া রামবুকভেলা বলেছেন, দ্বীপটির এক পাশে এজন্য একটি জায়গা নির্ধারণ করা হয়েছে।

ভারত মহাসাগরের মান্নার উপসাগরে ইরানাথিবু দ্বীপটি এখন করোনায় মারা যাওয়া মুসলিম ও খ্রিস্টানদের জন্য নির্ধারণ করেছে শ্রীলঙ্কা সরকার। এ দ্বীপটি রাজধানী কলম্বো থেকে তিন শ' কিলোমিটার দুরে এবং দাফনের জন্য এই দ্বীপকে নির্বাচিত করার কারণ হিসেবে এর কম ঘনবসতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ও জাতিসঙ্ঘ এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে আপত্তি তুলেছে।

কিছু মুসলিম ও খ্রিস্টান ধর্মীয় নেতারা শ্রীলঙ্কা সরকারের নতুন সিদ্ধান্ত নিয়ে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। শ্রীলঙ্কা মুসলিম কাউন্সিলের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিলমি আহামেদ বলেছেন, 'এটি একটি হাস্যকর সিদ্ধান্ত।এটা একেবারেই বর্ণবাদী এজেন্ডা।'

ওই দ্বীপের একজন ধর্মযাজক মাধুথিন পাথিনাথার বলেন, 'সরকারের সিদ্ধান্তে স্থানীয়রাও কষ্ট পেয়েছে। আমরা এর তীব্র বিরোধিতা করি। এটা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য ক্ষতিকর হবে।'

শ্রীলঙ্কায় মুসলিম ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক ক্ষোভ আছে। তবে গত সপ্তাহে বাধ্যতামূলক দাহ করার নীতি থেকে সরকার সরে আসার ঘোষণা দিলে তাদের মধ্যে স্বস্তি ফিরে আসে। কিন্তু সরকারের সর্বশেষ সিদ্ধান্তও তাদের জন্য অবমাননাকর বলে মনে করা হচ্ছে।

শ্রীলঙ্কায় করোনায় আক্রান্ত এ পর্যন্ত মারা গেছে ৪৫০ জন। কিন্তু এর মধ্যে তিন শ' জনই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ।

সূত্র : বিবিসি

ওয়ায়েজদের তালিকায় 'হেফাজত নেতা' থাকায় মাহফিল বন্ধ

কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব উপজেলার শহরতলীর গাছতলা ঘাট ব্যবসায়ী ও এলাকাবাসীর উদ্যোগে ৩রা মার্চ (বুধবার) ৮ম বার্ষিক ওয়াজ মাহফিল হওয়ার কথা থাকলেও প্রশাসন কেন্দ্রিক বিভিন্ন জটিলতায় বন্ধ হয়ে গেছে।

মাহফিল বন্ধের বিষয়ে আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে মো. জসিম উদ্দীন গণমাধ্যকে জানান, আমরা দীর্ঘ ৭ বছর ধরে এখানে মাহফিলের আয়োজন করে আসছি। কিন্তু কখনো প্রশাসনিক অনুমতি নিতে হয়নি। তাই 'মাহফিলের জন্য অনুমতি নিতে হবে' এটিও আমরা জানতাম না।

তিনি বলেন, করোনা পরিস্থিতির কথা বলে গতকাল প্রশাসন থেকে আমাদের জানানো হয়, অনুমতি না নেয়ায় মাহফিল করতে দেয়া হবে না। এরপর আমরা অনুমতি নেয়ার জন্য অনেক দৌড়ঝাঁপ করেছি। কিন্তু আর অনুমতি মেলেনি।

তিনি আরো বলেন, তবে আমরা জানতে পেরেছি হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ও মাওলানা মামুনুল হকের ঘনিষ্ঠজন মাওলানা আতাউল্লাহ আমীন আমাদের ওয়ায়েজদের তালিকায় থাকায় আমাদের মাহফিলে বিঘ্নতা ঘটানো হচ্ছে। কিন্তু আল্লাহর রহমতে সব বাধা ডিঙিয়ে আমরা এ মাসের মধ্যেই আরো বড় আকারে এ মাহফিল বাস্তবায়ন করবো বলে আশা করছি।

এদিকে বার্ষিক এ ইসলামি সম্মেলন বন্ধ হওয়ায় বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী জানান, সারা দেশে সবকিছুই হচ্ছে। কিন্তু মাহফিল করতে গেলেই কেন বাধা! এভাবে চলতে থাকলে ধর্মপ্রাণ মুসলমান ওয়াজ মাহফিল থেকে আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। কেননা আমরা সাধারণ মানুষ অনেক টাকা খরচ করে এ মাহফিলের আয়োজন করেছিলাম; এখন আমরা আবার মাহফিল করতে গেলে কতটা ধকল পোহাতে হবে তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন?

০৩রা মার্চ, ২০২১

ভারতের মাদরাসায় হিন্দুদের বেদ-গীতা-রামায়ণ পড়ানোর প্রস্তাব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের

ভারতের মাদরাসাগুলোতে এবার মুসলিম শিক্ষার্থীদের বেদ, গীতা ও রামায়ণ পড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছে দেশটির শিক্ষা মন্ত্রণালয়। জাতীয় ওপেন স্কুলিং সংস্থার (The National Institute of Open Schooling/NIOS) পক্ষে নতুন এই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। খবর জি-নিউজের।

NIOS-এর নতুন প্রস্তাবে ১৫টি নতুন কোর্সের কথা বলা হয়েছে। ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির নামে এই তালিকায় রাখা হতে পারে হিন্দুদের কাল্পনিক বেদ, যোগ, রামায়ণ ও মহাভারত। থাকছে সংস্কৃত ভাষাও। এরই সঙ্গে থাকবে কিছু ভোকেশনাল স্কিলও। পড়ানো হবে ভগবত গীতাও। প্রাথমিক ভাবে ১০০ মাদরাসায় এগুলো পড়ানো শুরু করা হবে। পরবর্তীতে ৫০০ মাদরাসায় তা চালু করা হবে।

প্রসঙ্গত, ভারতীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি স্বাধীন শিক্ষা সংস্থা হল এই ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ ওপেন স্কুলিং।

ভৈরবে এবার ছিনতাইকারীর কবলে পুলিশ কর্মকর্তা

পরিবারসহ এক পুলিশ কর্মকর্তা কিশোরগঞ্জের ভৈরবে ছিনতাইকারীর কবলে পড়েছে। আজ বুধবার ভোরে ভৈরব রেলস্টেশন সড়কে এই ঘটনা ঘটে।

ছিনতাইয়ের শিকার পুলিশ কর্মকর্তার নাম মো. রায়হান উদ্দিন। তাঁর বাড়ি ভৈরব পৌর শহরের ভৈরবপুর দক্ষিণপাড়া এলাকায়। তিনি চট্টগ্রাম আদালতে উপপরিদর্শক (এসআই) হিসেবে কর্মরত।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, রায়হান উদ্দিন ছুটি নিয়ে গতকাল মঙ্গলবার কর্মস্থল থেকে বাড়িতে আসেন। ট্রেনে ঢাকা যাওয়ার জন্য আজ ভোর পাঁচটার দিকে ব্যাটারিচালিত রিকশায় করে মা ও ভাগনেকে নিয়ে ভৈরব

রেলস্টেশনে যাচ্ছিলেন রায়হান। পৌর কবরস্থান অতিক্রম করার সময় কয়েকজন ছিনতাইকারী তাঁদের রিকশার গতিরোধ করে। এ সময় অস্ত্রের মুখে তাঁদের জিম্মি করে চারটি মুঠোফোন সেট, নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার ছিনিয়ে নিয়ে গেছে ছিনতাইকারীরা। স্টেশনে পৌঁছে ঘটনাটি টহল পুলিশকে জানিয়ে ঢাকায় চলে যান রায়হান।

তাঁর বোনের স্বামী ইলিয়াস কাঞ্চন বলেন, রায়হানরা তিনজন একসঙ্গে এক রিকশায় ছিলেন। রায়হান তাঁকে জানিয়েছেন, ছিনতাইকারীরা যেভাবে গলায় ছুরি ঠেকিয়েছিল, সেখানে প্রতিরোধ গড়ে তোলার সুযোগ ছিল না। এ কারণে ছিনতাইকারীরা যা চেয়েছে, তা-ই দিতে হয়েছে।

স্থানীয় লোকজন অভিযোগ করেন, ভৈরবে ছিনতাইয়ের ঘটনা বেড়েই চলেছে। প্রধান সড়কে প্রায়ই হচ্ছে ছিনতাই। এক বছরে ভৈরবে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে তিনজন নিহত হয়েছেন। প্রতিদিন কোনো না কোনো সড়কে পথচারীরা ছিনতাইকারীর কবলে পড়ে। প্রথম আলো

এক জেলাতেই টিকা নেওয়ার পর ১২ জনের করোনা শনাক্ত, একজনের মৃত্যু

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে প্রথম ডোজ টিকা নেওয়ার পর ১২ জনের শরীরে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। এই ১২ জনের মধ্যে ১ জন মারা গেছেন। আক্রান্ত হয়ে সুস্থ হওয়ার পর টিকা নিয়েছেন—এমন এক ব্যক্তির শরীরেও ফের করোনা শনাক্ত হয়েছে। টিকা নেওয়ার পর করোনায় আক্রান্ত ১২ জনের একটি তালিকা করেছে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্যালয়। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, এক সপ্তাহ ধরে এখানে করোনা আক্রান্তের হার বাড়ছে।

জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, করোনার টিকা নেওয়ার পরও আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকতে পারে।

গত মঙ্গলবার ভৈরব উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত এক সপ্তাহে উপজেলার ১০৬ জন করোনা পরীক্ষার জন্য নমুনা দিয়েছেন। এর মধ্যে করোনা শনাক্ত হয়েছে ১৯ জনের শরীরে। অথচ এক মাস আগেও বেশির ভাগ দিনেই আক্রান্তের সংখ্যা থাকত শূন্য। নমুনা দিতে আসা লোকজনের সংখ্যাও ছিল খুবই কম।

স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা জানান, গত ৭ ফেব্রুয়ারিতে গণটিকা গ্রহণ শুরু হওয়ার পর ভৈরবে টিকা নেওয়ার জন্য নিবন্ধন করেছেন ৭ হাজার ৮৬১ জন। আর গত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত টিকা নিয়েছেন ৫ হাজার ৪৬১ জন। ভৈরবে টিকাকেন্দ্র করা হয়েছে স্থানীয় ট্রমা সেন্টার হাসপাতালে। আক্রান্ত ১২ জনের সবাই ওই কেন্দ্রে থেকে টিকা নিয়েছেন।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সূত্রে জানা যায়, টিকা নেওয়ার পর মারা যাওয়া ব্যক্তির নাম শামিম আহমেদ (৬৭)। তিনি পৌর শহরের ভৈরবপুর এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। শামীম আহমেদ টিকা নেন ৮ ফেব্রুয়ারি। ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে তিনি অসুস্থ বোধ করেন এবং শরীরে কোভিডের উপসর্গ দেখা যায়। ওই দিনই তিনি কিশোরগঞ্জের সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখানে পরীক্ষার পর ১৫ ফেব্রুয়ারি তাঁর করোনা শনাক্ত হয়। ১৯ ফেব্রুয়ারি তাঁর অবস্থার অবনতি ঘটলে তাঁকে ঢাকার কুর্মিটোলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরদিন ওই হাসপাতালে তিনি মারা যান। প্রথম আলো

সিরিয়ায় এখনো লাখো মানুষ নিখোঁজ, প্রত্যক্ষদর্শীদের বীভৎস নির্যাতনের বর্ণনা

যুদ্ধ-বিধ্বস্ত সিরিয়ায় এখনও বহু মানুষ নিখোঁজ রয়েছে। সিরিয়ায় গত দশ বছরের গৃহযুদ্ধের সময় আটক হওয়া লাখ লাখ বেসামরিক নাগরিক এখনো নিখোঁজ। এছাড়া আরও কয়েক হাজার মানুষ হয় নির্যাতনের শিকার হয়েছেন বা নিরাপত্তা হেফাজতে থাকার সময়ই মারা গেছেন। খবর বিবিসির।

দেশটির গৃহযুদ্ধকালীন যুদ্ধাপরাধ বা মানবতাবিরোধী অপরাধ বিষয়ে নতুন একটি প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।বিভিন্ন সহিংসতার শিকার হওয়া লোকজন এবং এসব ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা বিভিন্ন পরিস্থিতিকে বর্ণনা করেছেন 'কল্পনাতীত দুর্ভোগ' হিসেবে। এর মধ্যে ছিল মাত্র ১১ বছর বয়সী ছেলে ও মেয়েদের ধর্ষণের মতো ঘটনাও।

২০১১ সালে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ বিরোধী এক বিক্ষোভের বিরুদ্ধে প্রাণঘাতী ব্যবস্থা নেয়ার মধ্য দিয়ে দেশটিতে যে সংঘাতের সূচনা হয় সেটাই পরে গৃহযুদ্ধে রূপ নেয়, যা এখনো চলছে।

এক দশকের বেশি সময় ধরে চলা সংঘাতে কমপক্ষে তিন লাখ আশি হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং দেশটির অর্ধেক জনগোষ্ঠীই বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে গেছে। এছাড়া বিভিন্ন দেশে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছে সিরিয়ার অন্তত ৬০ লাখ মানুষ।

জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের স্বাধীন আন্তর্জাতিক কমিশনের সিরিয়া বিষয়ক এই তদন্ত প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে প্রায় ২ হাজার ৬৫০ সাক্ষ্য আর আটকের পর একশ'র বেশি ঘটনার উপর ভিত্তি করে।

ওই কমিশনের চেয়ারম্যান পাওলো পিনহেইরো বলেন, সরকারি বাহিনী একতরফাভাবে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মী ও বিক্ষোভকারীদের আটক করেছে যা এই সংঘাতের মূল উৎস।

আগে আটক ছিলেন এমন কয়েকজন জানিয়েছেন তারা মাসের পর মাস দিনের আলো দেখেননি, নোংরা পানি পানে বাধ্য হয়েছেন, খেয়েছেন বাসি খাবার এবং ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত সেলে তাদের রাখা হয়েছিল। এসব সেলে টয়লেট সুবিধা যেমন ছিল না, তেমনি ছিল না কোনো চিকিৎসা সুবিধাও।

সরকারি কারাগারগুলোতে যারা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তারা তদন্তকারীদের জানিয়েছেন, মিথ্যা স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য অন্তত ২০টি উপায়ে সেখানে নির্যাতন করা হতো। এর মধ্যে ছিলো ইলেকট্রিক শক দেয়া, শরীরের বিভিন্ন অংশ পুড়িয়ে দেয়া, নখ ও দাঁত উপড়ে ফেলা এবং দীর্ঘ সময় ধরে ঝুলিয়ে রাখা।

হোমস শহরে আটক হওয়া এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞাসাবাদের সময়কার স্মৃতিচারণ করে বলেন, ‘প্রথমে আমাকে নির্যাতন করলো। তারপর বললো, আমরা তোমাকে এখনো এখনি মেরে ফেলতে পারি, কেউ জানতেই পারবে না।

নির্যাতনের শিকার হয়েও ফিরে আসা ব্যক্তিরা বর্ণনা দিয়েছেন কিভাবে তাদের শরীর জুড়ে ব্যথার সাথে এখনো লড়াই করছেন তারা যা পরে মানসিক ট্রমায় রূপ নিয়েছে।

হোমস ও দামেস্কে সামরিক হেফাজতে নির্যাতন ও ধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন এমন এক নারী বলেন, ‘আমার অবস্থা এখন এমন যে, আমি ডায়াপার ছাড়া থাকতে পারি না। পুরো শরীরে মারাত্মক ব্যথা। আমার আসলে আর কোনো আশাই নেই। জীবনটা পুরোপুরি শেষ হয়ে গেছে।’

তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হায়াত তাহরির আল শাম পরিচালিত কেন্দ্রগুলোতে যাদের আটক রাখা হয়েছিল তাদেরকেও অত্যাচার করা হত। এই কথিত জিহাদিরা এখন বিরোধী দল নিয়ন্ত্রিত সর্বশেষ ঘাঁটিটি নিয়ন্ত্রণ করছে। বহু পুরুষ জানিয়েছেন যে, তাদের নগ্ন করে ইলেকট্রিক শক দেয়া, এমনকি ধর্ষণও করা হয়েছিল।

নারী বন্দীরা জানিয়েছেন, তাদের প্রায়ই ধর্ষণের হুমকি দেয়া হতো এবং হামা চেকপয়েন্টে একজন নারীকে ধর্ষণ করা হয়েছিল।

জাতিসংঘের ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, আটক অবস্থায় কত মানুষ মারা গেছে তার কোনো হিসেব নেই। তবে ধারণা করা হচ্ছে কয়েক লাখ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে সরকারি হেফাজতেই।

বেশ কিছু সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, নিহতদের বিভিন্ন গণকবরে দাফন করা হয়েছে যার অন্তত দু’টি দামেস্কের শহরতলীতেই।

পাওলো পিনহেইরো বলেন, ‘পরিবারের লাখ লাখ সদস্যের জানার অধিকার আছে যে, তাদের প্রিয়জনের ভাগ্যে কি ঘটেছে। এটি একটি ন্যাশনাল ট্রমা যার দিকে সব পক্ষ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জরুরিভাবে দৃষ্টি দেয়া উচিত।’

ইরান | সামরিক কনভয়ে 'মুজাহিদদের হামলা, নিহত ৫, বন্দী আরো ৩

ইরানের বেলুচিস্তানে সুন্নি জিহাদী গ্রুপ জাইশুল আদল ইরান সরকারের আইআরজিসি বাহিনীর কনভয়ে সফল আক্রমণ চালিয়েছেন। এতে মুজাহিদদের হাতে অন্ততপক্ষে ৫ মুরতাদ সদস্য নিহত, ৩ সদস্য আটক এবং ২টি গাড়ি ধ্বংস হয়েছে।

জানা গেছে যে গত ২ মার্চ মঙ্গলবার, ইরানের বেলুচিস্তানে সক্রিয় সুন্নি জিহাদী গ্রুপ জাইশুল আদল ইরান সরকারের মুরতাদ আইআরজিসি বাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিটের সদস্যদের বহনকারী কাফেলার উপর হামলা চালিয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রগুলো থেকে জানা গেছে, ইরানের সিস্তান ও বালুচিস্তান প্রদেশের সেরওয়ান শহরের নিকটবর্তী বেম পাশত অঞ্চলে এই হামলাটি করা হয়েছিল। বলা হয় যে, কনভয়টিতে থাকা দুটি গাড়িতে আঘাত হানে, এসময় গাড়িতে থাকা অন্ততপক্ষে ৫ সেনা নিহত ও কতক সৈন্য আহত হয়েছে। এছাড়াও ৩ সৈন্যকে বন্দী করেও নিয়ে গেছেন মুজাহিদগণ। জাইশুল আদল এক বিবৃতিতে এই বরকতময়ী হামলার দায় স্বীকার করেছে।

জাইশুল আদলের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

২০১০ সালে ইরানের সুন্নি মুসলিমদের অধিকার রক্ষার জন্য দলটি ইরানে কাজ শুরু করে। এর আগে আল-কায়েদার পরামর্শে ২০০৩ সালে দলটি জুন্দুল্লাহ নামে গঠিত হয় এবং পাকিস্তানী মুজাহিদদের সাথে মিলে আমেরিকার স্বার্থে আঘাত হানে। এসময় দলটির আমীর আবদুল মালিক (রহ.) কে গ্রেপ্তার করে ফাঁসি দেওয়ার মাধ্যমে শহিদ করা হয়। পরবর্তীতে অর্থাৎ ২০১২ সালে সংগঠনটি পুনর্গঠন করতে গিয়ে এর নাম পরিবর্তন করে "জাইশুল আদল" করা হয়। বর্তমানে মুজাহিদ দলটি ইরান-পাকিস্তান সীমান্তে বেলুচিস্তান ও সিস্তান রাজ্য দুটিতে সক্রিয় রয়েছে।

https://ibb.co/B33wdDF

মাসিক রিপোর্ট | টিটিপির হামলায় ১১৫ নাপাক সৈন্য হতাহত

পাকিস্কানের শীর্ষস্থানীয় জিহাদী গ্রুপ তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) চলতি বছরের দ্বিতীয় মাসে (ফেব্রুয়ারি) পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর উপর তাদের পরিচালিত হামলার বিষয়ে একটি ইনফোগ্রাফি প্রকাশ করেছে।

ইনফোগ্রাফিতে দেখানো হয়েছে যে, গত মাসে মুজাহিদগণ নাপাক বাহিনীর উপর সর্বমোট ১৫টি হামলা চালিয়েছেন। এর মধ্যে চারটি বড় হামলা চালানো হয়েছে, যেসব হামলায় নাপাক সরকারের বিভিন্ন সংস্থার নিরাপত্তা বাহিনীর কয়েক ডজন করে সৈন্য নিহত হয়েছিল।

ইনফোগ্রাফিতে দেখানো হয়েছে, উত্তর ও দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান ৭টি, বেলুচিস্তানে ১টি, দিরায় ১টি, মাহমান্দ এজেন্সীতে ১টি, বাজৌর এজেন্সিতে ৩টি এবং বান্নায় ১টি হামলা চালানো হয়েছে।

এসব হামলায় পাক সেনাবাহিনীর ৫৭ সদস্য নিহত এবং আরো ৫৮ সদস্য আহত হয়েছে। মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেছেন বিভিন্ন অস্ত্র ও যুদ্ধসামগ্রী। এসময় নাপাক সেনাবাহিনীর কয়েকটি গাড়ি, ফাঁড়ি এবং অনেক যুদ্ধসামগ্রী ধ্বংস করার দাবি করা হয়েছে।

https://alfirdaws.org/2021/03/03/47488/

পাকিস্তান | পাক-তালেবানের হামলায় ৬ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

পাকিস্তানে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর পৃথক ২টি হামলা চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদগণ। এতে ২ সৈন্য নিহত এবং ৪ সৈন্য আহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২ মার্চ মঙ্গলবার, উত্তর ওয়াজিরিস্তানের দোসলি সীমান্তের বোবালি এলাকায় অবস্থিত পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর একটি চৌকিতে দুটি বোমা বোমা হামলা চালান তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) জানবায মুজাহিদিন।

সেখানে মুজাহিদগণ প্রথম বোমাটি ফেলেন পদাতিক বাহিনীর উপর, এতে বোমা বিস্ফোরণ ঘটলে সেখানে ২ মুরতাদ সেনা আহত হয়। এসময় আহত সৈন্যদের উদ্ধার করতে আসা সৈন্যদের উপর আরও একটি বিস্ফোরণ ঘটে, যার ফলে, ১ মুরতাদ সৈন্য নিজত এবং আরো ২ মুরতাদ সৈন্য আহত হয়। - আলহামদুলিল্লাহ

একইদিনে বাজোর এজেন্সীর চার্মাগ সীমান্তের হাশেম-সার এলাকায় মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করো স্নাইপার হামলা চালান মুজাহিদগণ। যার ফলে ১ সৈন্য ঘটনাস্থলেই নিহত হয়।

শরিয়ার ছায়াতলে | ৫ গুপ্তচরকে মৃত্যুদণ্ড দিল ইসলামি আদালত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় ৫ গুপ্তচরের উপর শরয়ী হদ (মৃত্যুদণ্ড) বাস্তবায়ন করেছে আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব।

শাহাদাহ্ নিউজের রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১লা মার্চ সোমবার, আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের প্রতিষ্ঠিত ইসলামি আদালত গুপ্তচরবৃত্তি ও মুসলিমদের হত্যার অপরাধে ৫ ব্যক্তির উপর শরয়ী হদ (মৃত্যুদণ্ড) বাস্তবায়নের আদেশ জারি করেছে। পরে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন জনসম্মুখে উক্ত ৫ গুপ্তচরের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন।

জানা গেছে যে, মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত এসব ব্যক্তির মধ্যে ৪ জন ক্রুসেডার আমেরিকান গোয়েন্দা বিভাগের জন্য কাজ করছিল, এবং ৫ম জন দক্ষিণ-পশ্চিম আঞ্চলিক মুরতাদ প্রশাসনের গুপ্তচর হিসাবে যুবা রাজ্যের জালব শহরে কাজ করেছিল।

০২রা মার্চ, ২০২১

পঙ্গু ফিলিস্তিনির বাড়িও গুঁড়িয়ে দিয়েছে ইসরায়েলি দখলদাররা

পঙ্গুত্বের কারণে বহু বছর ধরে হুইলচেয়ারে ‘বন্দি’ ফিলিস্তিনি নাগরিক হাতিম হুসেইন আবু রায়ালা। বহু কষ্টে তিলে তিলে জমানো অর্থে তৈরি করেছিলেন স্বপ্নের বাড়ি। কিন্তু সেই সুখ স্থায়ী হতে দিল না ইসরায়েলি দখলদাররা। একবার-দু’বার নয়, অন্তত চারবার তারা গুঁড়িয়ে দিয়েছে এ পঙ্গু ফিলিস্তিনির বাড়িটি।

মঙ্গলবার বার্তা সংস্থা কুদস প্রেসের বরাতে মিডল ইস্ট মনিটর জানিয়েছে, সোমবার দখল করা জেরুজালেমের উত্তরপূর্ব দিকে ইসাউইয়া এলাকায় আবু রায়ালার বাড়িটি গুঁড়িয়ে দেয় ইসরায়েলিরা।

এদিন জেরুজালেমের ইসরায়েলি নগর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে অভিযান চালায় দখলদার সামরিক বাহিনী। লাইসেন্স ছাড়া তৈরি হয়েছে অজুহাতে ভেঙে দেওয়া হয় শারীরিক প্রতিবন্ধী আবু রায়ালার বাড়ি।

কুদস প্রেসের তথ্যমতে, এ নিয়ে চারবার বাড়ি ভাঙা পড়ল ওই মুসলিম ফিলিস্তিনির। তবে অন্য গণমাধ্যমগুলোতে এই সংখ্যা ছয় বলেও দাবি করা হয়েছে।

For years, disabled, wheelchair-bound Palestinian, Hatem Abu Riyala has tried to get a permit for his now destroyed home in Issawiya, East Jerusalem. His home demolished several times.

A grim reminder of injustice & Israeli occupation over Palestinians pic.twitter.com/6s9nVP4XCe

— Joseph Willits (@josephwillits) March 1, 2021

জানা যায়, আবু রায়ালা বাড়ির লাইসেন্স পেতে বহুবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ফিলিস্তিনিদের বাড়ির লাইসেন্স পাওয়া একপ্রকার ‘অসম্ভব’ হয়ে উঠেছে সেখানে।

আবু রায়ালার বাড়ি ভাঙার মাত্র এক সপ্তাহ আগে ইসাউইয়া এলাকাতেই আরেকটি দোতলা বাড়ি গুঁড়িয়ে দিয়েছিল ইসরায়েলিরা, যার কারণে খোলা আকাশের নিচে এসে দাঁড়ান অন্তত ১৭ জন নিরীহ মানুষ।

ওই বাড়িরই একটি ফ্ল্যাটে বসবাস করতেন পবিত্র আল-আকসা মসজিদের প্রধান নিরাপত্তারক্ষী ফাদি আলিয়ান।

হাতিম সংবাদ মাধ্যমকে জানায়, 'ইসরায়েল আমাদের নিজ দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে চাই। তারা নিজেদের জন্য জমি চায়। তারা আইনের দোহাই দিয়ে আমাদের ধ্বংস করে দিয়েছে। অথচ, তারা কোন আইনের তোয়াক্কা করে না'।

যদি কেউ লড়তে চায়, তবে এমন লড়াই হবে যা আগে কেউ দেখেনি- সিরাজুদ্দিন হক্কানী

সম্প্রতি ইমারতে ইসলামিয়ার উপপ্রধান শাইখ সিরাজুদ্দিন হক্কানী হাফিজাহুল্লাহ্ আগ্রাসী বাহিনীকে লক্ষ্য করে কঠিন হুমকি দিয়েছেন।

তালেবানদের রাজনৈতিক দলের সদস্য আনাস হক্কানী (হাঃ) সম্প্রতি তাঁর টুইটার অ্যাকাউন্টে তাঁর বড় ভাই ও ইমারতে ইসলামিয়ার উপপ্রধান শাইখ সিরাজুদ্দিন হক্কানী হাফিজাহুল্লাহ্'র নতুন একটি বার্তা প্রকাশ করেছেন। যেখানে শাইখ সিরাজুদ্দিন হক্কানী হাফিজাহুল্লাহ্ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে হুমকি দিয়েছেন।

আনাস হক্কানী তাঁর টুইট বার্তায় লিখেছেন, মহান আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে এখন আমরা পূর্বের তুলনায় সুসংগঠিত ও শক্তিশালী, আমাদের কাছে এখন অত্যাধুনিক ড্রোন প্রযুক্তি, বিমান বিধ্বংসী ও নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি উন্নতমানের দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র, মিসাইল এবং অন্যান্য উন্নত সামরিক সরঞ্জাম ইতোমধ্যে আমরা উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছি। সুতরাং এখন যদি কেউ লড়াই করতে চায় তবে এটি এমন লড়াই হবে যা আগে কেউ দেখেনি এবং আমাদের থেকে কল্পনাও করেনি।

ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, আমরা মুসলিমরা কখনোই কোনও চুক্তি ভঙ্গ করি নি। বরং এজাতীয় অপরাধ বিরুধী পক্ষহতেই সবসময় করা হয়েছে।

অপরদিকে তালেবানদের দাওয়াহ্ বিভাগের প্রধান মোল্লা আমির খান মোত্তাকী হাফিজাহুল্লাহ্ গত ২৮শে ফেব্রুয়ারি এক সেমিনারে বলেন- আমেরিকা নিজেই স্বীকার করেছে যে, গত বছর আমাদের হামলায় কোন মার্কিন সৈন্য নিহত হয়নি। তিনি বলেন এটা এখন সবার কাছেই স্পস্ট যে, আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি রেখেছি এবং আমরা ঐক্যবদ্ধ একটি মুসলিম বাহিনী হিসাবে আছি।

সুতরাং আমরা যেমন নিজেদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছি, তেমনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদেরও উচিত্র প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা, যদিও তাদের কার্যক্রম বারবার চুক্তিটি লঙ্ঘনের দিকে ইঙ্গিত করছে। কেননা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা এখনো যুদ্ধের ময়দানে রয়েছে এবং তারা নিরন্তরভাবে শান্তি প্রক্রিয়াটিকে নাশকতার রূপ দিচ্ছে।

তিনি আরো বলেন যে, চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার পর থেকে গত একবছরে ১৩,৬৫১ জন কাবুল সারকারি সেনা ও পুলিশ সদস্য তাদের সামরিক পদ থেকে পদত্যাগ করে তালেবান মুজাহিদদের সাথে যোগ দিয়েছে। তবে

কাবুল বাহিনী ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া সেনা সদস্যের সংখ্যা আরো কয়েকগুণ বেশী। এছাড়াও আমরা এই চুক্তির মাধ্যমে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ৫ হাজার বন্দী মুজাহিদকে মুক্ত করতে পেরেছি, যদিও এই তালিকায় এখনো আরো অনেকে বাকি রয়েছেন।

অপরদিকে আমরা এই চুক্তির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সমর্থন পেয়েছি। সুতরাং যদি এখন এই চুক্তি ভঙ্গ করা হয়ে তবে ইমারতে ইসলামিয়ার বড় কোন ক্ষতি হবেনা, বরং চুক্তি ভঙ্গকারীদেরকে এর কঠিন মূল্য দিতে হবে।

https://ibb.co/bJjSNK2

মালি | ক্রুসেডার ফ্রান্সের সাঁজোয়া যানে মুজাহিদদের মাইন হামলা

আফ্রিকার পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশ মালিতে দখলদার ফরাসী সেনাদের সাঁজোয়া যানে মাইন হামলার ঘটনা ঘটেছে।

তথ্যসূত্র অনুযায়ী, গত ২৬শে ফেব্রুয়ারি শুক্রবার, মালির গাও রাজ্যের পূর্ব মিনাকা অঞ্চলে ক্রুসেডার ফ্রান্সের সামরিক বাহিনীর উপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। এসময় মাইন বিস্ফোরণের শিকার হয় ক্রুসেডার বাহিনীর একটি সাঁজোয়া যান। এই হামলায় হতাহতের বিষয়ে এখনো নিরব থাকার ভূমিকা পালন করছে ক্রুসেডার ফ্রান্স।

এদিকে আল-কায়েদা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন তাদের অফিসিয়াল আয-যাল্লাকা মিডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত এক বিবৃতিতে এই হামলার দায় স্বীকার করেছে। এবং বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে আলহামদুলিল্লাহ্, আমাদের মুজাহিদীন ভাইরা তাদের অপারেশনগুলির মাধ্যমে দখলদারদের ঘুমকে হারাম করে দিচ্ছেন, তাঁরা বুঝিয়ে দিচ্ছেন দখলদার বাহিনী আমাদের দেশে কখনোই নিশ্চিন্তে আনন্দ উপভোগ ও ঘুমাতে পারবে না। ইনশাআল্লাহ্

খোরাসান | বালা মুরগাব জেলা পরিপূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে তালেবান

অবশেষে আমেরিকার গোলাম মুরতাদ কাবুল বাহিনী তালেবানের ভয়ে বালা মুরগাব জেলায় তাদের নিয়ন্ত্রিত সর্বশেষ ঘাঁটিটি ছেড়েও পালিয়েছে।

মুরতাদ কাবুল সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় (এমওডি) জানিয়েছে যে, তারা বাদঘিস প্রদেশের বালা মুরগাব জেলা থেকে তাদের শেষ সামরিক দলটিও প্রত্যাহার করেছে এবং জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে মোতায়েন করা কয়েক ডজন সেনাকেও তারা সরিয়ে নিয়েছে।

কাবুল বাহিনী বলছে যে স্থানান্তরিত হওয়ার কারণ ছিল, খাদ্য ও অস্ত্র সরবরাহের ক্ষেত্রে সমস্যা, রাস্তা বন্ধ এবং ট্র্যাফিক যানজট বৃদ্ধি পাওয়া। এবং সামরিক বেসের অধিকাংশ নিরাপত্তা কর্মী জেলার বাইরে আটকা পড়াই ছিল প্রধান কারণ।

স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে যে, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি রাতেই জেলাটিতে থাকা সকল বিমান সরিয়ে নিয়েছে সেনারা এবং যাওয়ার সময় সেনারা বেশিরভাগ গোলাবারুদ ও সরঞ্জামে আগুন ধরিয়ে দেয়। সেনারা চলে গেলে অনেক স্থানীয়রা সরঞ্জামগুলো নিরাপদ রাখতে আগুন নিভানোর কাজও করেছেন।

রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, বাদঘিসের বালা মুরগাব জেলা কেন্দ্রটি কয়েক বছর ধরেই নিয়ন্ত্রণ করে আসছে তালেবান। যার ফলে জেলাটির সকল গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও স্থানের উপর কর্তৃত্ব ছিল তালেবানদের। অপরদিকে কাবুল সরকার জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে কয়েক ডজন সেনা মোতায়েন করে রেখেছিল দীর্ঘদিন, তবে এসব সৈন্যরা তালেবানদের প্রচণ্ড অবরোধের কবলে পড়েছিল। খাদ্য আর অস্ত্র সরবরাহ করতে না পারায় অনেক সৈন্যই পালিয়ে গিয়েছিল, আবার কেউ কেউ এসময় তালেবানদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

সর্বশেষ জেলাটিতে থাকা তাদের শেষ ঘাঁটি থেকে সেনা প্রত্যাহারের সাথে সাথে জেলার সমস্ত অঞ্চল তালেবান মুজাহিদদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে আসে এবং জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে থাকা সকল সৈন্য পালিয়ে যায়।

কাবুল বাহিনীর সামরিক ঘাঁটি ছেড়ে যাওয়ার পরের কিছু দৃশ্য

https://alfirdaws.org/2021/03/02/47474/

ফটো রিপোর্ট | তালেবানদের সাংস্কৃতিক কমিশনের বিশ্লেষণমূলক সেমিনার

ইমারতে ইসলামীয়া আফগানিস্তানের সাংস্কৃতিক বিষয়ক কমিশন কর্তৃক একটি বিশ্লেষণধর্মী সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিলল, এতে উপস্থিত ছিলেন তালেবানদের অনেক উচ্চপদস্থ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। যারা ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে মুজাহিদদের ঐতিহাসিক চুক্তির বিভিন্নদিক নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করেছেন।

উক্ত সেমিনারের কিছু দৃশ্য…

https://alfirdaws.org/2021/03/02/47469/

পাকিস্তান | পাক-তালেবানের হামলায় এক পুলিশ সদস্য নিহত

পাকিস্তানের লাকি মারওয়াতে দেশটির পুলিশ বাহিনীর উপর এক হামলার ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হয়ে এক পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত দু'দিন আগে (২৭ ফেব্রুয়ারি) পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়ার লাক্কি মারওয়াত জেলার একটি অভ্যন্তরে অবস্থিত চৌকিতে হামলার ঘটনা ঘটেছে। এসময় গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয় ফালাক নাজ নামে এক পুলিশ সদস্য।

পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় জিহাদী গ্রুপ তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মোহাম্মদ খোরাসানী গত ১লা মার্চ এই হামলার দায় স্বীকার করেছেন।

এছাড়াও এদিন তিনি পাকিস্তানে মুরতাদ বাহিনীর ভুয়া এনকাউন্টার বিষয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছেন।

তিনি বলেন, পাকিস্তানে ভুয়া এনকাউন্টারগুলির জন্য কুখ্যাত পুলিশ বিভাগ 'সিটিটি' কিছুদিন আগে সুক্কুর অঞ্চলে একটি পুলিশ এনকাউন্টার দাবি করেছিল, যাতে তারা আমাদের দুই মুজাহিদ সাথীকে শহিদ করার দাবি করেছে।

তিনি বলেন, এই এনকাউন্টারটি যথারীতি একটি ভুয়া এনকাউন্টার ছিল, নাপাক বাহিনী ভুয়া এনকাউন্টারে আমাদের যেই দুই মুজাহিদ ভাইয়ের ছবি ও নাম প্রকাশ করেছিল, তাদের উভয়কেই কিছুদিন আগে গ্রেপ্তার করেছিল এবং তাদেরকে কারাবাসের সময় চরম নির্যাতনের মাধ্যমে নাপাক বাহিনী শহিদ করে দিয়েছিল।

https://ibb.co/Y2YnKP7

০১লা মার্চ, ২০২১

নির্মাণকাজ শেষের আগেই সুনামগঞ্জে ১৫ কোটি টাকার সেতু ধসে খালে

সুনামগঞ্জ-জগন্নাথপুর সড়কের কোন্দানালা খালের ওপর ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণাধীন একটি সেতু ধ্বসে খালের মধ্য পড়ে গেছে।

রোববার বিকালে গার্ডার বসানোর সময় হাইড্রোলিক জ্যাক বিকল হয়ে সেতুটি ধ্বসে গেছে।

১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণাধীন এই ব্রিজের ৭০ ভাগ কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে।

২০২০ সালের সুনামগঞ্জের পাগলা-জগন্নাথপুর- রানীগঞ্জ সড়কে জরাজীর্ণ সেতুগুলো ভেঙে ১১০ কোটি টাকা ব্যয়ে সাতটি সেতু নির্মাণের কাজ শুরু করে সড়ক ও জনপথ বিভাগ। কাজ বাস্তবায়নের দায়িত্ব পায় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান এমএম বিল্ডার্স।

নীলফামারীতে পৌর নির্বাচনী সহিংসতায় নিহত ১

নীলফামারীর সৈয়দপুর পৌরসভা নির্বাচন চলাকালে নির্বাচনী সহিংসতায় ছোটন (৪০) নামে এক কাউন্সিলর প্রার্থীর সমর্থক নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আহত কাউন্সিল প্রার্থীসহ দুইজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

রোববার (২৮ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে ভোট চলাকালে সৈয়দপুর মহিলা কলেজ কেন্দ্রের বাইরে এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, দুপুরে কলেজ কেন্দ্রের বাইরে দুই কাউন্সিলর প্রার্থী ও সমর্থকদের কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে সংঘর্ষ বাধে। এতে পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রার্থী নজরুল ইসলাম রয়েলের সমর্থক ছোটন গুরুতর আহত হয়। তাকে দ্রুত সৈয়দপুর ১০০ শয্যা হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানে তার মৃত্যু হয়।

সৈয়দপুর থানার ওসি আবুল হাসনাত খান এ তথ্য নিশ্চিত করেছে

আমেরিকার দেশ মেক্সিকোতে বন্দুকধারীদের গুলিতে ১১ জনের মৃত্যু

উত্তর আমেরিকার দেশ মেক্সিকোর পশ্চিমাঞ্চলীয় হালিস্কো রাজ্যে পিকআপ ট্রাকে করে আসা অজ্ঞাত বন্দুকধারীদের গুলিতে অন্তত ১১ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। শনিবারের (২৭ ফেব্রুয়ারি) হামলার ঘটনায় এক নারী ও এক তরুণ আহত হয়েছে বলে কর্তৃপক্ষের বরাতে জানিয়েছে ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

রাজ্যটির সরকারি কৌঁসুলির দপ্তর জানিয়েছে, রাজ্যের প্রধান শহর গুয়াদালাহারার তোনালা উপশহরে একটি বাড়ির বাইরে গুলির জখমসহ ১০ জনকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। আর ভিতরে আরেকজন পুরুষের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়।

প্রশান্ত মহাসাগর তীরবর্তী এই হালিস্কো রাজ্য মেক্সিকোর মাদক সংক্রান্ত যুদ্ধের কেন্দ্রস্থল। দেশটির শক্তিশালী মাদক অপরাধী চক্র হালিস্কো নিউ জেনারেশন কার্টেলের (সিজেএনজি) উৎপত্তি এই রাজ্যটিতেই। ডিসেম্বরে

রাজ্যটির সাবেক গভর্নর আরিস্তোতেলেস সানদোভালকে এখানকার সৈকত শহর পুয়ের্তো ভাইয়ার্তার একটি রেস্তোরাঁয় গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল।

প্রেসিডেন্ট আন্দ্রেস ম্যানুয়েল লোপেজ ওব্রাদর ২০১৮ সালের শেষ দিকে মেক্সিকোর দায়িত্বভার গ্রহণ করে সহিংসতা নিয়ন্ত্রণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। যদিও এরপর থেকে নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড ও বছরে প্রায় লাখো মানুষ হত্যার মতো ঘটনা ঘটেই চলেছে।

ফটো রিপোর্ট | তালেবান উমারাদের একটি গবেষণা সেমিনারের দৃশ্য

কাতারের রাজধানী দোহায় গত বছরের ২৯শে ফেব্রুয়ারি দখলদারিত্বের অবসান ঘটাতে ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তালেবান মুজাহিদদের মাঝে একটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তির এক বছর পূর্ণ হয়েছে এখন। আর এই ঐতিহাসিক চুক্তির বিষয়টিকে সামনে রেখেই ইমারতে ইসলামিয়া একটি গবেষণা সেমিনারের আয়োজন করে, যাতে উপস্থিত ছিলেন তালেবানদের কেন্দ্রীয় অনেক উমারাগণও।

উক্ত সেমিনারের কিছু দৃশ্য…

https://alfirdaws.org/2021/03/01/47452/

আফগানিস্তানে আরও সেনা পাঠানোর ঘোষণা জার্মানের

জার্মান প্রতিরক্ষা মন্ত্রী অ্যানগ্রেট ক্র্যাম্প-ক্যারেনবাউর বলেছে যে, তারা আফগানিস্তানে আরও সেনা প্রেরণ এবং ২০২২ সাল পর্যন্ত তাদের সেনারা আফগানিস্তানে অবস্থান করবে।

ডয়চে ভেলের কাছে এক বিবৃতিতে ক্র্যাম্প-ক্যারেনবাউর দেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি মূল্যায়ন করার সময় বলেছে যে, আগত মাসের জন্য আফগানিস্তানে তাদের নিয়োজিত ১৩০০ সৈন্য পর্যাপ্ত হবে বলে জোর দিয়েছে এবং বলেছে যে সুরক্ষা পরিস্থিতি অবনতি হলে তারা তাদের নীতিমালা নবায়ন করবে এবং প্রয়োজনে আফগানিস্তানে আরো সেনা পাঠাবে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ক্র্যাম্প-ক্যারেনবাউর গত শুক্রবার উত্তর আফগানিস্তানের মাজার-ই-শরীফে অবস্থিত জার্মান সেনাদের পরিদর্শন করেছে।

গত সপ্তাহে, জার্মান সংসদ ২০২২ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত জার্মান সেনা আফগানিস্তানে থাকার বিষয়ে একটি প্রস্তাব অনুমোদন দিয়েছে।

২০২০ সালের ২৯ শে ফেব্রুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তালেবান মুজাহিদদের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুসারে, বিদেশি বাহিনীকে ২০২১ সালের মে মাসে আফগানিস্তান থেকে সরে যেতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা শক্তিগুলি এই সময়কালের মেয়াদ বাড়ানোর চেষ্টা করছে। অন্যদিকে, তালেবান হুমকি দিয়েছে যে, মে মাসের মধ্যে আফগানিস্তান থেকে বিদেশি সেনা প্রত্যাহার না করলে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হবে।

বর্তমানে আফগানিস্তান জুড়ে প্রায় ১৩০০ জার্মানি সৈন্য আছে। আমেরিকার পর আফগানিস্তানে সর্বাধিক সংখ্যক সেনা নিয়ে দ্বিতীয় বিদেশী দেশ এখন জার্মান। জার্মানি সৈন্যরা বর্তমানে উত্তর আফগানিস্তানে সামরিক ও রাজনৈতিকভাবে সক্রিয়। ২০২০ সালের নভেম্বরে জার্মান বাহিনী তালেবান মুজাহিদদের কাছে লাঞ্চনাকর পরাজয় বরণ করলে কুন্দুজ প্রদেশ থেকে সরে এসে বলখে স্থানান্তরিত হয়।

তালেবান মুজাহিদদের তীব্র হামলা ও আফগানিস্তান জুড়ে তাদের তৎপরতার ফলে জার্মান বাহিনী বর্তমানে কেবল বালখ প্রদেশে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। আকাশ পথ ছাড়া সকল যোগাযোগ পথ দখল করে আছে তালেবান মুজাহিদিন।

https://ibb.co/Sy594Y3

সমস্ত বিদেশী শক্তিকে অবশ্যই দেশ ত্যাগ করতে হবে- তালেবান

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে দোহা চুক্তির প্রথম বছর উপলক্ষে নতুন একটি বিবৃতি জারি করেছে।

তালেবান মুজাহিদিন নতুন এই বিবৃতিতে চুক্তির গুরুত্ব এবং আফগানিস্তান শান্তি প্রক্রিয়ার উপর জোর দিয়েছে। তালেবান জানিয়েছে যে, বিগত ২০ বছরের যুদ্ধ শেষ করার জন্য স্বাক্ষরিত দোহা চুক্তিটি আমেরিকা এবং আফগান জনগণের জন্য একটি ঐতিহাসিক চুক্তি। যা সকল পক্ষকেই মনে চলা আবশ্যক।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গত বছরের ২৯ ফেব্রুয়ারি তালেবান মুজাহিদদের সাথে এই চুক্তি করেছে যে, তারা চুক্তি স্বাক্ষরিত তারিখ থেকে আগামী ১৪ মাসের মধ্যেই আফগানিস্তান থেকে আমেরিকা ও তাদের জোট বাহিনী, ভাড়াটিয়া সৈন্য, গোয়েন্দা সদস্যসহ তাদের সহযোগী সকল কর্মকর্তারা আফগানিস্তান ছেড়ে যাবে। বিপরীত তালেবান মুজাহিদিনও এই সময়ের মধ্যে দাখলদার বাহিনীর উপর হামলা না চালানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

বিবৃতিতে তালিবান মুজাহিদিন চুক্তি প্রক্রিয়াটির সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে সংক্ষিপ্ত ৭টি পৃথক নিবন্ধন প্রকাশ করেছে।

চুক্তির সমস্ত শর্তাবলী সকল পক্ষ মানতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে তালেবান উল্লেখ করেছে যে, বর্তমানে দোহা চুক্তি বাস্তবায়নই আফগানিস্তানের চলমান ইস্যুটির সহজে সমাধানের একমাত্র উপায়।

তালিবান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এই চুক্তির সকল শর্তাবলী মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছে। তালেবান এটিও জোর দিয়ে দাবি করেছে যে, চুক্তির আওতায় নিষেধাজ্ঞার তালিকা থেকে সকল মুজাহিদদেরকে সরানো এবং সমস্ত বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার মতো বিধানগুলি এখনও পূরণ হচ্ছে না। তালেবান সতর্ক করে বলেছে যে, দোহা চুক্তি ব্যতীত অন্য কোনও উপায় নতুন করে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করার অর্থই হচ্ছে চুক্তি প্রক্রিয়াটি সমাপ্তি করা। যার ফলাফল হবে খুবই ভয়াবহ।

এই চুক্তির আওতায় তালিবানরা জানিয়েছে যে, আমরা আফগানিস্তানে যুদ্ধের তীব্রতা অনেকটা হ্রাস করেছি এবং বড় ধরনের আক্রমণ পরিচালনা থেকে বিরত থেকেছি। আমরা প্রাদেশিক রাজধানীতে হামলা চালানো থেকেও বিরত থেকেছি, যা সকলের কাছেই স্পষ্ট। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কাবুল সরকার এটি করে নি। বরং তারা ড্রোন হামলা, স্থল অভিযান এবং বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্য করে হামলা অব্যাহত রেখেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই চুক্তির শর্তে দেশ ত্যাগ করতে সম্মত হয়েছে। সুতরাং এখন দোহা চুক্তির নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে সমস্ত বিদেশি শক্তিকে অবশ্যই দেশ ত্যাগ করতে হবে। চুক্তি অনুযায়ী ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০২১ সালের মে মাসে পুরোপুরি দেশ ত্যাগের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

দোহায় চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা, কাতার, জাতিসংঘসহ বিশ্বের অনেক দেশ উপস্থিত ছিল বলে উল্লেখ করে তালেবান জানিয়েছে যে, চুক্তিটি সম্পন্ন করা এখন এই পক্ষগুলিরও দায়িত্ব।

https://ibb.co/gVpTWLJ

খোরাসান | মুরতাদ কাবুল বাহিনীর হামলায় ৮৪ বেসামরিক নাগরিক হতাহত

ক্রুসেডার আমেরিকার সহায়তায় পুরো আফগানিস্তানেই ক্রমাগত যুদ্ধাপরাধ ও নৃশংসতা চালিয়েছে কাবুল বাহিনী।

ইমারতে ইসলামিয়্যাহর মুখপাত্র জাবিউল্লাহ মোজাহিদ এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, গত দুই সপ্তাহে দেশটির ২৪ টি প্রদেশে হামলা চালিয়েছে মুরতাদ কাবুল বাহিনী।

এছাড়াও বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্য করে ৪৩ বার বিমান হামলা চালিয়েছে কাবুল বাহিনী। এসব নৃশংসতায় নারী ও শিশুসহ ৩৫ জন নিরপরাধ বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন। পাশাপাশি আহত হন আরও ৪৯ জন এবং বাড়ি থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায় ২৮ জনকে।

জানা যায়, এসব হামলায় ৩ টি মসজিদ, ১ টি হাসপাতাল, ৫৪ টি গৃহ, ১৮ টি দোকানসহ ৪০ টি গবাদিপশুর চাউনি এবং ৮ টি বেসামরিক যান ধ্বংস হয়।

ইমারাতে ইসলামিয়্যাহ আফগানিস্তান এসব হামলাসহ বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করায় কঠোর নিন্দা জানিয়েছেন।

মাহফিল থেকে ফেরার পথে বক্তার গাড়ীতে সন্ত্রাসীদের হামলা ও লুঠপাট

মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলার টিলাগাঁও এর বিজলি এলাকা থেকে মাহফিল শেষ করে নিজ গন্তব্যে ফেরার পথে গাড়ীবহরে দূর্বৃত্তদের হামলা ও লুঠপাটের শিকার হন কমলগঞ্জ উপজেলার মাধবপুর নোওয়াগাঁও মাদ্রাসার মুহতামিম, খেলাফত মজলিস মৌলভীবাজার জেলার সহ সভাপতি, শায়েখ মাওলানা নুরুল মুত্তাক্বীন জুনাইদ।

জানা যায়, শুক্রবার দিবাগত রাত ২ টার দিকে কুলাউড়া উপজেলার টিলাগাঁও ইউনিয়নের বিজলি এলাকায় মাহফিল শেষ করে কমলগঞ্জ উপজেলার মাধবপুর নোওয়াগাঁও গ্রামের উদ্দেশ্যে তার দুই সফর সঙ্গী হাফেজ মাওলানা জুনায়েদ আহমেদ ও রাজা মিয়াকে নিয়ে রওনা দেন। পথিমধ্যে দুর্বৃত্তদের হামলার ও লুটপাটের শিকার হন তিনি ও তার ২ সফর সঙ্গীসহ গাড়ী চালক।

মাওলানা নুরুল মুত্তাক্বীন জুনাইদ সাহেবের ছোট ভাই হুসাইন আহমেদ খালেদ জানান, তার বড় ভাই মাহফিল শেষে বাড়ি ফেরার পথে ঠিলাগাঁও ও কটারকোনার মধ্যবর্তী নির্জন সড়কে আকস্মিক ভাবে গাছ ফেলে তার বহণকারী গাড়ির গতিরোধ করে মুখোশ পড়া সঙ্গবদ্ধ দূর্বৃত্তরা। এক পর্যায় কোন কিছু না বলেই তাদের গাড়ীর উপর হামলা চালায়।

এতে তাদের বহন করা প্রাইভেট কারের সামনের গ্লাস ও ডানপাশের দরজার গ্লাস সম্পুর্ন ক্ষতিগ্রস্থ হয়। পরে দুর্বৃত্তরা তাদের কাছ থেকে নগদ বিশ হাজার টাকা ও ১টি মুঠোফোন লুঠ করে নিয়ে পালিয়ে যায়।

নারায়ণগঞ্জে মসজিদ ভেঙে আইভির পার্ক নির্মাণ, যা বলল কমিটি

নারায়ণগঞ্জের শহরের মন্ডলপাড়া এলাকায় ওয়াকফ সম্পত্তির অধীনস্থ পাঁচ শতাধিক বছরের প্রাচীন মসজিদ ভেঙ্গে দেওয়ার চক্রান্ত হচ্ছে।

জায়গা দখল করে পার্ক ও বহুতল বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভির বিরুদ্ধে। শনিবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে নগরীর চাষাড়ায় রাইফেল ক্লাব মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলন করে এ অভিযোগ তোলেন মন্ডলপাড়া জামে মসজিদ পরিচালনা কমিটি।

সুলতানি আমলের ওই প্রাচীন মসজিদ এবং ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষার জন্য সকলের হস্তক্ষেপ কামনা করেন তারা। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন মন্ডলপাড়া জামে মসজিদ পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন কমিটির সভাপতি আব্দুর রহমান, মসজিদের জমি সংক্রান্ত মামলার আইনজীবী মহসিন মিয়া, মোতোয়াল্লি সাফায়েত উদ্দিন আহমেদ ও সহকারী মোতোয়াল্লি বরকত উল্লাহ খন্দকারসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সংবাদ সম্মেলনে কমিটির সাধারণ সম্পাদক জানান, মন্ডলপাড়া এলাকায় রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ থেকে ক্রয়কৃত মীর শরিয়ত উল্লাহ ওয়াকফ সম্পত্তির ৮৩ শতাংশ জায়গা রয়েছে।

যার মধ্যে প্রাচীন বাংলার ইলিয়াছ শাহী রাজবংশের শেষ সুলতান জালালুদ্দীন ফতেহ শাহের আমলে ১৪৮২ সালে নির্মিত ৫৩৯ বছরের প্রাচীন কারুকাজ সম্বলিত একটি স্থাপত্য শৈলীর নিদর্শনের মসজিদ রয়েছে। পরবর্তীতে ঐতিহাসিক মসজিদটিকে স্মৃতি হিসেবে রেখে নতুন করে মসজিদ নির্মাণ ও সম্প্রসারণ করা হয়। যার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেছে মীর শরীয়ত উল্লাহ এস্টেটের পক্ষ থেকে।

তিনি আরও বলেন, দীর্ঘ সময় পর রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ এই সম্পত্তি তাদের বলে দাবি করলে নিম্ন আদালত এবং উচ্চ আদালত থেকে দু'দফায় ওয়াকফ সম্পত্তির পক্ষেই রায় আসে।

পরে মসজিদ কমিটি সিদ্ধান্ত নেয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সারাদেশে ৫৬০টি মডেল মসজিদ নির্মাণের যে প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে, এই মসজিদটি সেই আওতায় নিয়ে জেলার মডেল মসজিদ হিসেবে যেন রূপান্তর করা হয়।

সেই লক্ষ্যে মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে ইসলামি ফাউন্ডেশনের সাথে আলাপ আলোচনা সাপেক্ষে একটি চুক্তিও হয়েছে। তবে সম্প্রতি সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডাক্তার সেলিনা হায়াৎ আইভি এই ওয়াকফ সম্পত্তির প্রায় অর্ধেক জায়গা দখলের পাঁয়তারা করছেন।

মসজিদ কমিটির সাধারণ সম্পাদক রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ অভিযোগ করেন, জেলা মডেল মসজিদের টেন্ডার হওয়ার পরই মেয়র আইভি অযাচিতভাবে গত ১২ জানুয়ারি মন্ডলপাড়া জামে মসজিদের ৪০ শতাংশ জায়গা দখল করে মডেল মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনসহ সেখানে নিজের নাম সম্বলিত একটি নামফলক স্থাপন করেছেন।

সম্পূর্ণ বেআইনি ও অন্যায়ভাবে ওয়াকফ সম্পত্তি জবর দখল করে সেখানে পার্কের নামে বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ করে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে চাইছেন।

এর প্রেক্ষিতে মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি নারায়ণগঞ্জের চতুর্থ সহকারী জজ আদালতে একটি মামলা দায়ের করলে আদালত বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে সেখানে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।

তারপরেও আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ রাতের অন্ধকারে মসজিদের ১২টি রুম ভেঙ্গে ফেলেছে। একইসঙ্গে সেখানে পার্কের লেক নির্মাণের কাজও চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।